অখণ্ড আচার সংহিতা

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

স্বামী স্বরূপানন্দ রচনাবলী
NAME OF THE BOOK

SL. NO	BENGALI	ENGLISH	TOTAL VOLUME
1	অখণ্ড সংহিতা	AKHANDA SANHITA	24
2	অসংযমের মুলচ্ছেদ	ASAMJAMER MULLOCHED	1
3	আদর্শ ছাত্রজীবন	ADARSHA CHATRA JIBAN	1
4	আত্মগাঠন ও ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ	ATMAGATHAN O BRAHMACHARYA	1
5	আপনার জন	APNAR JAN	1
6	আয়ুর্বেদ চিকিৎসা	AYURVEDA CHIKITSA	1
7	বন পাহাড়ের চিঠি	BAN PAHARER CHITHI	2
8	বিধবার জীবন যজ্ঞ	BIDHABAR JIBAN JAGYA	1
9	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য	BIHAHITER BRAHMACHARYA	1
10	বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ	BIBAHITER JIBAN SADHANA	1
11	দিন লিপি	DINA LIPI	1
12	ধৃতঙ্গ প্রেন্যা	DHRITANG PREMNNA	39
13	গুরু	GURU	1
14	তাঁর পবিত্র বাণী	HIS HOLY WORDS	1
15	জীবনের প্রথম প্রভাত	JIBANER PRATHAM PRABHAT	1
16	কর্মের পথে	KARMER PATHE	1
17	কর্ম্ম ভেরী	KARMA VERI	1
18	কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে	KUMARIR PABITRATA	6
19	মন্দির	MANDIR	1
20	মধুমল্লার	MADHUMALLAR	1
21	মঙ্গল মুরলী	MANGAL MURALI	1
22	মুর্চ্ছনা	MURCHANA	1
23	নবযুগের নারী	NABAJUGR NARI	1
24	নব বর্ষের বাণী	NABA BARSHER BANI	1
25	পথের সাথী	PATHER SATHI	1
26	পথের সন্ধান	PATHER SANDHAN	1
27	পথের সঞ্চয়	PATHER SANCHOY	1
28	প্রবুদ্ধ যৌবন	PRABUDDHA JOUBAN	1
29	সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ	SAMJAM PRACHARE SWARUPANANDA	1
30	সর্পঘাতের চিকিৎসা	SARPAGHATER CHIKITSA	1
31	সরল ব্রহ্মচর্য	SARAL BRAHMACHARYA	1
32	সংযম সাধনা	SANJAM SADHANA	1
33	স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব	STREE JATITE MATRIBHAB	1
34	সধবার সংযম	SADHABAR SANJAM	1
35	সাধন পথে	SADHAN PATHE	1
36	শান্তির বার্তা 3 খন্ডে	SHANTIR BARATA	3
	মোট বহি	TOTAL	105

হরিওঁ

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত

অখণ্ড-আচার সংহিতা

তৃতীয় সংস্করণ

কার্ত্তিক, ১৪২৪

—ঃ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ঃ—

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,

বারাণসী-২২১০১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক— চল্লিশ টাকা [মাশুলাদি স্বতন্ত্র]

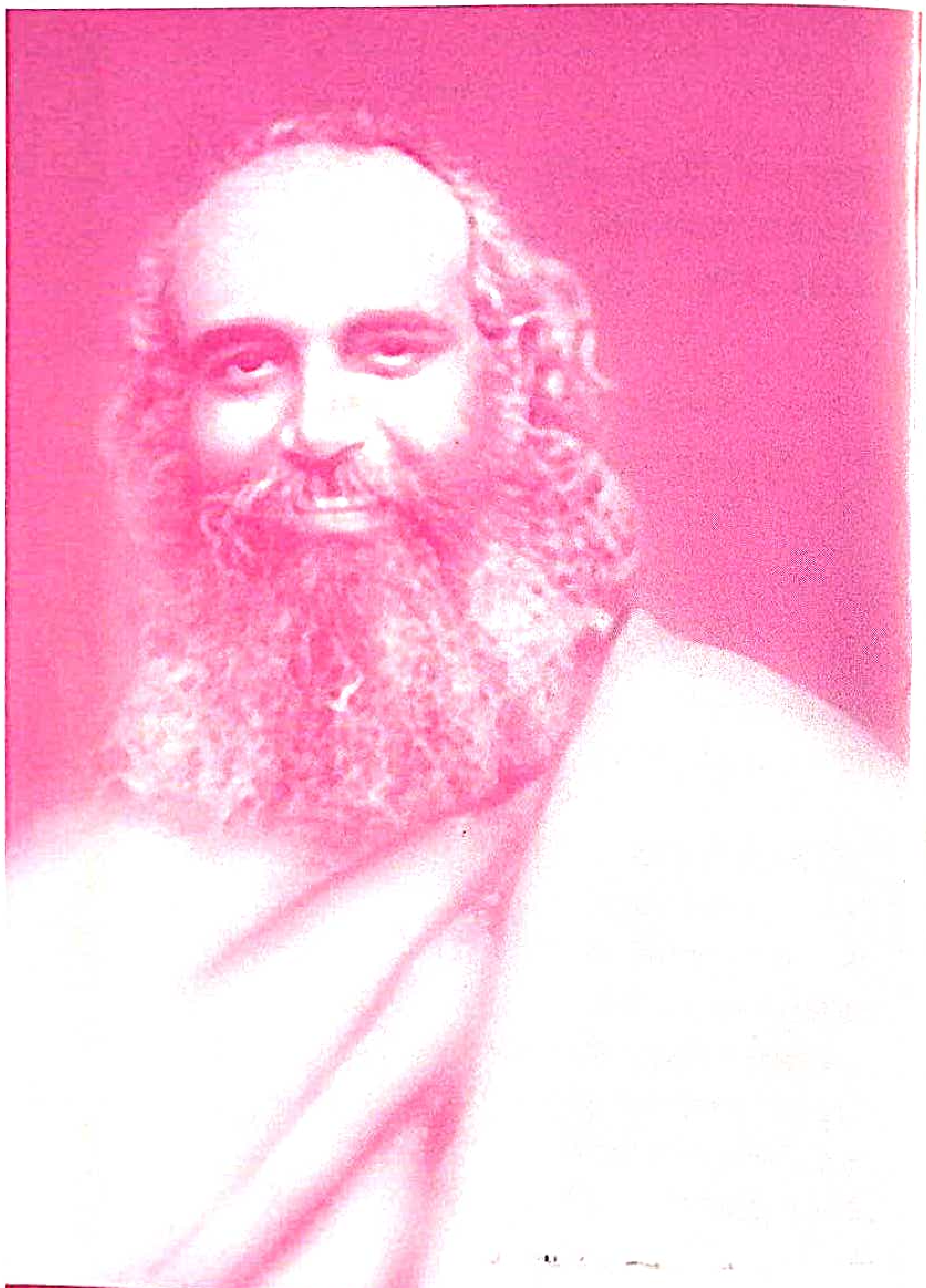

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

হরিওঁ

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত অখণ্ড-আচার সংহিতা

—ঃ * ঃ—

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত অখণ্ড-বিধিমতে শুভ গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্ত্তন, বিবাহ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি।

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—“সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানান্তে যে-কোনও শুভকার্য্য প্রশস্ত—মাস, তারিখ, তিথি, বার, গ্রহ-নক্ষত্র কিছুরই প্রয়োজন নাই।......একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, গাত্রহরিদ্রা, দ্বিরাগমন, গর্ভাধান, সাধভক্ষণ, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন সকলই একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে। সেই দিন দূরে নহে এবং সেই দিনকে ডাকিয়া আনিবার জন্য কোনও

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

কৃত্রিম প্রয়াসেরও আবশ্যকতা নাই,—আপনা আপনি তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া যাইবে।”

—(শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালী, পৃঃ ২৭)

“আমরা মনের আনন্দে নিজের ঘরে বসিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত উপাসনা করিব, অতুল স্ফূর্ত্তিতে হাজার জনকে লইয়া সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা করিব। সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণ লইয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তনের প্লাবনে ভাসিব, ডুবিব, ভাসাইব, ডুবাইব। অন্যের ব্যক্তিগত বা সমাজগত অধিকারের উপর আমরা হস্তক্ষেপও করিব না, **আমাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানের উপরে অন্যদের অনধিকার চেষ্টাকে সম্মানও দিব না।** অখণ্ডগণের মধ্যে কেহ বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি কৌলিক মতে না করিয়া অখণ্ড মতে করিতে চাহিলে সে যেন নিজ আত্মীয়-পরিজনদের সম্মতি ও সানন্দ সমর্থন তাহাতে নেয়। নতুবা ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে আনন্দদায়ক হয় না। প্রত্যেককে অখণ্ড-মতেই সমবেত উপাসনা করিয়া শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি করিতে হইবে, এমন জিদ আমি কখনো করি নাই, আমার স্বভাবে তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু কেহ যদি কোনও কারণে লৌকিক প্রথাকে অসার জ্ঞানে বা অনাবশ্যক বোধে কিম্বা অসম্ভব বিবেচনায় ত্যাগ করে, তবে অখণ্ড-প্রথায় উপাসনা করিয়া এ কার্য্যের অধিকার আমি তাহাকে দিয়াছি। অতীতের সংহিতা-কারদের যে অধিকার ছিল, এ যুগের স্বরূপানন্দ অতীত ঋষিগণের পদাঙ্ক সেবা করিয়াই সে অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, অখণ্ড-প্রথা কোন্ সম্প্রদায়ের কোন্ প্রথার প্রতি

সামঞ্জস্যহীন, এসব বিতর্কের অবসর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক কণাও নাই। আমি কাহাকেও বাধ্য করিতে চাহি নাই, চাহি না, চাহিব না, কিন্তু বিশ্বাসীর মন চলিত সমাজকে থোড়াই গ্রাহ্য করিবে।”

—(প্রতিধ্বনি, চৈত্র, ১৩৬৮, পৃঃ ৯৯৩-৯৪)

বিভিন্ন স্থানে অখণ্ডবিধিমতে শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গৃহারম্ভ প্রভৃতি শুভকার্য্যের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। **সর্ব্বত্র যাহাতে একই পদ্ধতি ও প্রকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অনুষ্ঠানগুলি সু-শৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয় তাহার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণির অমূল্য গ্রন্থরাজির বিভিন্ন জায়গায় তাঁহারই নির্দ্দেশিত বিধিগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।**

ভ্রূমধ্যে ফোঁটা

“দুইটি চক্ষুর ঊর্দ্ধদেশে দুই ভ্রূ ধনুকের মত বাঁকাইয়া রহিয়াছে। ভ্রূ-চাপের দুই উচ্চতম স্থান বরাবর সরলরেখা টানিলে এবং নাসিকার ঠিক অগ্রভাগ হইতে দুই ভ্রূর মধ্যখান দিয়া একটি লম্বরেখা টানিলে যেখানে দুই রেখা মিলিত হইবে সেইটিই তোমাদের ধ্যানের ভ্রূমধ্য।***

“উপাসনাকালে চন্দনের ফোঁটা দিতে ঠিক সেই স্থলে দিবে,—নাকের ডগায়, নাকের গোড়ায় বা কপালের ঊর্দ্ধাংশে নহে।”

—(ধৃতং প্রেম্না, ২য় খণ্ড, পত্র নং ২৫)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনাতে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ

"সমবেত উপাসনার প্রারম্ভকালে বা অনুরূপ অন্য কোনও অনুষ্ঠান শুরু হইবার পূর্ব্বে পাঠ করিতে হইলে, অনুষ্ঠানটির প্রকৃতি অনুযায়ী অনুকূল সন্দর্ভ-সমূহ আগে হইতে বাছিয়া নিয়া তবে কার্য্যকালে পড়িতে হয়। 'অখণ্ড-সংহিতা' একটা বিশ্বকোষ-বিশেষ, যাহাতে মানুষের প্রায় সকল সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা আছে। কিন্তু যেখানে কুমারী মেয়েরা বা কিশোর তরুণেরা উপাসনায় বা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছে, সেখানে যৌন সমস্যার সমাধানমূলক অংশগুলি পাঠ করিয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে শুনান নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন ও অশোভন। অখণ্ড-সংহিতারূপ মহাসাগরে অবগাহন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তদুচিত রত্ন-সমূহ বাছিয়া লইয়া তারপরে পাঠ করা উচিত। পাঠের সময় যখন নিতান্তই সুনির্দ্দিষ্ট ও সুসীমিত, তখন সুনির্ব্বাচিত অংশগুলিই ত' পাঠ করা কর্ত্তব্য। যে যে বাণীতে উপাসনার প্রতি অনুরাগ, সাধনে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও একলক্ষ্যতার অনুশীলনে উৎসাহ জাগিবে, এই সকল ক্ষেত্রে তাহাই ত' পাঠ করিয়া শুনানো উচিত।"

—(ধৃতং প্রেন্না, ৩৩শ খণ্ড, পত্র নং ১১)

"গীতা, ভাগবত, চণ্ডী, কোরাণ, পুরাণ, জেন্দাবেস্তা বা

জপজী সবই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ কিন্তু আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনাতে একমাত্র পঠনীয় শাস্ত্র থাকিবে অখণ্ড-সংহিতা।"

—(ধৃতং প্রেন্না, ১৯শ খণ্ড, পত্র নং ৪২)

সমবেত উপাসনা ও অন্যান্য যে-কোনও অখণ্ড অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ

"তোমাদিগকে আমি সমবেত উপাসনার অব্যবহিত পূর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিতে বলিয়াছি। শুধু সমবেত উপাসনারই অব্যবহিত পূর্ব্বে নহে, যেখানে নগর-সংকীর্ত্তন তোমাদের অনুষ্ঠান, যেখানে কীর্ত্তনাঞ্জলি তোমাদের অনুষ্ঠান বা যেখানে উদয়াস্ত কীর্ত্তন, উদয়াস্ত জপ, উদয়াস্ত ব্রহ্মগায়ত্রী গান, উদয়াস্ত জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প তোমাদের অনুষ্ঠান, সেখানেও আমি অখণ্ড-সংহিতাটীকে অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঠ করিয়া নেওয়া বাধ্যকর করিয়া দিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য বহুবিধ। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তার সমাবেশ দ্বারা মন হইতে অন্যান্য পূর্ব্বচিন্তাকে বিদূরিত করিয়া দেওয়া। *** অনুষ্ঠানের পুর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতা পাঠকালে অনুষ্ঠেয় ব্যাপারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ অংশ পূর্ব্ব হইতে নির্ব্বাচন করিয়া নেওয়া ভাল।"

—(ধৃতং প্রেন্না, ২৬শ খণ্ড, পত্র নং ২৮)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

উপাসনা পরিচালনা ও অখণ্ড-সংহিতা পাঠ

"প্রশ্ন ঃ—যিনি উপাসনা পরিচালনা করিবেন, তিনিই কি অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি—'না', যাহার পাঠ হৃদয়গ্রাহী ও নির্ভুল, যাহার উচ্চারণ স্পষ্ট ও পরিষ্কার, অখণ্ড-সংহিতা পাঠের ভার তাঁহাকে দিতে হইবে। যাহা পাঠ করা হইতেছে, পাঠকের পক্ষে তাহার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা থাকাও দরকার। নতুবা পাঠের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। যিনি বিশুদ্ধ সুর জানেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেই উপাসনা পরিচালনা সঙ্গত।"

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন, ১৩৭৬, পৃঃ-৫৪৮)

সমবেত উপাসনার আসরে বসিবার ব্যবস্থা

"সমবেত উপাসনার আসরে আমরা প্রায় সকল স্থানেই একদিকে মহিলাদের এবং একদিকে পুরুষদের বসিবার আসন দেই। ***আমাদের দেশের সাধারণ রীতি হইতেছে মহিলা-দিগকে বামার্দ্ধে বসিতে দেওয়া। শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে স্থলবিশেষে অন্যরূপও করা যায়। তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। নারী ও পুরুষের বসিবার স্থান একটু ভিন্ন দিকে রাখা ভারতীয় শালীনতার অঙ্গ মাত্র। ক্ষুদ্রস্থানে অনেক

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সময়ই পৃথক ব্যবস্থা রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া যেখানে কেহই সময়মত উপাসনায় আসে না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৬শ খণ্ড, পত্র নং ২৮)

অখণ্ড উৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্র স্থাপন

"তোমাদের গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে, উৎসব প্রাঙ্গণের কোথাও তাহার একটি প্রতিচিত্র থাকিলে বা উপাসনার অন্তে কেহ সেই প্রতিচিত্রে প্রণাম জানাইলে তোমাদের আপত্তির ফোয়ারা ফাটিয়া পড়ে কেন? ইহার পশ্চাতে প্রকৃত মানসিকতাটি কি রহিয়াছে, তাহার তোমরা অনুসন্ধান করিবে কি? *** জন্মোৎসবের মণ্ডপে কোথাও তাঁহার একখানা প্রতিচিত্র থাকিবে কি না থাকিবে, তাহা নিয়া theological, metaphysical ও philosophical speculation এবং argumentation এ কোমর কাছিয়া লাগিয়া গিয়াছ। *** পুণ্য ভাণ্ডারের জন্য ত্যাগ স্বীকারে তোমাদের মধ্যে হাজার করা একজনকেও আগ্রহী দেখা যায় না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩০শ খণ্ড, পত্র নং ৪৯)

"আমার ফটোটা বসিলে বাহিরের লোকের আপত্তি আছে কিনা, তাহা শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করিতে পার। তোমরা শিষ্য

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

হইয়া গুরুর ছবি নিয়া এত তর্ক-বিতর্ক কর কোন্ সুরুচি বা সৎশিক্ষার গুণে?"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৫শ খণ্ড, পত্র নং ১)

শ্রীশ্রীবাবামণির ফটো

"আমার ফটোর মধ্যে আমি আছি,—স্থূলভাবে নয়, সূক্ষ্মভাবে। আমার মন্ত্রের ভিতর আমি আছি, আমার উপদেশের ভিতর আমি আছি। যে আমার উপদেশ পালন করে, আমি তাহার ভিতরও আছি।

"আমি যাঁহার উপাসনা করি, আমি তাঁহার ভিতর আছি। তুমি আছ ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, আমি আছি ইহাও তেমন ধ্রুব সত্য। আমি তোমার জন্য আছি, আমার জন্য আছি, সমস্ত জীবকুলের জন্য আছি। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি অণু পরমাণুর জন্য আছি এবং ব্যক্তাব্যক্ত পরমেশ্বরের জন্য আছি। তিনি আছেন বলিয়াই আমি আছি, আর আমাকে বাদ দিয়া তিনিও সম্পূর্ণ নহেন।

"আমার ফটোর মধ্যে আমি আছি। তুমি প্রাণঢালা বিশ্বাস দিতে পারিলে ফটোখানা সজীব হইবে।***

"আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে আছি, একথা বিশ্বাস করিও।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৫ খণ্ড, পত্র নং ১১)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনায় অঞ্জলি প্রদান

"সমবেত উপাসনার অঞ্জলির পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র অর্পণকালে বিগ্রহের গাত্রে নিক্ষেপ করিও না। বিগ্রহের পদতলে একে একে সুশৃঙ্খল ধীরতার সহিত তাহা অর্পণ করিবে। বিশেষ জনতাস্থলে সকলে নিজ নিজ স্থানে অঞ্জলির পুষ্পাদিসহ অপেক্ষা করিবে, সংগ্রাহকেরা সংগ্রহ করিয়া নিয়া বিগ্রহে অর্পণ করিবেন।***

"অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে, অঞ্জলি-স্তোত্র পাঠের আগে হাতে ফুল নিবার জন্য হাত-ধোওয়ার হিড়িক পড়িয়া যায়। ইহা নিষিদ্ধ। উপাসনায় বসিবার সময়েই হাত ধুইয়া যার যার ফুল বিল্বপত্র হাতে নিয়া বসা উচিত।"

—(শ্রীশ্রীসমবেত উপাসনা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২০, ২১)

"অত্যধিক ভীড়ের দরুন সমবেত উপাসনায় স্থান- সঙ্কুলান কম হইলে আগের দিকের সকলে বীরাসন করিবে এবং পিছনে স্বল্প-সংখ্যক লোক অগত্যা দাঁড়াইয়া শান্তিবাচন পাঠ করিবে। *** যেখানে যে প্রথমে সমবেত উপাসনায় বসিয়াছিলে, দণ্ডায়মান হইবার কালেও সেখানেই থাকিবে, বীরাসনে বসিবার কালেও সেখানেই বসিবে,—স্থান বদলাইয়া একচুল অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে না, ঠেলাঠেলি করিবে না।"

—(শ্রীশ্রীসমবেত উপাসনা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৩)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনায় শ্রীশ্রীবাবামণির অঞ্জলি

"আমার অনুপস্থিতিতে আমার জন্য রক্ষিত পুষ্পবিল্ব-পত্রাদি কেহ নিজ অধিকারের দাবীতে বিগ্রহে অর্পণ করিতেছ এ ভাব রাখিতে পারিবে না। যে নিকটে আছ, যে ক্ষিপ্রতার সহিত সুশৃঙ্খলভাবে কাজটি করিতে পারিবে, যাহার মনে দাবীর অহঙ্কার নাই, মনে আছে 'অনুগৃহীত হইলাম' এইরূপ দীনভাব, যে 'আমি সুরজ্ঞ, আমি গৃহকর্ত্তা, আমি উপাসনার ব্যয়-বহনকারী, আমার প্রিয়জনের কল্যাণার্থে অনুষ্ঠান হইতেছে' এই জাতীয় বা অন্যরূপ অভিমান অন্তরে পোষণ করিবে না, এমন সাত্বিক স্বভাব ভক্তিবিনম্রচিত্ত ব্যক্তিই মাত্র অঞ্জলির ঐ পুষ্পাদি বিগ্রহে অর্পণ করিবে।"

—(প্রতিধ্বনি, শ্রাবণ, ১৩৭২, পৃঃ ৪০৬)

শ্রীশ্রীবাবামণির অঞ্জলির থালিকায় ফুল, বেলপাতা, দুর্ব্বা, তুলসী, হরিতকী, তিল, আতপচাল ও চন্দন, এই আটটী উপকরণ থাকিবে।

উপাসনা-অঙ্গনে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিকৃতি

"প্রতি বৎসরই জন্মোৎসব-মাসের মধ্য ভাগ হইতে প্রায় সারা মাঘ মাস জুড়িয়া আমাকে অনেকগুলি মামলার

বিচার করিতে হয়। অভিযোগের তালিকায় থাকে,— (১) ওঙ্কার- বিগ্রহ অর্চ্চনার কালে ওঙ্কার-মন্ত্রের প্রচারক ও দাতা স্বরূপানন্দের ফটো পূজা করা যায় কিনা? করিলে লাভ বা ক্ষতি কি? না করিলেই বা কি যায় আসে? (২) যাঁহার জন্মোৎসব হইতেছে, সেই স্বরূপানন্দের একখানা প্রতিকৃতি উপাসনা-অঙ্গনের বা উৎসব-প্রাঙ্গণের কোনও স্থানে আড়ম্বরপূর্ণ রূপ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া রক্ষা করিলে ওঙ্কার-বিগ্রহের অপমান করা হয় কিনা? (৩) স্বরূপানন্দ ওঙ্কারের পূজা-প্রবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার পূজা হইবে কেন? ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি যদি কল্যানীয়া সাধনার নিকট উত্থাপিত হইত, তাহা হইলে অতি সরল জবাব পাইত। আমি বক্র-স্বভাবের লোক, বাল্যকালে নাম ছিল বঙ্কিম। সুতরাং অত সরল জবাব আমাতে সম্ভব হইবে না। ধৈর্য্য থাকিলে শ্রবণ কর। *** মুসলমানেরা আল্লার নাম স্মরণ কালে আল্লার পথ-প্রদর্শনকারী হজরত মহম্মদকে মনে মনে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে উভয় প্রকারেই স্মরণ করিয়া থাকেন। *** ওঙ্কার-মন্ত্রের দাতার মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা না থাকিলেও সাধন করিতে করিতে এই প্রচারকের মূর্ত্তি কারও মনে আসিয়া যাইতে পারে। তাহা নিরোধ করিবার সাধারণ কোন উপায় আমাদের হাতে নাই। *** তাঁহার নিজের পূজা তিনি প্রবর্ত্তন করিতে আসেন নাই, তবু যদি দুই

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

চারিজন লোক ঝোঁকের বশে তাঁহার মূর্ত্তি কোথাও পূজিয়া বসে, তাহা হইলে তাহা ঠেকাইবার ফৌজ কোথায় পাইবে?

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৮ খণ্ড, পত্র নং ৩০)

"এমন কোনও মুসলমানের কথা চিন্তা করিতে পার কি, যে 'লাইলাহা ইল্লালাহ্' বলিবে কিন্তু 'মুহম্মদর্ রসুল্লাল্লাহ্' মানিবে না? আল্লাকে মানিব, মহম্মদকে গ্রাহ্য করিব না, এমন কথা কোনও মুসলমান স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। হজরত মহম্মদের প্রতি প্রাণময় ভালবাসা, হৃদয়-মন- বিজয়িনী ভক্তি এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠা মুসলমানকে জগতে দুর্জ্জয় করিয়াছে। আর তোমরা? বড় বড় কথা কহিবে কিন্তু কোথাও তোমাদের নিষ্ঠা নাই, বিশ্বাস নাই, আস্থা নাই এবং এই জন্যই মানুষের সঙ্গে কেবল তর্কের পর তর্ক করিয়া আসর মাৎ করিবে কিন্তু যেখানে দেখিবে বিপত্তি, সেখানে প্রাণ লইয়া চোরের মতন কেবল করিবে পলায়ন।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩০ খণ্ড, পত্র নং ৪৯)

সমবেত উপাসনায় শ্রীশ্রীবাবামণির আসন

"পরমেশ্বরের সহিত আমার অভেদ-অভিন্নতা আমি সুস্পষ্টভাবে আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পাইয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমা ছাড়া কিছু নাই এবং আমাতেই নিখিল বিশ্ব

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

ও তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমাহিত। আমি জানিয়াছি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি নামে বা জ্ঞানে আমাকেই অনন্তকাল অনন্ত জীবকুল অনন্ত দেশে অনন্তভাবে পূজা করিয়া আসিয়াছে এবং এই সকল ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি দেবগণও আমাকেই ভজনা করিয়াছেন। আমি ইহাও জানি যে, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদিকে আমি ভাবিয়া যাঁহারা পূজা করিয়াছেন, তাঁহারাও আমি ছাড়া আর কেহ নহেন। আমি ইহাও জানি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদিরূপে আমিই আমাকে ভজনা করিয়া ইন্দ্রাপেক্ষা চন্দ্রাপেক্ষা বরুণাপেক্ষা মহত্তর বৃহত্তর হইয়াছি। আমাকে লইয়াই আমি করিয়াছি অনন্তকাল লীলা, আমাকে লইয়াই আমি চালাইয়া যাইব আমার অপরূপ মায়ার খেলা। ইহা আমি সত্যতঃ জানিয়াছি, সুস্পষ্ট জানিয়াছি, অভ্রান্তভাবে জানিয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমাকে লইয়াই বিশ্বের সকল বিচিত্রতা। আমাকেই কখনো অবতার হইয়া, কখনো অবতারের ভজনাকারী হইয়া বারংবার আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। তথাপি আমি তোমাদের কাছে অবতার বা ঈশ্বররূপে পূজা পাইতে চাহি না। ***যেখানে দশ জনকে লইয়া কাজ, সেখানে আমি তোমাদের দশ জনের সঙ্গে একজন সমোপাসক মাত্র। এই জন্যই তোমাদের সমবেত উপাসনাতে আমি সকলের অগ্রে একখানা আসন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকি।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১০ম খণ্ড, পত্র নং ১৮)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য ও পক্কান্ন

"সমবেত উপাসনা ভোগ-নৈবেদ্য ছাড়াও হয়। তথাপি অনেকে ভোগ-নৈবেদ্য দিতে চাহেন। এই অভিলাষে আপত্তি করিবার কিছু নাই কিন্তু **কদাচ পক্কান্ন-ভোগ উপাসনার আসরে সাজাইবে না**। নিজ নিজ ব্যক্তিগত জেদ, রুচি, গোঁড়ামি বা গোয়ার্ত্তুমিকে আমার নির্দ্দেশের ঊর্দ্ধে যাইতে দিও না।"

—(অখণ্ড সংহিতা, ১৬শ খণ্ড)

"বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনায় তোমরা পক্কান্ন-ভোগ সাজাইও না। বারংবার বলিয়াছি, উপাসনা-কালে শিশুর ক্রন্দন চলিবে না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনায় উচ্চ-নীচ ভেদ থাকিবে না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়টুকুকে সকল ভেদ-বিসম্বাদের ঊর্দ্ধে রাখিতে হইবে। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনার পরে যাহাতে শান্ত মনে স্নিগ্ধ প্রাণে গৃহে ফিরিতে পার, তাহার জন্য প্রসাদ-বিতরণ-কালে যথাসাধ্য নীরব থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং বলপূর্ব্বক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। বারংবার বলিয়াছি, নূতন নূতন স্তোত্র, মন্ত্র, সুরের আমদানী করা চলিবে না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনা লইয়া তোমরা প্রাণান্তেও দলাদলি করিও না। বারংবার বলিয়াছি, সমবেত

উপাসনায় আসিবার কালে প্রত্যেকেই হাতে করিয়া অল্প পার বেশী পার, পূজার সামগ্রী অবশ্য আনিবে, কেহ একেবারে খালি হাতে আসিবে না। **বারংবার বলিয়াছি, সমবেত উপাসনার প্রসাদ লইবার কালে সকলে মন্দিরের বাহিরে সারিবদ্ধভাবে বসিয়া যাইবে এবং হস্ত প্রক্ষালনের পরে নিঃশব্দে ভক্তিভরে প্রসাদ লইবে।**

কেহ আমার কথায় কর্ণপাত করিয়াছ কি?"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১ম খণ্ড, পত্র নং ৪২)

"সমবেত উপাসনাতে নৈবেদ্যের মধ্যে পক্কান্নভোগ সাজান আমার নিষেধ করাই আছে। কেহ কেহ কোনও কোনও স্থানে এই নিষেধ অমান্য করিয়া নিজ নিজ স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। ইহা অন্যায় হইয়াছে। ...... যেখানে সমবেত ভক্তদের খেচরান্ন-প্রসাদ দিয়া আপ্যায়ন করা অবস্থাধীনে আবশ্যক, সেখানেও সমবেত উপাসনার প্রসাদ নিয়া ভক্তিভরে তাহার সহিত মিশাইয়া দিলেই কাজ চলিতে পারে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩য় খণ্ড, পত্র নং ৫৮)

ভোগ নৈবেদ্য ঢাকিয়া রাখা

কলাপাতা প্রভৃতি দ্বারা ভোগ নৈবেদ্যের থালাগুলি ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

—(প্রতিধ্বনি, ভাদ্র, ১৩৬৪, পৃঃ ৩৯৬)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনায় ঘট ইত্যাদি

* সমবেত উপাসনায় ঘট, কোশাকুশি, জলশঙ্খ ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নাই। অযথা বাহুল্য বর্জ্জনীয়।

* সমবেত উপাসনা শুরু হইবার আগে লোক জমাইবার জন্য কীর্ত্তন, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি কঠোরভাবে বর্জ্জনীয়।

* সমবেত উপাসনায় বসিবার পূর্ব্বে হস্তপদ ধৌত করিয়া ভ্রূমধ্যে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দিয়া অঞ্জলির ফুল, বেলপাতা, দুর্ব্বা তুলসী ইত্যাদি হাতে লইয়া বসিতে হইবে। উপাসনার **সময় ফুল বেলপাতা ইত্যাদি হাতেই রাখিতে হইবে, কাগজে বা পলিথিন ব্যাগে রাখা চলিবে না।** কারণ শ্রীশ্রীবাবামণির মতে,—"তোমার হস্তধৃত পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন তোমার সমগ্র সত্ত্বার প্রতীক, তোমার অস্তিত্বের প্রতীক, অঞ্জলি মানে আত্মনিবেদন, আত্মবলি। ফুল বেলপাতার মাধ্যমে তুমি নিজেকে পরমপ্রভুর পায়ে নিবেদন কর্চ্ছ। এখানেই ফুল বেলপাতার সার্থকতা।"

সমবেত উপাসনায় 'জয়গুরু শ্রীগুরু' ধ্বনি দেওয়ার সাথে সাথে শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া আসন গ্রহণ করেন এবং শান্তিবাচনের সাথে সাথে আসন ত্যাগ করেন। ধ্বনি দিবার পর কোন অবস্থাতেই আচার্য্যের আসন অতিক্রম করা যাইবে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

না, একমাত্র অগ্নি-নির্ব্বাপণ বা গুরুতর কোনও কারণ না থাকিলে।

"সমবেত উপাসনার ব্যাপারে যাহা বিহিত বিধান রহিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া কোনও নূতন প্রথার সৃষ্টি করিতে যাইও না। *** ইহা যাহা, ইহাকে তাহাই থাকিতে দিও। ইহার মধ্যে নবপ্রবর্ত্তন ও নবপ্রযোজন করিতে যাইও না। অতীতে কোথায় কবে অসম্পূর্ণরূপে বা বিধি-বহির্ভূত ভাবে সমবেত উপাসনা করিয়াছিলে এবং বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও কারণ-বশতঃ তাহাতে প্রতিবাদ করেন নাই, এই যুক্তিতে অতীতের ভুলগুলির সঙ্গে গোঁড়া ভাবে লাগিয়া থাকিও না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১ম খণ্ড, পত্র নং ১৩)

* শ্রীশ্রীমামণির মতে,—"শ্রীবিগ্রহ নিজেই সুন্দর, তাই তাঁকে আর চন্দন, ফেব্রিক ইত্যাদি দিয়া সাজাইবার কোন প্রয়োজন নাই। সম্পূর্ণ শ্রীবিগ্রহ যাহাতে দেখা যায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

* সমবেত উপাসনার বিগ্রহ সজ্জায় Moving টুনি বাল্বের আলো ব্যবহার চলিবে না। কারণ, পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমামণির মতে ইহাতে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে।

* সমবেত উপাসনায় প্রদেয় শ্রীশ্রীবাবামণির আসনটি একটি

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

উঁচু পিঁড়ির উপর, শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীদেহের উপযুক্ত, সুদৃশ্য ও সুশোভন ভাবে সাজাইতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীবাবামণির আসনটি (মাপ ২´×২´-৬´´) এমন হইবে যাহাতে তিনি যদি শ্রীদেহে থাকিতেন তবে তাঁহার বসিতে কোন অসুবিধা না হয়। আসনের চারি কোণায় ফুল বেলপাতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আসনের মাঝে নয়।

যে কোনও উপলক্ষ্যেই সমবেত উপাসনা হউক না কেন, উপাসনাতে ক্যাসেট বা সি.ডি. সম্পূর্ণটাই বাজাইতে হইবে। কোন অবস্থাতেই মধ্যপথে শান্তি বাচনের পর বন্ধ করা যাইবে না। অর্থাৎ ক্যাসেট বা সিডিতে ধৃত শ্রীশ্রীবাবামণির উপাসনান্তিক ভাষণ হইয়া যাইবার পরই বন্ধ করিতে হইবে।

শ্রীবিগ্রহে তুলসীপত্র নিবেদন

তুলসীপত্রে হস্তার্পণ করিলে যেমনভাবে যেই তুলসী-পত্রটী হাতে উঠিবে, তাহাকে তেমনভাবেই অর্পণ করিবে। ইহাই অখণ্ডবিধি।

—(প্রতিধ্বনি, ফাল্গুন,১৩৬০, পৃঃ ৭৫৬)

..... শ্রীবিগ্রহে তুলসীপাতা দিলে একটি বা দুইটি (সাদা অংশের নীচে, সাদা অংশের মধ্যে নয়) দিতে হইবে।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

উপাসনাকালীন বেশভূষা

"পৃথিবীর সব দেশের লোকই বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি ঐহিক বা পারলৌকিক মাঙ্গল্য কার্য্য করিবার সময়ে নিজ নিজ সমাজের সুধীজন-সম্মত বেশভূষা পরিধান করে। তোমরা বিবাহের দিন একটা প্যাণ্ট বা লুঙ্গি পরিয়া মণ্ডপে হাজির হও নাই। ধুতি পরিয়াছিলে, চাদর গলায় ঝুলাইয়া-ছিলে। উপাসনার সময়েও তদ্রূপ ভাবেই বেশভূষার রীতি সাধুসম্মত। ***এই দেশে উপাসনাকালীন বেশভূষা তোমাদের দেশের সজ্জন-সম্মত হইলেই তাহা প্রশংসা। অফিসে যাইবার মুখে কেহ প্যাণ্ট পরিয়া উপাসনায় বসিল, ইহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা চলে। রবিবার ত' অফিস নাই, সেই দিনও প্যাণ্ট পরিতেই হইবে কেন?

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩০শ খণ্ড, পত্র-৪৯)

সমবেত উপাসনাকালীন পরিচ্ছদ

"সমবেত উপাসনায় বসিতে শুদ্ধ বস্ত্রে ও শুদ্ধ মনে বসিবে। তোমার প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা সন্ধ্যাপূজায় বসিতে কি ভাবে বসিতেন? কি পরিধান করিতেন? আমাদের দেশে বস্ত্র ও প্রাবরণ প্রশস্ত। শুভ্রবর্ণ ধুতি ও শুভ্রবর্ণ চাদর শাদা রংয়ের ফুলেরই মত বড়ই চিত্তসন্তোষজনক, চিত্তপ্রসাদবর্দ্ধক। সব রং মিলিলে শাদা রং হয়। সব উপাসক মিলিলে সমবেত

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

উপাসনা হয়। তোমাদের ওঙ্কার-বিগ্রহ শুভ্রবর্ণের। একদা বঙ্গভূমিতে মনীষী ব্যক্তিরা চাদর-নিবারণী সভা স্থাপন করিয়া উত্তরীয় ব্যবহার বন্ধ করিবার আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। কল-কারখানায় উত্তরীয় বিপজ্জনক কিন্তু উপাসনার সময়ে এই জিনিষটী সত্যই সাত্ত্বিক এক গাম্ভীর্য্যের জনক।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৬শ খণ্ড)

উপাসনা-কালীন প্রণাম

"প্রকৃষ্ট রূপে নত হইয়া ভূমিতে ললাট স্পর্শ করার নাম প্রণাম, হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া মেরুদণ্ড সামান্য অবনমিত করিয়া যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করার নাম নমস্কার। উপাসনাকালে প্রণামই হইবে, নমস্কার নহে।"

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন, ১৩৬৪, পৃঃ ৪৪৭)

সমবেত উপাসনায় কি কি নিষিদ্ধ

"শিবরাত্রি-উপলক্ষ্যে তোমরা অখণ্ড বিগ্রহকে প্রহরে প্রহরে স্নান করাইয়াছ। ইহা দ্বারা একটী কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে। ইহা যদি মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে রাসের উপাসনায় বিগ্রহের বামে একটী শ্রীরাধা বসাইবে না কেন? রামনবমীর উপাসনায় একটা মাটীর হনুমান হাত জোড় করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

বসিবে না কেন? এক্স-মাস এর উপাসনায় বিগ্রহকে ক্রুশ কাষ্ঠে কেন পেরেকবিদ্ধ করা হইবে না? মহাষ্টমীর উপাসনার পরে কেন ওঙ্কার-বিগ্রহকে কাঁধে করিয়া নিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসা হইবে না? নষ্টচন্দ্রার রাত্রে বিগ্রহপূজা সারিয়া কেন তোমরা লোকের নারিকেল গাছের নারিকেল চুরি করিতে উঠিবে না? এই সকল বিষয় চিন্তা করিবার রহিয়াছে। তোমরা উৎসাহের আতিশয্যবশতঃ আসল কাজের দিকে নজর কমাইয়া অনর্থক আড়ম্বর বাড়াইতেছ। ইহা আমার মনঃপূত নহে। শিবরাত্রির উপাসনা ভাল করিয়া করিতে চাহ ত', চারি প্রহরে চারিবার উপাসনায় বস। নদীর জল, ডাবের জল, দুগ্ধ, চিনির সরবত, ভাং-গোলা ঢালিবার প্রয়োজন কি? দীপান্বিতার উপাসনার দিন কি তোমাদিগকে কারণ-বারি পান করিতে হইবে? তোমাদের ব্যাধি অপেক্ষা উপসর্গ বেশী হইয়া যাইতেছে, ইহা নিন্দনীয়। সমাজ সংস্কার করা মানে ইহা নহে যে, সব অতীত ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার মানে এমনও নহে যে, সব অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। নিজ নিজ মণ্ডলীতে অনাবশ্যক নূতনত্ব প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া তোমরা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না। নিত্য নূতনের প্রবর্ত্তন হইতে থাকিলে ভবিষ্যতে আর সারবস্তুটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

—(প্রতিধ্বনি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫, পৃঃ ১২২-১২৩)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

"সমবেত উপাসনার পবিত্র আসরে কেহ মিথ্যা কথা বলিও না, পরনিন্দা করিও না, কদর্য্য বিষয় আলোচনা করিও না, গোলমাল করিও না, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিও না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি প্রিয়কারী ও প্রিয়ভাষী হইবে। চা, চুরুট, পান, বিড়ি, তাস, পাশা, মাদকদ্রব্য, জুয়া, ভ্রষ্টা নারী বা লম্পট পুরুষের বিষয়ে আলোচনা পর্য্যন্ত এখানে করিবে না। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে শান্ত মনে, সংযত চিত্তে, আশ্বাসভরা প্রাণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে,—প্রসাদ নিবার কালে হৈ-চৈ হুলস্থূল করিয়া পাড়া মাৎ করিবে না।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৬শ খণ্ড)

সমবেত উপাসনায় নবপ্রবর্ত্তন

"বাহিরের লোক তোমাদের সমবেত উপাসনায় যোগদান করিলে তোমরা তাঁহাদের প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহার করিও কিন্তু তাঁহাদিগকে সমবেত উপাসনার সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাদের খাতিরে তোমরা এই সমবেত উপাসনার মধ্যে কোনও নবপ্রবর্ত্তন করিও না। তোমাদের মধ্যে কেহ নিজ অতিরিক্ত উৎসাহবশত বা বুদ্ধিমত্তার প্রাখর্য্যহেতু সমবেত উপাসনার সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

মধ্যে নিজেদের খোশ-খেয়াল-মাফিক কোনও পরিবর্ত্তন, রূপান্তর বা সংযোজন ঘটাইও না।"

—(অখণ্ড সংহিতা, ১৬শ খণ্ড)

সমবেত উপাসনার গুরুত্ব

"এই একটা কথাকে তোমরা স্থায়ী সত্যরূপে বিশ্বাস করিও যে, যেখানে সমবেত উপাসনা রহিয়াছে, সেখানেই আমি বিরাজ করিতেছি। আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রত্যক্ষভাবে সেখানে থাকুক বা না থাকুক, আমি আমার সর্ব্বস্বরূপ লইয়া সেইখানে অবস্থান করিতেছি। তোমরা আমার সন্তান, আমার বাক্যকে বিশ্বাস করিও। তোমরা আমার সন্তান, আমার বাক্যকে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিও। যেখানে সমবেত উপাসনা নাই, আমিও সেখানে নাই। আমাকে ভালবাসিয়াছ বলিয়া যদি মনে ধারণা করিয়া থাক, তাহা হইলে সকল যুক্তি সকল তর্ককে সিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়া অন্ধের মতন আমার এই নির্দ্দেশ পালন করিও যে, যেখানে অসম্ভব নহে, সেইখানেই তোমাদের সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া আমার সহিত সপ্তাহে একটি দিন মিলিত হইতেই হইবে। আমি আমার সন্তানদের ছাড়িয়া কি সুখে ও আনন্দে বাস করিতে পারিব? আমার সন্তানেরা সমবেত উপাসনার দিনে সকলে মিলিয়া

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

একসঙ্গে আমার স্নেহের ক্রোড় আসিয়া অধিকার করিয়া বসুক, ইহা যে আমার নিত্যকামনা।"

—(অখণ্ড সংহিতা, ১২শ খণ্ড)

"তোমরা যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত উপাসনা নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ করিয়া থাক, তাহারা যখন আবার নিয়মিত ভাবে তোমাদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় মিলিত হইতে থাকিবে, তখন কিছুকাল পর হইতেই দেখিবে যে, তোমাদের সকলের মধ্য হইতে বৈষম্যগুলি অতি দ্রুত অথচ তোমাদের অজ্ঞাতসারে বিলোপ পাইতেছে। ইহাও আপনা আপনিই হয়, জোর করিয়া করিতে হয় না। সমবেত উপাসনাটী যে কত বড় শক্তিসংগ্রাহক অনুষ্ঠান, তাহা তোমরা উপলব্ধি করিতে অক্ষম রহিয়াছ, শুধু অনুষ্ঠানটুকু প্রায় কেহই প্রাণমন দিয়া কর না বলিয়া। শক্তির উৎস তোমাদের নিকটে স্বর্ণভৃঙ্গারে ভরিয়া আমি উপস্থিত করিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া পান করিবার অবসরটুকু তোমরা গ্রহণ করিতেছ না। তোমাদের এইটুকুই মাত্র ত্রুটি। এই ত্রুটি তোমরা সংশোধন কর।

"আমি তোমাদের অনেকগুলি মন্ত্র দেই নাই, অনেক দেবতা দেই নাই, সাধন-ভজনের জটিল গ্রন্থিল কুটিল প্রণালী দেই নাই, বহু বহু উপদেশ প্রদান করি নাই। দিয়াছি একটী মাত্র মন্ত্র, একটী মাত্র আরাধ্য, একটী মাত্র কৌশল, একটী মাত্র লক্ষ্য আর একটী মাত্র উপদেশ। একের মহিমাকে নিজ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া সকল বহু একে মিলিয়া গিয়াছে। তাই আমি তোমাদের একত্র করিতে চাহিয়াছি। তোমরা আমার এই চাওয়াটাকে ব্যর্থ করিয়া দিও না। তোমরা একত্র হও, তাহার ফলে একদা কোটি বৈষম্যের মাঝে লক্ষ কোটি আত্মা মিলিয়া একটী পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়া যাইবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না ২য় খণ্ড, পত্র নং ৩১)

রেকর্ড সহযোগে সমবেত উপাসনা

ক) "যেখানে লংপ্লেয়িং রেকর্ড আছে, সেখানে ত' রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গেই উপাসনা করা ভাল। অন্যত্র যে উপাসনা পরিচালনার ব্যাপার নিয়া প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব বা মন-কষাকষি হয়, ইহা বড়ই অসাত্বিক ব্যাপার।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭ খণ্ড, পত্র নং ৭)

খ) "অপর সকলের সঙ্গে আমার রেকর্ডস্থ কণ্ঠের সঙ্গে কেন কণ্ঠ মিলাইতে পারিবে না? না পারার প্রকৃত কারণ, আমার কণ্ঠের প্রতি প্রকৃত মর্য্যাদা-দানের অনিচ্ছা। একটু বিচার করিয়া দেখিও, ইহাই প্রকৃত কথা কিনা। সমবেত উপাসনার কালে রেকর্ডে যেখানে আমার কণ্ঠ শ্রুত হইতেছে, তাহার সঙ্গে প্রত্যেকে যোগ রক্ষা করিতে পার। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ত' তোমরা কর না। এক এক জনে নিজ নিজ কণ্ঠের বাহার

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

ফুটাইবার জন্য নিজ গলাকে অপর সকলের গলার চেয়ে উচু পর্দায় নিয়া যাও, গোলমালের ত' আসল কারণ ইহা।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৮ খণ্ড, পত্র নং ৭০)

সমবেত উপাসনায় যোগদানকারী শ্রীশ্রীবাবামণির পরমপ্রিয়

"আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনা। তোমার জিহ্বায় জড়তা আছে বলিয়া স্তোত্র বা কীর্ত্তনের পদ উচ্চারণ করিতে পার না, কণ্ঠে সুর নাই বলিয়া আওয়াজ বেসুরা হয়। উত্তম। তুমি বরং চুপ করিয়া থাক, তবু সকলের সাথে সমবেত উপাসনায় স্থির মনে একাগ্র প্রাণে বসিয়া যোগ দাও। তাহাতেই আমি পরম আনন্দিত হইব। তুমি যখন সৎকার্য্যে দান করিবে, আমি তখন তোমাকে দীর্ঘজীবী হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিব; তুমি যখন অজ্ঞানকে জ্ঞান বিতরণ করিবে আমি তখন তোমার অমরত্ব প্রার্থনা করিব কিন্তু তুমি যখন সমবেত উপাসনায় আসিয়া যোগ দিবে, তখন আমি তোমাকে মাথায় লইয়া নাচিব। যে সমবেত উপাসনার প্রত্যেকটি সুযোগকে গ্রহণ করে, সে আমার পরমপ্রিয়।"

—(অখণ্ড সংহিতা, ১৫শ খণ্ড)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনায় যোগদানের লাভ

"সমবেত উপাসনায় যে যোগদান করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই সহিত সাধনে বসে। ইহা তাহার পক্ষে যেমন লাভজনক, আমার পক্ষে তেমন প্রীতিজনক। আমার সাধন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, অনেক সাধন করিয়া সাধক-বরিষ্ঠেরা যাহা পাইয়াছেন, সাধন না করিয়া মাত্র ঈশ্বরের কৃপায় আমি তাহা পাইয়া কত কৃতার্থ হইয়াছি। আমার আর কিছু পাইবার বা চাহিবার নাই। তবু আমি সাধনে বসি। তাহা কেবল তোমাদেরই জন্য। তোমাদের সহিত সমসাধক হইয়া তোমাদের লইয়া সাধনে বসিলে তোমরা আমার সবকিছু পৈত্রিক সম্পদ রূপে সহজে ও অল্পায়াসে পাইয়া যাইবে। তোমাদের সকলের এই অসামান্য লাভের দিকে তাকাইয়াই আমি তোমাদের পূজ্য বিগ্রহ হইতে না চাহিয়া তোমাদের সমসাধক হইয়াছি, তোমাদের নিত্যসাথী সাজিয়াছি। তোমরা আমার অন্তরের এই গভীর আবেগকে প্রেমবলে অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। যে অপ্রেমিক, অন্ধ এবং অজ্ঞান, তাহার কাছে বুঝাবুঝির কি প্রত্যাশা করিব?"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৬শ খণ্ড, পত্র নং ৬)

সমবেত উপাসনায় উপেক্ষা

"সমবেত উপাসনাকে অবজ্ঞা করা আর আমাকে অবজ্ঞা

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

করা এক কথা। আমাকে অবজ্ঞা করিলে তাহার ক্ষমা আছে। কেননা, আমি ত' একটা ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু সমবেত উপাসনাকে অবজ্ঞা করিলে ইহার ক্ষমা নাই। কেন না, ইহা নিখিল জগতের সকল ভগবদ্‌ভক্তের সম্মিলিত প্রেমের প্রতীক। আমাকে উপেক্ষা করিলে আমি হাসিমুখে তাহা সহিয়া লইব। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তদের সম্মিলিত প্রেমের প্রতীককে উপেক্ষা করিলে মানুষ বা দেবতা, সাধক বা সিদ্ধ, জীব বা ঈশ্বর কে তাহা সহিয়া লইবেন?"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৪শ খণ্ড)

বিবাহিতের সমবেত উপাসনায় যোগদান

"বিবাহিত ব্যক্তিদের সস্ত্রীকই সমবেত উপাসনায় আসা উচিত। উপাসনায় শান্তিভঙ্গকারী শিশুদের গৃহে রাখিয়া আসা সঙ্গত।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্র নং ১৯)

সমবেত উপাসনায় যোগদান অখণ্ডের বাধ্যকর

"আমার নিকটে যে দীক্ষা নিবে, তাহাকে সপ্তাহে একটি দিন সকলের বা বহুজনের সঙ্গে মিলিয়া সমবেত উপাসনা করিতেই হইবে। এই বিষয়ে যে দ্বিমত করিবে, এই কর্ত্তব্য

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

পালনে যে অবহেলা করিবে, তাহার প্রতি আমি অন্তরের অবিমিশ্র স্নেহ পোষণ করিতে একান্তই অক্ষম। আমি ত' কাহাকেও আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করি না, প্রলুব্ধ করি না, জোর-জবরদস্তি-চালাকি খাটাই না,—এমত অবস্থায় আমার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠানে যাহারা যোগ দিতে অনিচ্ছুক, কেন তাহারা আমার শিষ্য হইবে? আমার সন্তানকে আমি অখণ্ড সংজ্ঞা দিয়াছি। যে অখণ্ড হইবে, তাহাকে সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনাও করিতে হইবে।"

—(অখণ্ড সংহিতা, ১৬শ খণ্ড)

সমবেত উপাসনায় যোগদান মহৎ ভাগ্য

"সমবেত উপাসনায় যোগদান করাকে একটা মহৎ ভাগ্য, একটা তীর্থযাত্রা, একটা পরম লাভজনক পুণ্য কার্য্য বলিয়া প্রত্যেকে বিবেচনা করিও। আমাকে যাহারা ভালবাস, তাহারা সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার দিনটিতে আমার সহিত একাত্মভাবে মিলিত হইবার এই সুযোগ কেহই পরিত্যাগ করিও না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্র নং ১৯)

উপাসনার শুদ্ধসুর শিক্ষা-দান

"অজ্ঞ ব্যক্তিকে সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুর শিক্ষাদান কার্য্যকে তোমরা পুণ্যান্যমেব পুণ্যং বলিয়া বিবেচনা কর।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৭ম খণ্ড, পত্র নং ৭)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনা ও অখণ্ডমণ্ডলী

"মণ্ডলী স্থাপন করিয়া স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পিঞ্জরাপোল, অনাথাশ্রম, আতুরাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম আদি স্থাপন করিলে অথচ ইহার মূল বেদীস্বরূপ সমবেত উপাসনা ভুলিয়া গেলে, মণ্ডলীর ব্যাপারে কাহারও আচরণ এইরূপ হইলে চলিবে না। বরং উপর্য্যুক্ত সৎকাজগুলি করিবার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়িলে গড়িতে পার কিন্তু অখণ্ডমণ্ডলী একবার গঠিত হইলে তাহার মূল ভিত্তিই হইবে সমবেত উপাসনা। সমবেত উপাসনাতে যতক্ষণ অধিকাংশ সমভাবের ভাবুককে আনিয়া সুলগ্ন করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ অন্যান্য দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ রকমের জনহিতকর সৎকর্ম্ম মণ্ডলীর ভিতর দিয়াই করিবার প্রয়াসে কদাচ প্রযত্নপর হইও না। কারণ তদ্রূপ করিতে গেলে মণ্ডলীর প্রকৃত প্রাণটি বিশীর্ণ হইয়া যাইবে এবং মণ্ডলীর মাধ্যমে কৃত তোমাদের সৎকর্ম্মগুলি আস্তে আস্তে অসাত্ত্বিক রাজসিকতায় মেদস্বী ও স্ফীত হইয়া হৃদরোগে ভুগিয়া মারা পড়িবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী একত্র হইয়া কাজ করিলে এবং নিয়ত চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন মণ্ডলীর সৃষ্টি-কার্য্যে লাগিয়া গেলে কি যে মহাশক্তির বিকাশ ঘটিতে পারে এবং তাহার কি যে অসামান্য প্রকাশ মানব-সভ্যতার নবতর অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহা আজ তোমরা কেহই অনুমান করিতে পারিবে না।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৬শ খণ্ড)

সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার বার

"যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ লোকের সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার সুবিধার দিকে তাকাইয়া বারটী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তুমি তোমার ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্যে যতগুলি মর্জ্জি খাটাইতে পার, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার মধ্যে ততগুলি মর্জ্জি খাটান সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করিয়া প্রত্যেকে কৃতার্থ হইতেছ, অন্তরে এই ভাবটি রাখিও। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা তোমাদের ব্যক্তিগত অহংকে খর্ব্ব করিয়া সকলের সঙ্গে সকলের মিলন-সূত্র সৃষ্টি করিয়া দিবে, এই আশা লইয়া প্রতিটি কার্য্য করিও।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা

"ঘরে ঘরে প্রতিদিন সমবেত উপাসনা হইতে গেলে চারিদিকের সকলে তাহাতে যোগ দিতে পারে না বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে নির্দ্ধারিত দিবসে সমবেত উপাসনা হওয়া চাইই চাই। এই নির্দ্ধারিত কেন্দ্রের মিলন-রুচির বিঘ্ন করিয়া কোথাও অনুষ্ঠান হওয়া উচিত হইবে না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৭শ খণ্ড, পত্র নং ৬৯)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

রোগোপশম কামনায়, পরলোক প্রস্থিতের আত্মার শান্তি কামনায়, দীর্ঘায়ু কামনায় সমবেত উপাসনা

"যে-কোনও রুগ্ন ব্যক্তির রোগোপশম-কামনায় সমবেত উপাসনা করিয়া, তাহাকে অঞ্জলির পবিত্র নির্ম্মাল্য প্রেরণ করিবে। ডাকযোগে প্রসাদ পাঠাইবার রীতি বর্জ্জন করিবে। ডাকে নির্ম্মাল্যই প্রেরিতব্য।"

"যে-কোনও পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার শান্তি কামনা করিয়া সমবেত উপাসনা করিয়া তাহার আত্মীয়দিগকে প্রসাদ, নির্ম্মাল্য ও সহানুভূতিপূর্ণ সমাচার প্রেরণ করিবে। কিন্তু ডাকযোগে প্রসাদ পাঠান উচিত নহে।"

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২৮)

"সমবেত উপাসনার কালে কেহ কেহ আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া থাক, 'এই আমরা এখন জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প শুরু করিলাম',—'এই আমরা এখন অমুকের দীর্ঘায়ু কামনায় জপ-কার্য্য শুরু করিতেছি', এই রূপ কাজ গর্হিত। সমবেত উপাসনার সময়ে একমাত্র উপাসনার প্রকাশ্যে উচ্চার্য্য মন্ত্রধ্বনি ছাড়া অন্য কোনও ধ্বনি তোমাদের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইবে না এবং অপর কাহারও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত অন্য কোনও ধ্বনি তোমাদের শুনিবার নহে।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

"কখনো কখনো কাহারও বিশেষ কোনও কুশল-প্রার্থনা করিয়া সমবেত উপাসনা হইয়া থাকে। সেই সময়ে একটি বোর্ডে উপাসনার উপস্থিত উদ্দেশ্যটুকু লিখিয়া রাখিলেই যথেষ্ট। চীৎকার করিয়া তাহা সকলকে শুনাইবার প্রয়োজন নাই। সমবেত উপাসনাকালে সবগুলি ব্যষ্টি মিলিয়া একটি সুমহতী সমষ্টিতে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একজনে উপাসনার উপস্থিত উদ্দেশ্যটি জানিলেই সকলের জানা হইয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা উচিত।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৬শ খণ্ড, পত্র নং ৪)

"কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিরাময়ার্থে, কাহারও প্রায়শ্চিত্তার্থে, কাহারও পরলোকপ্রস্থিত আত্মার শান্তি কামনায় সমবেত উপাসনা করিতে হইলে, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অদ্যকার উপাসনার উপলক্ষ্যটী একজন কেহ বলিয়া দিলেই হইবে। কোনও বক্তৃতার প্রয়োজন নাই। এইরূপ বলাবলি উপাসনার মধ্যস্থলে করা চলিবে না। আহ্বান-লিপি প্রচারিত হইলে তাহাতে উপাসনার উপলক্ষ্য লিখিত থাকিলে কাহারও মৌখিক ভাবে বলিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। মৌখিক বলার পরিবর্ত্তে উপাসনাঙ্গনের প্রকাশ্য কোনও স্থানে উপলক্ষ্যটী পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া দিলেও চলিবে।

—(প্রতিধ্বনি, মাঘ, ১৩৭৬)

"একই উপাসনায় বহু ব্যক্তির আরোগ্য কামনা করা যায়।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

একই উপাসনায় বহু ব্যক্তির আত্মার শান্তি প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু একই উপাসনায় জীবিতের আরোগ্য ও মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করা যায় না। এক জনের শ্রাদ্ধীয় উপাসনা এবং আর একজনের বিবাহানুষ্ঠানের উপাসনা এক সঙ্গে করা যায় না। একজনের জন্মদিনের উপাসনা আর একজনের প্রয়াণ সম্বন্ধীয় উপাসনার সহিত একই সঙ্গে করা যায় না, কিন্তু একই ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু একই তারিখে বা তিথিতে হইলে তবে তাহা করা যায়।"

উপাসনা আরম্ভের পর, মধ্যপথে কাহারও কুশলের জন্য নামজপ নিষিদ্ধ জানিবে।

—(প্রতিধ্বনি ১৩৬১ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৫০,
দুর্ব্বাদল প্রতিধ্বনি ভাদ্র ১৩৯৫, পৃঃ৩২৮)

ব্যক্তিগত উপাসনা

"উপাসনা প্রতিদিন চারিবার কর্ত্তব্য—প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও শয়নকালে। উপাসনা প্রাণের আহার। প্রাণকে একটী দিনও কিম্বা একটীবারও আহার-বঞ্চিত করিবে না। আমরা দুইটী বার যেমন পেট ভরিয়া খাই এবং দুইবার জলযোগ করি, তেমনি দুইবার উপাসনা প্রাণ ভরিয়া করিবে, বাকী দুইবার প্রয়োজন হইলে সংক্ষেপে সারিবে। উপাসনায় বসিয়াই কিছুকাল লঘু-মহামুদ্রা করা অত্যুত্তম। রাত্রিতে শয়নকালের উপাসনা বিছানায় বসিয়া করিবে বা তৎকালে ক্লান্তি বোধ

করিলে শুইয়াও করা যাইবে। রুগ্ন না হইলে, অপর তিনবারের উপাসনা আসনে সরল মেরুদণ্ডে বসিয়া করিবে।***

"স্ত্রীলোকেরা রজঃস্বলা অবস্থায়ও নিয়মিত উপাসনা করিবে কিন্তু উক্ত চারিদিন আসনে স্থাপিত বিগ্রহ স্পর্শ হইতে বিরত থাকিবে। নৌকায়, রেলে বা স্টীমারে চলিতে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের বা স্নানের অসুবিধা হইলে মানস-স্নান করিবে। 'স্নান করিতেছি এবং দেহ-মন শুদ্ধ ও স্নিগ্ধ হইতেছে'—মনে মনে এইরূপ ধ্যান করিলেই মানস স্নান হয়।"

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ৩)

ব্যক্তিগত উপাসনা ও সমবেত উপাসনা

"তোমার ব্যক্তিগত সাধারণ উপাসনার সময়ে আমি তোমার ভ্রূ-মধ্যে থাকি। সমবেত উপাসনার সময়ে আমি তোমার ভ্রূ-মধ্যেও থাকি, আবার সকলের সম্মুখে অবস্থিত আসন-খানাতেও উপাসনা-নিরত হইয়া অবস্থান করি। ব্যক্তিগত উপাসনাকালে আমি তোমাদের নিত্য সাথী এবং তোমা হইতে এক ইঞ্চির একলক্ষাংশও দূরে নহি। সমবেত উপাসনাকালে আমি তোমার নিত্যসাথী হইয়াই ত' রহিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলের পুরোভাগে উপবিষ্টাবস্থায় আমি তোমাদের সমসাধক।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৪শ খণ্ড, পত্র নং ৩১)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত উপাসনা

"সংক্ষেপে উপাসনা করিবার কালে অন্য সকল মন্ত্র বাদ দিতে পার, কিন্তু

(ক) ব্রহ্মগায়ত্রী তিনবার পাঠ করিবেই, কারণ তুমি ব্রাহ্মণ;

(খ) জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প করিবেই, কারণ তুমি স্বরূপানন্দ-সন্তান এবং অখণ্ডমন্ত্রের অধিকারী, জগন্মঙ্গল-চিন্তা ও জগন্মঙ্গল-কার্য্যই ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ;

(গ) তারপরে, অখণ্ড-নাম করিবেই, কারণ, ইহাই তোমার পরমা গতি।"

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২১)

পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিগত উপাসনা

একক উপাসনার মন্ত্রসমূহ নিম্নলিখিত ক্রমানুসারেই চলিবে, *** সমবেত উপাসনার নিয়মে নহে।

(ক) শ্রীগুরুস্তোত্র (খ) ব্রহ্মগায়ত্রী (গ) অখণ্ড স্তোত্র পাঠ ও তিনবার শ্রীবিগ্রহে অঞ্জলি প্রদান (ঘ) জগন্মঙ্গল সঙ্কল্প ও জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণ (ঙ) অখণ্ড মহানাম (চ) জপ সমর্পণ (ছ) হরিওঁ কীর্ত্তন (জ) শান্তি বাচন।

(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী দ্রষ্টব্য)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণ, অশ্বিনী মুদ্রা, যোনি মুদ্রা

মনের স্বভাব চঞ্চলতা। এইজন্য চঞ্চলতার মধ্য দিয়াই তাহাকে স্থিরত্বে আনয়ন করা একটা অত্যুৎকৃষ্ট কৌশল বটে। সঙ্গীত, স্তোত্র পাঠ, দেবলীলা স্মরণ, যোগীদের ষট্‌চক্রভেদ এবং মাতৃকা-মালা-জপ প্রভৃতিকে প্রকৃত প্রস্তাবে মনকে গমনশীলতার সুযোগে বশীভূত করিবার জন্যই সাধনাঙ্গরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অযাচক আশ্রমভুক্ত অখণ্ড-সাধকেরা এক "শক্তি সঞ্চালিনী" প্রক্রিয়া অবলম্বনে বিচরণশীল মনকে পরিভ্রমণের মধ্য দিয়াই শান্ত করেন। তাঁহারা উপাসনা করিতে বসিয়া প্রথমতঃ বিধি অনুযায়ী স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া লইয়া তিনবার অথবা দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করেন। তৎপরে লিঙ্গমূলে মন স্থির করিয়া ভাবনা করেন যে,—"এই দেহটা আমি নহি, দেহ আমার শক্তি প্রকাশের যন্ত্র।" তৎপর একুশ বার অশ্বিনীমুদ্রা অথবা যোনিমুদ্রা প্রভৃতি গুহ্য ও লিঙ্গাদির ব্যায়াম-জনক মুদ্রাদি অভ্যাস করিয়া "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি" "আমি জগতের কল্যাণকারী হইতেছি"—এইরূপ সংকল্প করিতে করিতে মনকে প্রথমতঃ লিঙ্গমূলে (অর্থাৎ জননাঙ্গের যে অংশ নিম্নোদরের ভিতরে রহিয়াছে, তাহার শেষ প্রান্তে) স্থির করেন। তৎপর ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রে (অর্থাৎ জননাঙ্গের যে অংশ নিম্নোদরের বাহিরে থাকে, তাহার সম্মুখের দিকের শেষ প্রান্তে) মনকে সঞ্চালিত করিয়া সে স্থান হইতে পুনরায় লিঙ্গমূলে আসিয়া

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

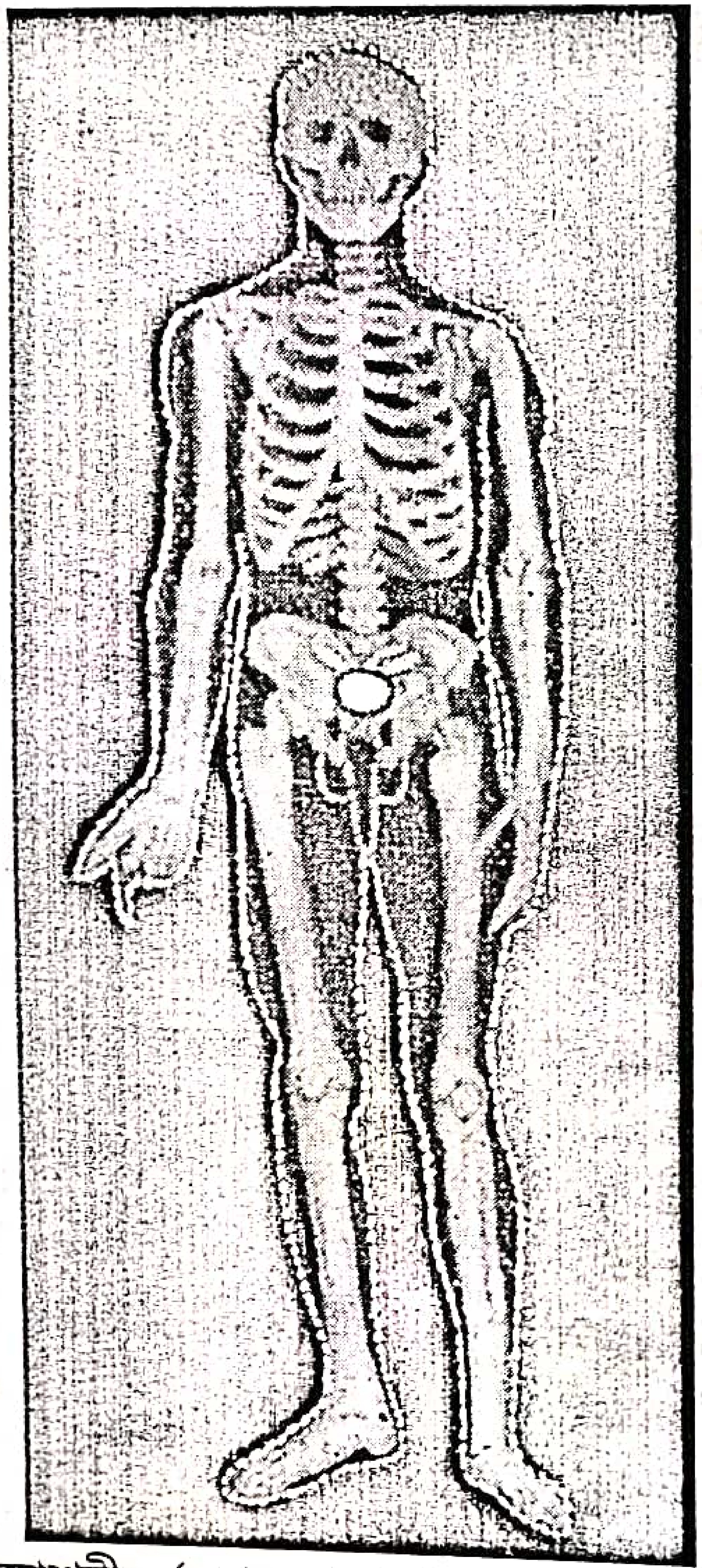

অযাচক আশ্রমীর (অখণ্ডের) জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণ (পুরুষ)

(৪১ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তি হইতে ৪৩ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি দ্রষ্টব্য)

তৎপর বাম অণ্ডকোষে, সে স্থান হইতে বামপদে, অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে পদনখাগ্রগুলি হইয়া কোমর দিয়া মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে, মেরুদণ্ড দিয়া স্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বামহস্ত ও অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে হস্তাঙ্গুলি-সমূহের শেষ সীমায়, তৎপর স্কন্ধ ও ঘাড়ের উপর দিয়া মস্তিষ্কে, মস্তিষ্কে একটু বেশী সময় থাকিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে পুনরায় ঘাড়ের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তে ও অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে যাবতীয় হস্তাঙ্গুলিতে, তৎপর মেরুদণ্ড দিয়া দক্ষিণপদের অগ্রভাগ ও অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে পদাঙ্গুলি হইয়া দক্ষিণ কুচ্‌কির ভিতর দিয়া দক্ষিণ অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষ হইতে পুনরায় লিঙ্গাগ্র হইয়া লিঙ্গমূলে মনকে তাঁহারা ভ্রাম্যমাণ রাখেন।

পরিভ্রমণকালে অযাচক-আশ্রমীরা সর্ব্বদাই জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প রক্ষা করেন এবং এইভাবে প্রয়োজন অনুসারে তিনবার সাতবার অথবা অসংখ্যবার পরিভ্রমণের পরে লিঙ্গমূলে আসিয়া মেরুদণ্ড দিয়া মস্তিষ্ক হইয়া ভ্রূমধ্যে মন স্থির করিয়া নাম জপে লাগিয়া যান। প্রথম সময়ে বহুবার পরিভ্রমণের পরে মনে স্থিরতার আবেশ আসে, কতিপয় দিবস নিয়মিত অভ্যাসের ফলে সাতবারে, পরে তিনবারে এবং ভালমত অভ্যাসের ফলে একবারেই মনটী স্থির ও বাহ্য চিন্তার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাতে পরিভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া অফুরন্ত নাম জপে আত্মবিনিয়োগ কর্ত্তব্য।

ষট্‌চক্রভেদেরও ফল কতকটা পরিভ্রমণেরই ন্যায়। কিন্তু

পরিভ্রমণ-অভ্যাসকারীর পক্ষে ষট্‌চক্রভেদ বা মাতৃকা মালা-জপ প্রভৃতি একান্তই অনাবশ্যক। ষট্‌চক্রভেদাদি অপেক্ষা পরিভ্রমণ সহস্রগুণ সহজে আয়ত্ত হয় এবং ইহা অধিকতর দেহ-বিজ্ঞান-সম্মত। পরিভ্রমণ শুধু চিত্তকেই প্রশান্ত করে না, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-কল্যাণের উদ্দীপনা এবং দেশ ও সমাজ-সেবার প্রেরণাকে মুহুর্মুহুঃ জাগরিত করিতে থাকে। পরিভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল নিঃস্বার্থপরতার বৃদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধির ক্ষয়। পরিভ্রমণ-কালে জগন্মঙ্গলের যে সঙ্কল্পবাক্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনে মনে উচ্চারিত হইতেছে, তাহা দ্বারা শরীরের প্রত্যেকটী অংশে অতি সূক্ষ্ম আণবিক পরিবর্ত্তন-সমূহ সাধিত হইবে এবং শরীর-মধ্যে যে সকল তামসিক অণু-পরমাণুর অবস্থিতিহেতু দেহ-দ্বারা পরার্থমূলক কর্ম্ম সম্ভবপর হইয়া উঠে না, দেহ স্বার্থ-মূলক কর্ম্মে অনলস হইলেও যে সকল কদর্য্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অণু-পরমাণুর প্রভাব দেহকে পরার্থ-মূলক কর্ম্মে কর্ম্মঠ, রুচিসম্পন্ন বা সুপটু হইতে বাধা দিতেছে, জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের দ্বারা তাহাদের শক্তি বিধ্বস্ত হইবে এবং শরীর-মধ্যে সাত্ত্বিকী শক্তিবিশিষ্ট অণু পরমাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে। অধিকন্তু, ষট্‌চক্রভেদাদির কালে কাহারও কাহারও দেহের বিভিন্ন চক্রে যেমন নানা প্রকার যোগ-বিভূতির দর্শন হইয়া থাকে, অগ্রসর সাধকের পক্ষে পরিভ্রমণকালে তেমনি সুখপ্রদ জ্যোতির্ম্ময় দর্শন-সমূহ শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মগ্রন্থিতে, প্রত্যেক অস্থিতে, স্নায়ুতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিলব্ধ হইয়া থাকে।

পুস্তক দেখিয়া এই পরিভ্রমণ অভ্যাস করা অসুবিধাজনক। কারণ, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে। ষট্‌চক্রভেদে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিলে বিপদ অনিবার্য্য, কিন্তু পরিভ্রমণে সেই ভয় বিন্দুমাত্রও নাই। জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণের ক্রম অনুশীলনে তোমার কোনও ক্রটী বা অসম্পূর্ণতা ঘটিলে তাহার জন্য দৈহিক বা মানসিক কোনও রোগ বা প্রতিক্রিয়া ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, যদিও সঠিক ভাবে অনুশীলিত হইলে তাহার সুফল অসীম ও অবশ্যম্ভাবী। এজন্যই গুরূপদেশ আংশিক আবশ্যক। এই পুস্তকে যৌগিক জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণের কোনও বিষয় প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া বিস্তারিত উদ্‌ঘাটিত হইল। অভিনিবেশ-পূর্ব্বক বারংবার পড়িয়াও যদি সাধক উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহা হইলে মনকে সাধারণ ভাবে শরীরের মধ্যে অবিরাম ভ্রমণশীল রাখিতে চেষ্টা করিবে। শরীরের নিম্নতর অংশ হইতে বামাঙ্গ বাহিয়া মন ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং শরীরের ঊর্দ্ধ অংশ হইতে দক্ষিণাঙ্গ বাহিয়া নিম্নে নামিবে।* এই ভাবে অবিরাম অবিশ্রাম মন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া ক্রমে আপনি শান্ত হইবে। ইহা কিছুদিন অভ্যাস করিবার পরে যৌগিক জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণ ব্যাপারটী সহজায়ত্ত হইয়া যাইবে।

(সংযম-সাধনা, পৃঃ ৯০-৯৪)

* * **লঘুমহামুদ্রা ঃ**—পদদ্বয় পশ্চাতে গুটাইয়া উপবেশন করিবে (আসনীয়া) এবং চিবুক কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া নাভিমূলে

* স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রক্রিয়া ইহার বিপরীত। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য দ্রষ্টব্য।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

দৃষ্টি দিয়া শ্বাসের সহিত একবার এবং প্রশ্বাসের সহিত আর একবার নাম জপ করিবে।

তৎপর বামপদ পূর্ব্বাবস্থাতেই রাখিয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে প্রসারিত করিবে এবং হস্তের তর্জ্জনীদ্বয়কে অঙ্কুশবৎ গুটাইয়া হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও অঙ্কুশবৎ-গুটান তর্জ্জনী দ্বারা চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করতঃ কণ্ঠে চিবুক সংলগ্ন করিয়া ভ্রূমধ্যে অথবা পদনখাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া শ্বাসের সহিত একবার ও প্রশ্বাসের সহিত একবার নাম জপ করিবে (দক্ষিণা)।

তৎপর দক্ষিণপদ পূর্ববৎ প্রসারিত রাখিয়া বামপদ প্রসারিত করিবে এবং উভয়পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শ্বাসে একবার ও প্রশ্বাসে একবার নামজপ করিবে (উভয়া)।

তৎপর দক্ষিণ পদ গুটাইয়া রাখিয়া প্রসারিত বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উভয় হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা ধরিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিবে এবং শ্বাস-যোগে একবার ও প্রশ্বাস-যোগে একবার নামজপ করিবে (বামা)।

এই লঘু মহামুদ্রা অভ্যাসকালে শ্বাস-প্রশ্বাস অতি ধীর হইবে না, মধ্য-ধীর হইবে না, ঈষৎ-ধীর হইবে এবং চেষ্টাকৃত কুম্ভক-বর্জ্জিত হইবে (বিশিষ্টায়াম)।

উল্লিখিত নিয়মে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিয়া লঘুমহামুদ্রা অভ্যাস করিতে করিতে কিছুদিন পরে অনেকের এমন বোধ হয় যেন শ্বাস গ্রহণের পরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ভিতরে বায়ু ধারণ করিয়া

রাখিতে স্বাভাবিক রুচি এবং স্বাচ্ছন্দ্য জন্মে। এমতাবস্থায় শ্বাস গ্রহণের পরে কিয়ৎকাল কুম্ভক করা ভাল। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন এই কুম্ভক বলসহকৃত না হয় এবং ইহা যেন সামর্থ্যের অধিককাল জোর করিয়া ধরিয়া রাখা না হয়। জোর করিয়া সামর্থ্যের অধিককাল কুম্ভক বায়ু ভিতরে ধরিয়া রাখিলে যে কত প্রকার দুরন্ত ব্যাধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে স্মরণ করাইয়া আমরা পাঠকদিগকে এই বিষয়ে সর্তক হইতে অনুরোধ করি। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, দীর্ঘকাল যাবৎ সমান প্রযত্নে কথিত-নিয়মে লঘুমহামুদ্রার অভ্যাস চালাইলে বিনা চেষ্টায় দীর্ঘকালব্যাপী স্বাভাবিক কুম্ভক হওয়াও মোটেই বিচিত্র নহে।

প্রথম অভ্যাসকালে লঘুমহামুদ্রা পাঁচটি করিয়া এবং ক্রমশঃ বাড়াইয়া একশতটী পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে।

নামজপ করিতে করিতে দেহে অত্যধিক আলস্য ও তন্দ্রালুতা জন্মিলে তাহা দূর করিয়া পুনর্ব্বার জাগ্রত চিত্তে জপে বসিবার জন্য লঘুমুহামুদ্রা অভ্যাস করা যাইতে পারে, বীর্য্যক্ষয়াদির বিশেষ আশঙ্কা বোধ করিলে প্রতিষেধার্থে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বেও লঘুমহামুদ্রা করা যাইতে পারে, কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরে করা সঙ্গত নহে।

(সংযম-সাধনা, পৃঃ ১৩০-১৩২)

অশ্বিনী মুদ্রা ঃ—অশ্বিনী-মুদ্রা মুলবন্ধ মুদ্রারই একটি উন্নত সংস্করণ। মুহুর্মুহ গুহ্যদ্বারকে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে থাকিলেই অশ্বিনী মুদ্রা হয়। এখানে প্রসারণ বলিতে কুন্থন বুঝিবে না, প্রসারণ বলিতে আকুঞ্চন-বর্জ্জন বুঝিতে হইবে।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

অশ্বিনী-মুদ্রা শক্তি-প্রবোধকারিণী এবং গুহ্যরোগনাশিনী বলিয়া যোগশাস্ত্রে বহুল প্রশংসিত। অর্শরোগের ইহা এক বিখ্যাত প্রতিষেধক।

অশ্বিনীমুদ্রা অভ্যাসকালে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবে এবং শ্বাস গ্রহণকালে গুহ্যদ্বার আকুঞ্চিত ও প্রশ্বাস-ত্যাগ কালে আকুঞ্চন পরিহার করিবে। যাহাদের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত অল্পকালস্থায়ী, তাহারা শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে কোনও লক্ষ্যই দিবে না।

যোনিমুদ্রা ঃ—যোনিমুদ্রা অশ্বিনীমুদ্রারই একটি উন্নততর সংস্করণ। ধীরতার সহিত গুহ্যদ্বার দেহাভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া অর্দ্ধ বা সিকি মিনিট কাল তদবস্থায় রাখিবে। কুঞ্চনমান গুহ্য-তন্তু-সমূহের স্পন্দনের ধ্বনির প্রতি মনঃসন্নিবেশ করিলে যে এক নাদ শ্রুত হইবে, তাহাকে প্রণব (ওঁ)-রূপে কল্পনা করিবে এবং মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সেই ধ্বনি যেন ভ্রূমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে, চিন্তাবলে এইরূপ অনুভব করিতে চেষ্টা পাইবে। ইহাকেই বলে যোনিমুদ্রা। ওঙ্কারধ্বনি ভ্রূমধ্যে গিয়া পৌছিয়াছে, এইরূপ অনুভব করিবার পরে গুহ্যদেশের আকুঞ্চন ছাড়িয়া দিতে হয়। এইভাবে যোনিমুদ্রা সংখ্যা রাখিয়া একুশবার করিবে। ত্রিসন্ধ্যায় উপাসনা করিতে, রাত্রিতে শয়নের প্রাক্কালে নামজপের পূর্ব্বে (মহামুদ্রা ও স্তোত্রাদি পাঠের পরে) ইহা করিবে। ইন্দ্রিয়-সংযম-সাধনে ইহার সমকক্ষ মুদ্রা অতি অল্পই আছে। প্রচণ্ড লৈঙ্গিক উত্তেজনার সময়েও যোনিমুদ্রা করিতে থাকিলে

জননেন্দ্রিয় স্থির ও শান্ত হইয়া যায়। কিন্তু তজ্জন্য কোনও ক্ষতিকর প্রক্রিয়ার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।

যোনিমুদ্রা অভ্যাস করিতে প্রথম প্রথম শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি কোনও লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই। গুহ্যমূলে মনঃসন্নিবেশন এবং উপলব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির ঊর্দ্ধগমন অনুভবের চেষ্টাই প্রথম সময়ে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস করিলে পরে ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করার দিকেও অভ্যাসকারীর দৃষ্টি পড়ে এবং রুচি জন্মে। সেই সময়ে নিম্নরূপ উপদেশ পালনীয়। যথা,—গুহ্যদেশ আকর্ষণ-কালে ধীরে ধীরে (অতি ধীরে নহে) শ্বাসগ্রহণ, গুহ্যদেশের আকৃষ্ট অবস্থায় শ্বাসবায়ু অভ্যন্তরে ধারণ, গুহ্যদেশের আকুঞ্চন ছাড়িয়া দিবার সময়ে স্বাভাবিক ভাবে (চেষ্টাপূর্ব্বক ধীর গতিতে নহে) শ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। শ্বাস গ্রহণ-কালে শ্বাসের উপর বেশী জোর খাটাইবে না, কুম্ভক কালে নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত-কাল বায়ু রুদ্ধ রাখিবে না।

যোনিমুদ্রা অভ্যাস-কালে উপস্থকে সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চিত করিতে হইবে না। প্রথম প্রথম অনেকেরই গুহ্যদেশ আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থের আকর্ষণ হইতে চাহিবে। কিন্তু কিছুকাল অভ্যাসের পরে আপনিই এই ত্রুটি নিবারিত হইবে।

যোনিমুদ্রা অভ্যাস-কালে গুহ্যদ্বার আকুঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে ওঁ-ধ্বনি স্বভাবতঃ যদি শ্রুত না হয়, তবে প্রথম অভ্যাসকারীর পক্ষে কল্পনার দ্বারা এই নাদ শ্রবণের চেষ্টা করিতে হইবে।

(সংযম-সাধনা, পৃঃ ১৩৪-১৩৫)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

নামজপ, নামকীর্ত্তন, ব্যক্তিগত উপাসনা এবং সমবেত উপাসনা

"নামজপ, নামকীর্ত্তন, ব্যক্তিগত উপাসনা এবং সমবেত উপাসনার মধ্যে অনুষ্ঠানগত একটু পার্থক্য আছে। যে-কোনওটাই কর না কেন, প্রথমে 'জয় জয় ব্রহ্ম' স্তোত্রটী পাঠের আগেই অখণ্ড-সংহিতার নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করিয়া নিবে। তারপরে 'জয় জয় ব্রহ্ম' স্তোত্রটী শেষ হইলে অন্য কিছু না করিয়া জপযজ্ঞ করিতে চাহ করিলে, বা নাম-কীর্ত্তন করিতে চাহ, করিলে। তাহা শেষ হইলে জপসমর্পণ মন্ত্র পাঠ করিয়া অঞ্জলি দিয়া ঘরে ফিরিলে। সবাই মিলিয়া জপযজ্ঞ করিতে চাহ ত' দীর্ঘকাল ধরিয়া জপ করিবার এইটী উপায়। সঙঘবদ্ধ ভাবে বহুজন জপে বসিলে তবে জপযজ্ঞ হয়। কেহ দুইঘণ্টার জন্যও জপ করে, কেহ উদয়াস্ত জপেরও ব্যবস্থা রাখে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বহুজনে কীর্ত্তন করিতে চাহ, বেশ ত' কর, কীর্ত্তন দুঘণ্টাও চলিতে পারে, বারো ঘণ্টাও চলিতে পারে। কিন্তু জপযজ্ঞ জপযজ্ঞই, উহা সমবেত উপাসনা নহে, কীর্ত্তন কীর্ত্তনই, উহা সমবেত উপাসনা নহে। সমবেত উপাসনায় কীর্ত্তনের কাল ও সুর একেবারেই সুনির্দ্দিষ্ট। সমবেত উপাসনার নাম করিয়া বসিয়া তারপরে সুদীর্ঘকাল কীর্ত্তনই চালাইয়া গেলে সমবেত

উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলির এবং বিশেষ করিয়া শৃঙ্খলার হানি ঘটে বলিয়াই সমবেত উপাসনা-কালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বারের বেশী কীর্ত্তন বিধেয় হয় নাই। গুরু যাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, শিষ্যের তাহা মানিয়াই চলা সঙ্গত, জনে জনে নূতনত্বের সঞ্চার করিতে থাকিলে তোমরা বেশী দিন কাজ করিতে পারিবে না, বৈচিত্র্যের জঞ্জালে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে। একদিন সমবেত উপাসনা করিবে ত' আর একদিন উপরিলিখিত নিয়মানুযায়ী বেশ ত' কীর্ত্তনই করিলে। কীর্ত্তনের প্রোগ্রামে যদি কেহ সম্পূর্ণ সমবেত উপাসনা ঢুকাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহা যেমন অস্বস্তিকর হইবে, সমবেত উপাসনার মধ্যে তেমন কীর্ত্তনকে ঢুকাইয়া দিলে সমবেত উপাসকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩২খণ্ড, পত্র নং ৫৪)

একই সমবেত উপাসনাদ্বারা কতিপয় অনুষ্ঠান

"বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের সমবেত উপাসনা একত্র হইতে পারে। বহুজনের বিবাহ বা অন্নপ্রাশন একটি মাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু বিবাহ জাতীয় শুভ কার্য্যের সহিত শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনাকে যুক্ত করা উচিত নহে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৭ম খণ্ড, পত্র নং ৭)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনার উপাঙ্গ লইয়া অনুষ্ঠান

"আমাদের উপাসনাটা এমন একটা জিনিষ যে, ইহার প্রত্যেকটা উপাঙ্গকে এক একটা উদয়াস্ত অনুষ্ঠানে পরিণত করা যায়। ইহার মধ্যে কিছু কিছু আপনা আপনি প্রচলিতও হইয়া গিয়াছে। যথা, উদয়াস্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, উদয়াস্ত জপযজ্ঞ, উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্ত্তন। আমাদের সমবেত উপাসনার অন্যান্য উপাঙ্গগুলি লইয়াও উদয়াস্ত হইতে পারে। যথা, উদয়াস্ত গুরু-বন্দনা, উদয়াস্ত গায়ত্রী-গান, উদয়াস্ত জগন্মঙ্গল, উদয়াস্ত অঞ্জলি দান। সাতটী অনুষ্ঠানকে সাতদিন ধরিয়া উদয়াস্ত করা যায়। অর্থাৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে সমবেত উপাসনাটীই একটু বিস্তারিত ঢংএ সাতদিন ধরিয়া করা যায়।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৮শ খণ্ড, পত্র নং ৫১)

সমবেত উপাসনা কখন বর্জ্জনীয়

"সমবেত উপাসনার মত পবিত্র অনুষ্ঠানকে যদি কেহ নিজ পাপাচরণের উপায়রূপে গ্রহণ করে, অথবা একজন কেহ চুরি করিয়া, ডাকাতি করিয়া, পরনারীর অমর্য্যাদা করিয়া, খুন করিয়া নিজ দোষ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে যদি সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করে, আর তাহার এই অসদুদ্দেশ্য যদি তোমাদের গোচরীভূত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার গৃহে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

যাইয়া সমবেত উপাসনায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ তোমরা অবশ্যই উপশমিত করিবে। মঠে, মন্দিরে বা আশ্রমে হউক অথবা গৃহীর গৃহে হউক, নীরব নিভৃত স্থানে হউক অথবা হাটে বাজারে জনারণ্যের মধ্যে হউক, সমবেত উপাসনার মধ্যে কোনও সময়ে কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয়গত ব্যভিচারাদির সহায়ক, প্ররোচক বা প্রশ্রয়দায়ক কোনও আচার-ব্যবহারকে নাক গলাইতে দেওয়া হইবে না।*** নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া যেখানে দ্বিধার বিন্দুমাত্র কারণ থাকিবে, সেখানে সমবেত উপাসনা বর্জ্জন করা অন্যায় হইবে না।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১২শ খণ্ড)

শ্রীবিগ্রহে আরতি

"আমার কোনও আশ্রমে কোনও সময়ে ওঙ্কার-বিগ্রহের পৃথক আরতির কোনও প্রয়োজন নাই। ভক্তিভরে 'জয় জয় ব্রহ্ম পরাৎপর' স্তোত্র সমস্বরে গাহিলেই বিগ্রহের আরতি হইয়া গেল।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৫ খণ্ড, পত্র নং ৪৭)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির শুভজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ত্তমান অখণ্ডসঙ্ঘ প্রধানের নির্দ্দেশ

"শিশুকাল হইতেই আমি বারাণসী অযাচক আশ্রমে,

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

লালিত-পালিত হইয়াছি। তখন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছি বারাণসী আশ্রমে প্রতি বৎসর ইংরাজী ডিসেম্বর মাসের শেষ মঙ্গলবার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির শুভজন্মোৎসব পালিত হয় এবং জানুয়ারী মাসের প্রথম মঙ্গলবার শ্রীশ্রীবাবামণির শুভজন্মোসপ্তাহোৎক্রমনীয় এবং পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমামণির শুভজন্মদিন পালিত হয়। কখনও ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি নাই।

অতএব আমাদিগকে উক্তপদ্ধতি মানিয়াই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির এবং পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমামণির শুভজন্মদিন সর্ব্বত্র পালন করা কর্ত্তব্য।"

—শ্রীশ্রীদাদামণি

"মক্কা-মদিনায় যে ভাবে নমাজ হয়, পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান সেই ভাবেই নমাজ পড়ে। নূতনত্ব করে না। বারাণসীতে তোমাদের কেন্দ্রীয় আশ্রমে আমার পরিচালনে যে ভাবে সমবেত উপাসনা হয়, তোমাদেরও সর্ব্বত্র সেই ভাবেই সমবেত উপাসনা করিতে হইবে। এই ব্যাপারে নিজ ইচ্ছামত প্রথা সৃষ্টি করিতে আমি তোমাদের দিব না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১ম খণ্ড, পত্র নং ৪২)

শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্রের সম্মুখে পৃথক ভোগ সাজানো নিষ্প্রয়োজন

"আমার জন্মদিনে আমার প্রতিচিত্রকে সাজাইলে আনন্দ

পাও, সাজাইবে, আপত্তি নাই, বরং ইহা সুখের কথা। কিন্তু এই প্রতিচিত্রের সম্মুখে ভোগ সাজাইবার জন্য অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন নাই। কেন না, ওঙ্কার বিগ্রহের সম্মুখে তোমরা যাহা যাহা দিয়াছ, দিতেছ, করিয়াছ, করিতেছ, সবই আমার নিকট পৌঁছিতেছে।

"আলিপুরদুয়ারের শ্রীমান রাজেন্দ্র চন্দ্র বক্সী কোনও স্থানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে যে, জন্মোৎসবের দিন একস্থানে আমার প্রতিচিত্র রাখিয়া ভক্তগণ অন্নব্যঞ্জনাদির ভোগ দিয়া কাপড়ের ঘেরণা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া কেহ বা মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কেবল কাঁদিতেছে আর ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছে,—'বাবা খাও, বাবা খাও'। এই জাতীয় আচরণের সহিত অখণ্ড-তত্ত্বের কোনও সামঞ্জস্য নাই। এই জাতীয় অনুষ্ঠানকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। অন্যেরা ইহার অনুকরণ শুরু করিলে পরিণামে জন্মোৎসব এক মহাশোকাবহ মহরমে পরিণত হইবে।"

—(প্রতিধ্বনি, চৈত্র, ১৩৬৮, পৃঃ ৯৯০-৯৯১)

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

"যে-কোনও মঙ্গলবার সমবেত উপাসনা করিয়া বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সংস্কার যাহাই থাকুক, আমার মতে প্রতিদিনই শুভ দিন, প্রতিবারই শুভ বার, প্রতি তিথিই

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

শুভ তিথি। সব দিন, সব বার, সব তিথিকেই ভগবান পুণ্যময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তথাপি যখন একটা বারের প্রতি পক্ষপাত করিতে চাহ, তখন মঙ্গলবারের প্রতিই করিও।

"আমার মতে, পূর্ণিমা তিথিই শ্রেষ্ঠ তিথি। যদি তিথি অনুসারে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহ, তবে বারের দিকে না তাকাইয়া পূর্ণিমা তিথিতেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিও। *** **পঞ্জিকার খুঁটিনাটি বেশী ঘাটাঘাটি করিবার অভ্যাস ঈশ্বরবিশ্বাসকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়।**

"পরমেশ্বরই জগতের বৃহত্তম সত্য। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জন্য যে কাজ করিবে, তাহাতে হাঁচি-টিকটিকি, তিথি-নক্ষত্র, প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনটাকেই প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বাবস্থায় তিনিই প্রধান, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া চলিলে মঘা, অশ্লেষা, বারবেলা কিছুতেই আটকাইবে না। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া থাক।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৭ম খণ্ড, পত্র নং ২৫)

বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা

"সমবেত উপাসনার স্থানে বিগ্রহ বসাইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেই বিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৫ম খণ্ড, পত্র নং ৪৭)

"সমবেত উপাসনা হইয়া যাইবার পরে নিশ্চয়ই বিগ্রহ

তোমরা তুলিয়া নিয়া যাইতে পার, ইহাতে বাধার কিছু নাই। ইচ্ছা করিলে দুই চারি প্রহর বা দুই চারিদিন রাখিতেও পার। তাহাতেও বাধা নাই। তবে, **মণ্ডপে বিগ্রহ যতক্ষণ থাকিবেন, ততক্ষণ কতকগুলি নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য। যথা,—পাদুকা লইয়া প্রবেশ চলিবে না, চা-পান, ধূমপান, তাম্বুল-চর্ব্বণ প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে ইত্যাদি।"**

—(ধৃতং প্রেম্না, ৭ম খণ্ড, পত্র নং ৩৯)

পূজিত বিগ্রহ পরিবর্ত্তন এবং ওঙ্কার-বিগ্রহের কৌলিন্য

"ওঙ্কার তোমার সাধনের বীজমন্ত্র। ওঙ্কার-বিগ্রহ তোমার পূজার বিগ্রহ। এই অবস্থায় ওঙ্কার-বিগ্রহকে তুমি যেখানে সেখানে বসাইতে পার না। মোটরকারের ধ্বজার নীচে, উৎসব-মণ্ডপের তোরণে, শোভাযাত্রার পতাকায় তুমি হরিওঁ নাম লিখিতে পার, ওঙ্কার নহে। ওঙ্কার-বিগ্রহের স্থান পূজার আসনে। সেখানেও একটী মাত্রই বিগ্রহ থাকিবেন, দুইটি নহে, তিনটি নহে। পূর্ব্বের পূজিত কোনও বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিয়া নবনির্ম্মিত কোনও বিগ্রহ বসাইতে হইলে অন্য কোনও ঘরের দেওয়ালে পুরাতন বিগ্রহটী এমন স্থানে রাখিতে হইবে, যেখানে রাখিলে অন্তরে ভক্তিভাব আসিবে। **শুধু গৃহশোভা হিসাবে নানা স্থানে ওঙ্কার-বিগ্রহ রাখা সঙ্গত নহে। একই বিগ্রহ**

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

পরিবারের সকল লোকের দ্বারা পূজিত হইবেন, জনে জনে আলাদা আলাদা বিগ্রহ বসাইয়া অনেকগুলি পূজাস্থান সৃষ্টি করিবে না। কোনও কারণে কোনও সময়ে পূজা-স্থানে সকলের একত্র বসিয়া সাধন করিবার স্থানের অকুলান হইলে যে-কেহ নিজ কক্ষে বসিয়া মনে মনে পূজাগৃহে স্থাপিত বিগ্রহেরই ধ্যান করিতে করিতে স্বকীয় আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে, অনেক বিগ্রহ, অনেক পূজাস্থান, অনেক ধ্যানাভিনিবেশের কেন্দ্র সৃষ্টির দিকে যেন তোমাদের ঝোঁক না পড়ে।

"পূর্ব্বের অর্চ্চিত বিগ্রহ কোনও কারণে গৃহে রক্ষা অসম্ভব হইলে কীর্ত্তনাদি সহকারে নদী-নীরে বা বৃহৎ জলাশয়ের জলে তাহার নিরঞ্জন হইতে পারে। কিন্তু দুর্গা-প্রতিমাদি যেমন করিয়া জলে ফেলিবার পরে পদদ্বারাও নিপীড়িত হয়, এই স্থলে তদ্রূপ কার্য্য চলিবে না। ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, লিড়ু আদি বহু স্থানে কুম্ভকার আসিয়া খড়-মাটি প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বজনীন উৎসবের অখণ্ড-বিগ্রহ-নির্ম্মাণ করিয়াছে। উৎসবাদি শেষ হইলে কোনও কোনও গৃহস্থ নিজ গৃহে অর্চ্চনার জন্য তাহা নিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যেই স্থলে তাহা সম্ভব নহে, সেখানে নদীনীরে এই প্রতিমার নিরঞ্জন হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে যাহাকে পূজা করা হইয়াছে, যাহাকে আলম্বন হিসাবে ধরিয়া পরমেশ্বরের বন্দনা করা হইয়াছে, প্রয়োজনানুরোধে তাহা সলিলে সমর্পিত হইয়াছে বলিয়াই অসম্মানের বা অবজ্ঞার বস্তু নহে। উক্ত বিগ্রহকে জলের মধ্যেও সসম্মানে ছাড়িয়া আসিতে হইবে। তবে তাহাকে জল হইতে তুলিয়া

নিয়া কোনও সাম্প্রদায়িক উগ্রবুদ্ধি লোক প্রণব আকৃতিতেই তাহার অসম্মান না করিতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খড়, মাটি, রং প্রভৃতিকে জলের নীচেই পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হইবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৮ম খণ্ড, পত্র নং ২৯)

প্রশ্ন ঃ—শ্রীবিগ্রহকে নিদ্রা দিবার সময় কি পুনরায় পুষ্পাঞ্জলি সরাইয়া রাখিতে হইবে?

উত্তর ঃ—তোমাদের বিগ্রহ চির-জাগ্রত, তাঁহার নিদ্রার প্রয়োজন নাই। তুমি যখন শয়ন করিতে যাও, তখনও তোমার উপরে তোমার গুরুর নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, যতক্ষণ না নিদ্রায় ঢলিয়া পড়, ততক্ষণ নামই জপিবে। তোমার ঠাকুর তাহা হইলে তোমার আগে ঘুমানই বা কি করিয়া? সেই কারণে ঠাকুর-নিদ্রা দেওয়ার প্রথা-পালন তোমাদের প্রয়োজন নহে।

—(প্রতিধ্বনি, পৌষ, ১৩৬০, পৃঃ ৫৫৩)

রজঃস্বলা নারীর সন্ধ্যোপাসনা

রজস্বলা অবস্থায় ধ্যান জপাদি উচিত কি না?

'আমি ত' মোটেই অনুচিত মনে করি না। আমার শিষ্যাদের আমি ঋতুর তিন দিনও আত্মকার্য্য করতে উপদেশ দেই। ঐ তিন দিন দেহের উপর দিয়ে একটা বিপর্য্যয় যায় ব'লে দৈহিক বিশ্রাম দরকার। কিন্তু ভগবানকে ডাকতে বাধা থাকা অনুচিত।*** আমাদের সাধন বড় সহজ সাধন, দেহ-মনের উপরে এমন কোনো উৎপীড়ন বা জবরদস্তি এই সাধনে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

নেই, যাতে রুগ্ন অবস্থাতেও তার কোন প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। এজন্যই রজঃস্বলা অবস্থায় সাধন বন্ধ রাখ্‌তে আমি কখনও উপদেশ দিই না।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৫ম খণ্ড)

রজঃস্বলা নারীর মন্দির-প্রবেশাদি

রজঃস্বলা নারীর পক্ষে কি ঠাকুর ঘর, দেবমন্দির প্রভৃতিতে প্রবেশ করা কিম্বা দেববিগ্রহাদি স্পর্শ করা উচিত?

"প্রাণের আবেগের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে অনুচিত বল্‌ব না। কিন্তু সমগ্র দেশের সাধারণ সদাচারের বিধি উল্লঙ্ঘন ক'রে এই অবস্থায় এরূপ না করাই সঙ্গত। দেবতা নিত্য-পবিত্র, তিনি কি কখনো অপবিত্র হন? কিন্তু যে বিগ্রহ একা আমারই পূজার জন্য নয়, যে বিগ্রহের মধ্যবর্ত্তিতায় আরো অনেক মানবাত্মা আধ্যাত্মিক সাধন ক'রে জীবনকে সার্থক কত্তে চান, তার উপরে আমার একার দাবী খাটাতে যাওয়া অসঙ্গত।"

বিগ্রহটি বা পূজার ঘরটি যদি ঐ রমণীর একার জন্য হয়?

"এখানে কোন বিধিও নেই, নিষেধও নেই। ভক্তের প্রাণ যখন যা চায়, তখন তাই কত্তে পারে। তথাপি সদাচার সদাচারই। সদাচার লঙ্ঘন করা সঙ্গত নয়।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৫ম খণ্ড)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

রজঃস্বলা নারীর গুরুপ্রণাম

রজঃস্বলা নারী কি নিজ গুরুদেবের পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম কত্তে পারে না? তার যদি জ্ঞান থাকে যে গুরুদেবই সর্ব্বদেবদেব?

"তিনটি দিন বই ত' নয়? আর্য্য-সদাচার লঙ্ঘন করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।"

গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ কর্ল্লে?

"তাতে নিষেধ নেই, যদি এই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ না হয়ে থাকে।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৫ম খণ্ড)

গর্ভাবস্থায় বিগ্রহ পূজা

"গর্ভাবস্থায় বিগ্রহ পূজা করা যায়। কেবল প্রসবের দিন হইতে একুশ দিন বা যাবৎকাল স্রাবাদি থাকে, তাবৎকাল বারণ।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৭শ খণ্ড, পত্র নং ৬১)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। কল্যাণীয়া মাকে দিন কয়েক আগে পত্র লিখিয়াছি। সংসারে থাকিয়া স্বামী ও শাশুড়ীর সেবা করিয়া গর্ভাবস্থায় পড়াশুনা করিয়া সে যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা মস্তবড় কথা। এজন্য সে বিশেষ আশীর্ব্বাদের অধিকারিণী হইয়াছে।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

গর্ভবতী নারীর হাতের জল শুদ্ধ নয়, সে বিগ্রহকে পুষ্প-চন্দন দিতে যে অধিকারিণী নয়, এই সকল সংস্কার একটু সেকেলে। যাঁহারা মানেন, মানিতে দাও। তোমাদের মানিবার প্রয়োজন নাই। রজস্বলা অবস্থায় নারীর শরীর অশুচি থাকে এবং প্রসব-কাল হইতে কিছু সময় পর্য্যন্ত শরীরের তদ্রূপ অবস্থা থাকে। এই সময়ে নিজ হস্তে বিগ্রহ-সেবা না করিয়া অন্য দ্বারা করানই সঙ্গত। কিন্তু গর্ভাবস্থা মাতৃত্বের একটা সংযতাবস্থা। এই অবস্থায় নারীকে আমি বিশেষ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। সে তখন জগন্মাতার একটা বিকাশোন্মুখ অবস্থায়। তাহাকে অশুচি জ্ঞান করা ভ্রম। অন্যান্য পন্থাবলম্বীদের মতে যাহাই থাকুক, তোমরা আমার মতেই চলিবে।

গর্ভাবস্থায় যত ভগবৎ-স্মরণ করিবে, সন্তানের তত কুশল হইবে। এ কথাটা অনেক সম্প্রদায়ের আচার্য্যদেরই ধারণায় আসে বলিয়া মনে হয় না। কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি, গর্ভাবস্থায় দীক্ষা লওয়া পাপ। অভিমন্যু ত' মায়ের গর্ভে বসিয়া চক্রব্যূহ-ভেদ শিখিয়াছিলেন। অষ্টাবক্র মায়ের গর্ভে বসিয়া সমস্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা গর্ভাবস্থার মহত্ব প্রমাণিত হইতেছে। গর্ভাবস্থায় মাতা যত পুণ্য কার্য্য করুন, সকলের সুফল সন্তানে বর্ত্তিবে। অন্ততঃ বর্ত্তানো ত' একান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং কল্যাণীয়া মায়ের নবম মাস গর্ভাবস্থা বলিয়া তার কাছ হইতে পূজার্চ্চনার কাজ কাড়িয়া লইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৪ খণ্ড, পত্র নং ৪২)

অধিবাস অনুষ্ঠান

"সুপরিচ্ছন্ন পবিত্র পরিবেশে বিগ্রহ সুসজ্জিত করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে উপাসনা বা হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে অখণ্ড-স্তোত্র পাঠান্তর পুষ্পাঞ্জলি দিলেই অধিবাস হইয়া গেল।"

—(প্রতিধ্বনি, ১৩৬৪, আশ্বিন, পৃঃ ৪৪৫)

"উদয়াস্ত কীর্ত্তনের আগের দিন **অধিবাসের কীর্ত্তন** ও অঞ্জলি হওয়া বিধেয়।" **(সমবেত উপাসনা নহে)**

—(প্রতিধ্বনি, ১৩৬৮, চৈত্র, পৃঃ ১৯৫)

উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্ত্তন

"রাত্রি জাগরণের ক্লেশ থেকে ভক্তদের অব্যাহতি দেবার জন্য আমি অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনকে ছোট ক'রে এনে উদয়াস্ত কীর্ত্তনে পরিণত করেছি, এই কথাটা হয়ত শুনেছ। অযথা রাত্রি জাগরণের দ্বারা শরীরকে ক্লান্ত কর্লে দিনেরবেলা তুমি সিংহের বিক্রমে অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজগুলি কর্বে কি ক'রে?"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ২২শ খণ্ড)

নিম্নলিখিত দুই ভাবের যে-কোনও একভাবে উদয়াস্ত কীর্ত্তন করিতে হইবে।

"পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্ত্তন করিতে হয়।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

"(ক) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'জয়গুরু' ধ্বনি দিয়া কতকক্ষণ অখণ্ড-সংহিতা পাঠের পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে এবং সূর্য্যাস্তের পর কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া অঞ্জলিদানান্তে উৎসব-সমাপন।

"(খ) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি সমবেত উপাসনা আরম্ভ করিয়া ধীর লয়ে নিয়মিত হরি-ওঁ কীর্ত্তন এক লহর গাহিয়া লইয়া তারপরে বাদ্যযন্ত্র সহ সঙ্গত করিয়া যে-কোনও সুরে তালে অবিচ্ছেদ হরি-ওঁ গাহিয়া যাওয়া। যতক্ষণ সমবেত উপাসনার অঙ্গরূপে কীর্ত্তন হইতেছে ততক্ষণ কোনও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইবে না। সূর্য্যাস্তের পরে কীর্ত্তনান্তে বাদ্যযন্ত্র-বর্জ্জিত ভাবে ধীর লয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরে এক লহর হরি-ওঁ গাহিয়া অঞ্জলি দানপূর্ব্বক শান্তিবাচনের দ্বারা উৎসব সমাপ্ত।

—(প্রতিধ্বনি, চৈত্র, ১৩৬৭, পৃঃ ১০৮৬)

"কীর্ত্তনকালে নানাবিষয়ে কথোপকথন, পরনিন্দা, অন্য সংঘের লোকদের নিন্দাবাদ, হাঁপানো, অবিরাম কাসিতে থাকা, অধোবায়ু ত্যাগ, বিড়ি, পান, সিগারেট, চা, কফি প্রভৃতি সেবন নিতান্ত গর্হিত। *** কীর্ত্তনারম্ভে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ এবং কীর্ত্তনান্তে অঞ্জলি দান বিধেয়। ফুল-বেলপাতা-ধান্য-দুর্ব্বা, তুলসী-চন্দন আদি না জোগাড় হইলে শুধু কৃতাঞ্জলি পুটেই অঞ্জলির মন্ত্রপাঠ করিয়া বিগ্রহ প্রণাম করা যায়।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৬শ খণ্ড, পত্র নং ৪)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

হরিওঁ কীর্ত্তন ও স্ট্যাণ্ডার্ড সুর

"হরিওঁ-কীর্ত্তনের সুর-বৈচিত্র্য সাধনে এবং তাল হইতে তালান্তর গমনে আমি তোমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড সুরটিকে রূপান্তরিত করিবার অধিকার বা তাহার তালটিকে পরিবর্ত্তিত করিবার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক নহি। স্ট্যাণ্ডার্ড সুর আপ্ত সুর, উহা ঈশ্বরের কাছ হইতে প্রাপ্ত। উহা যেমন আছে, চিরকাল তেমনই থাকিবে। উহার মধ্যে পরিবর্ত্তন-সাধন চলিবে না।.....ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী লইয়া যত ইচ্ছা ওস্তাদি কর, ক্ষতি দেখি না। কিন্তু স্ট্যাণ্ডার্ড সুর লইয়া ঐ রকম ওস্তাদি বরদাস্ত করা চলিবে না। কারণ, স্ট্যাণ্ডার্ড সুরের স্বরগ্রামের বিন্যাস এবং পর্য্যায় পরিবর্ত্তন না করিলে এই সুর অতি দীর্ঘকাল চালাইয়া গেলেও একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয় না। স্ট্যাণ্ডার্ড সুরও ভৈরবী রাগিণীর আশ্রয়েই রহিয়াছে। কিন্তু ইহার আধার বা প্রাণরস অন্তরের নিষ্ঠাপূর্ণ ভক্তিতে। এইজন্যই ইহা অপরিবর্ত্তনীয় রহিতে বাধ্য। ইহা তোমাদের গুরুবাক্য, যাহা লঙ্ঘন করা সঙ্গত নহে। হরিওঁ কীর্ত্তন ধারাবাহিক চলিলে কায়দাটা কি হইবে, আর উপসংহার টানিতে হইলে কি কায়দায় টানিতে হইবে, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে আমি তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছি এবং নিজ কণ্ঠে গাহিয়া বহু স্থানে শুনাইয়াছি। তাহারই ক্রম, তাহারই আরোহণ, তাহারই

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

অবরোহণ পরিনিষ্ঠিত ভক্তের মন লইয়া তোমাদের অনুসরণ করা উচিত। ঈশ্বর যে আছেন, এই বোধটুকুকে হরিওঁ-কীর্ত্তনকালে অন্তরে অবশ্যই জাগাইয়া রাখিতে হইবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৮শ খণ্ড, পত্র নং ৪)

"নূতন নূতন কীর্ত্তনদল সৃষ্টি করিতে হইবে। এই দলের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র থাকিতে হইবে। প্রত্যেককে নিরহঙ্কার মন লইয়া কীর্ত্তনের শুদ্ধ সুর শিখিতে হইবে। পরিক্রমা কালে সর্ব্বত্র এবং আগাগোড়া স্ট্যাণ্ডার্ড সুর ব্যবহার করিতে হইবে—মনগড়া নানা বৈচিত্র্য বিকাশের প্রতিভা প্রদর্শন করিতে হইবে না। এক একটী যুগে এক একটী বাণী সমগ্র শাস্ত্ররাজির নির্য্যাস বা প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়। "হরিওঁ" বা "ঈশ্বর আছেন" তদ্রূপ একটি বাণী। এই বাণীকে পরিবহন করিবার জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট সুর থাকাই স্বাভাবিক এবং তোমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড সুর হইতেছে ঠিক তাহাই। এই সুনির্দ্দিষ্ট সুরটী কোনও সঙ্গীত প্রতিভাধরের আবিষ্কার নহে, ইহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত স্বয়ং আভির্ভূত। এই নামের সহিত এই সুরকেই তোমরা আনুষ্ঠানিক যাবতীয় কাজে লাগাইয়া রাখিও।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭শ খণ্ড, পত্র নং ৩৬)

"হরিওঁ কীর্ত্তনের প্রতি অত্যাসক্ত অনেককে দেখা গিয়াছে যে ইহার সুবিশুদ্ধ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর আদৌ জানেই না বা পারে না। সমবেত উপাসনার ভিতরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী কীর্ত্তন

চালু রাখিতে হইলে চঞ্চল-মনা ব্যক্তিরা নানা সুরের কেরদানী করিয়া থাকে। ইহাতে ভবিষ্যৎ সাধক-সমূহের নিশ্চিতই গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। কেবল বর্ত্তমানের দিকে তাকাইয়া তোমরা চলিও না। ভবিষ্যতের দিকেও তাকাও। হরিওঁ-কীর্ত্তনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর এক অত্যাশ্চর্য্য রকমের সুন্দর সুর। সঙ্গীতে পারঙ্গম না হইলে সাধারণ ব্যক্তিরা ইহার মাধুর্য্য হয়ত বুঝিতে পারে না। এই জন্যই নানা রকমের তাল-ফেরতা আর রংফেরতা করিয়া গাহিবার প্রবৃত্তি হয়। ..... কীর্ত্তনের আসর, কীর্ত্তনেরই আসর, সমবেত উপাসনার আসর, সমবেত উপাসনারই আসর।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩২শ খণ্ড, পত্র নং ৫৪)

হরিওঁ ঊষাকীর্ত্তন

"ভোর বেলা উঠিয়া নগর কীর্ত্তন করিতে চাহ, বেশ ত'। কিন্তু সেই সময়ে প্রতি জনেই স্নান করিয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইতে পারিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে তাড়াহুড়া করিয়া দন্তধাবন পর্য্যন্ত না করিয়া ঊষাকীর্ত্তনে বাহির হইয়া পড়ে, যদিও দন্তধাবন কার্য্যটা করিয়াই বাহির হওয়া উচিত। এমত অবস্থায় ঊষাকীর্ত্তন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিগ্রহে অঞ্জলি দিবার জন্য স্নাত, অস্নাত. শুদ্ধবস্ত্র-পরিহিত ও অশুদ্ধবস্ত্র অপরিত্যক্ত অবস্থায় পুষ্পাঞ্জলি হাতে লইয়া সকলে অখণ্ড-বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে, ইহা কাজের কথা নহে।***

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

"তোমরা সকলে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইতেছ। এই সময়ে যদি তোমাদের বস্ত্র-পরিবর্ত্তনাদি শৌচ ও শুদ্ধিমূলক কাজগুলি সম্পন্ন হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে অঞ্জলি দিয়াই বাহির হইবে বৈ কি? পল্লী বা নগর পরিক্রমান্তে পুনরায় আসিয়া অঞ্জলি দিতেও বাধা নাই।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্র নং ১৯)

কীর্ত্তন-মহোৎসব

"এই জন্যই তোমাদের বলিয়াছি যে, খিচুড়ী মহারাজকে যতটুকু সম্মান দিতে হয় দাও কিন্তু কীর্ত্তন-মহোৎসবে তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া দিও না। নামে প্রেম বাড়ে। খিচুড়ী মহারাজ মানুষের মনে ভগবৎ-প্রেম সঞ্চারণার পক্ষে যতটুকু সহায়ক, তাঁহাকে ততটুকুই মর্য্যাদা দাও, ইহার অধিক নহে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩য় খণ্ড, পত্র নং ৪০)

উদয়াস্ত নাম জপ

"উদয়াস্ত নামজপ একটী উত্তম অনুষ্ঠান। এই নামজপে কেবল তোমরা অখণ্ডেরাই থাকিতে পারিবে, তাহা নহে। যে-কোনও জাতির, যে-কোনও সম্প্রদায়ের, যে-কোনও ধর্ম্মের লোক থাকিতে পারিবেন যদি শুদ্ধ শুচি নির্ম্মল দেহে মনে সাগ্রহে আসিয়া যোগদান করেন। পূজার বেদীতে একমাত্র

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

ওঙ্কার-বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছু থাকিবেন না। জয়গুরু ধ্বনি দিয়া অখণ্ড-সংহিতার নির্ব্বাচিত অংশ পাঠান্তে জয় জয় ব্রহ্ম পরাৎপর আরতি-স্তোত্রটি গীত হইবার পরেই জপ সুরু হইবে। (একমাত্র সমবেত উপাসনার সময়ে ছাড়া অন্যান্য সময়ে ব্রহ্মগায়ত্রী গান বাধ্যকর নহে)। তৎপরে জপ আরম্ভ হইবে। জপের পূর্ব্বে প্রত্যেকে নিশ্চিতই কিয়ৎকাল জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প করিবেন। যার যাহা ইষ্টনাম তাহা তিনি জপ করিবেন, জপ নিঃশব্দে হইবে। জপের সময়ে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করিয়া কেহ বসিবে না, এমন ভাবে বসিবে, যেন একজন নিজের জপ হইয়া গেলে অন্যের গাত্রস্পর্শ না করিয়াই বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন। একজন অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা বা দুই তিন ঘণ্টা জপের পরে ক্লান্ত হইলে উঠিয়া যাইতে পারেন এবং সেই সময়ে আর একজন নূতন জাপক আসিয়া তাঁহার স্থানে বসিতে পারেন। উদয়াস্ত জপে এমন ব্যবস্থা থাকা ভাল যেন, একজন উঠিবার স্বল্প পরেই অন্য একজন আসিয়া জপে বসিয়া যান। জাপক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিঃশব্দে জপ করিবেন। আমার জন্মোৎসব-সপ্তাহে নানা স্থানেই নয় দিন জুড়িয়া অনুষ্ঠান থাকে। অনেক স্থানেই এভাবে একটী দিন উদয়াস্ত নামজপের অনুষ্ঠানও হইতেছে। যখন সূর্য্য অস্ত হইয়া গেল, তখন বা তার যৎসামান্য পরে জপসমর্পণ মন্ত্র 'ত্বমেব ধাতা' সমস্বরে গাহিবার পরে অখণ্ড-স্তোত্র-সহ অঞ্জলি দিয়া শান্তিবাচন করিলেই অনুষ্ঠান

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

শেষ হইয়া গেল। জপযজ্ঞের মধ্যে সঙ্গীত, বক্তৃতা, রূপক, আলেখ্য, নাটক ও অন্যান্য উপসর্গ জুটাইয়া জিনিষটীর সম্ভ্রম কেহ নষ্ট করিও না। আমার অন্তরের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তোমরা প্রতিটি অনুষ্ঠান করিও। **আমার পূজা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কেহ করিও না, আমার আদর্শ ও উপদেশকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী করিবার জন্যই সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোককে তোমাদের জপের অনুষ্ঠানে পরম সমাদরে ডাকিও।**

"এভাবে উদয়াস্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, উদয়াস্ত ব্রহ্মগায়ত্রী গান, উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্ত্তন, উদয়াস্ত অখণ্ড-স্ত্রোত্র-গান, উদয়াস্ত আরতি-স্ত্রোত্র গানও চালাইলে চলিতে পারে।"

—(প্রতিধ্বনি, বৈশাখ, ১৩৮০, পৃঃ ৯২)

উদয়াস্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ

"উদয়াস্ত হরি-ওঁ কীর্ত্তনের ন্যায় প্রয়োজন-স্থলে তোমরা উদয়াস্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিতে পার। ইহাকে বলা হয় অখণ্ড-পাঠ। প্রথমে অখণ্ড-স্তোত্র দ্বারা বিগ্রহে অঞ্জলি দিয়া লইলে, তৎপর বিগ্রহকে আংশিক দক্ষিণে রাখিয়া পাঠক পাঠ আরম্ভ করিলেন। শ্রোতারা বিগ্রহের দিকে মুখ রাখিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন। স্থানের অসঙ্কুলান হইলে বিগ্রহ আংশিক বামে রাখিয়াও পাঠারম্ভ চলিতে পারে। কিন্তু দক্ষিণে রাখিয়া পাঠই প্রশস্ততর। ইহার কোনও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক যুক্তি নাই। কিন্তু বিগ্রহ দক্ষিণে রাখাই সজ্জন-সম্মত প্রচলিত প্রথা।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

"অখণ্ড-পাঠ আরম্ভ হইলে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিশ্রাম পাঠ চলিবে। তখন নির্ব্বাচনের কোন প্রশ্ন নাই। গ্রন্থের যে-কোনও খণ্ড গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত-কালে যেই খণ্ডের যেখানে শেষ হইবে, সেখানেই ইতি করিতে হইবে। একই ব্যক্তির পক্ষে এত দীর্ঘকাল পাঠ সম্ভব নহে। অতএব মাঝে মাঝে পাঠক-পরিবর্ত্তন চলিবে। প্রণাম করিয়া প্রত্যেকের পাঠারম্ভ এবং প্রণাম করিয়া পাঠ-শেষ চলিতে থাকিবে। অখণ্ড-পাঠ শেষ হইয়া গেলে পুনরায় বিগ্রহে অঞ্জলি হইবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৫ম খণ্ড, পত্র নং ৬৩)

অষ্টোত্তর শত ব্রহ্মগায়ত্রী অনুষ্ঠান

"১০৮ বার ব্রহ্মগায়ত্রীর পূর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ এবং জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর তৎপর বন্দে সদা সুন্দরম আদি সমাপ্ত করিয়া ১০৮ বার ব্রহ্মগায়ত্রী গাহিবে। তৎপর জপযজ্ঞ চলিবে। নির্দ্দিষ্ট সময় জপের পরে ত্বমেব ধাতা, তৎপরে হরিওঁ কীর্ত্তন সুনির্দ্দিষ্ট সময় করিয়া অঞ্জলি দিয়া ওঁ শান্তি বাচন করিবে।"

—(পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির পত্রের অংশবিশেষ ৯/৪/৭৯ ইং)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

গৃহারম্ভ

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত অখণ্ডবিধিমতে গৃহারম্ভ করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট দিনে গৃহনির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বা কোনও গৃহে সমবেত উপাসনা করিয়া উপাসনার নির্ম্মাল্য ভূখণ্ডের ঈশান কোণে বা সুবিধাজনক জায়গায় পূর্ব্ব হইতে খোঁড়া গর্ত্তে স্থাপন করিয়া ইট গাঁথিয়া বা খুঁটি পুতিয়া গৃহারম্ভ করা যাইবে। অখণ্ডবিধিমতে বৎসরের সব বার, সব দিন, প্রতিটি মুহূর্ত্ত শুভ। শ্রীশ্রীবাবামণিতে অপার বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া তাঁহার শুভ জন্মবার মঙ্গলবার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। নিষ্ঠাবান অখণ্ডের পঞ্জিকার বিচারের প্রয়োজন নাই। মন না মানিলে পঞ্জিকায় দেওয়া গৃহপ্রবেশের দিনেও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। তবে উপাসনার পরে উপাসক, উপাসিকাদের দিকে তাকাইয়া উপাসনার অব্যবহিত পরেই গৃহারম্ভের শুভকার্য্যটি সম্পাদন করিতে হইবে, ইট গাঁথিবার কালে বা খুঁটি পুতিবার কালে 'জয়গুরু, শ্রীগুরু' প্রেমধ্বনি দিতে হইবে।

গৃহপ্রবেশ

গৃহারম্ভের মত গৃহপ্রবেশও যে কোনও মাসে যে কোনও মঙ্গলবারে বা পঞ্জিকানির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত উপাসনা করিয়া উপাসনান্তে কিছুক্ষণ হরিওঁ কীর্ত্তন করিলেই হইল।

"সমবেত উপাসনাতে নৈবেদ্যের মধ্যে পক্কান্নভোগ সাজান আমার নিষেধ করাই আছে। কেহ কেহ কোনও কোনও স্থানে এই নিষেধ অমান্য করিয়া নিজ নিজ স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। ইহা অন্যায় হইয়াছে। ...... যেখানে সমবেত ভক্তদের খেচরান্ন-প্রসাদ দিয়া আপ্যায়ন করা অবস্থাধীনে আবশ্যক, সেখানেও সমবেত উপাসনার প্রসাদ নিয়া ভক্তিভরে তাহার সহিত মিশাইয়া দিলেই কাজ চলিতে পারে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩য় খণ্ড, পত্র নং ৫৮)

গৃহপ্রবেশের মাস

"ভাদ্র মাসে গৃহপ্রবেশে কোনও ক্ষতি হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই মাসে জন্মিয়াছিলেন। চৈত্র মাসেও না। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এই মাসে আসিয়াছিলেন। কোনও মাসই অপবিত্র বা বিপজ্জনক নহে। সব মাসই ভগবানের। ভগবানের সেবাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহপ্রবেশ করিও, নিজের সুখ পরিতর্পণকে লক্ষ্য করিয়া নহে। একটী মঙ্গলবার দেখিয়া সমবেত উপাসনা করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্র নং ২৪)

অন্নপ্রাশন

"কাহারও অন্নপ্রাশন করিতে চাহ, বেশ ত'! সমবেত উপাসনায় নিবেদিত কোনও মিষ্টদ্রব্য নিয়া অন্নের সহিত

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

মিশাইয়া শিশুর মুখে দাও। তাহাতেই অন্নপ্রাশন হইয়া যাইবে।”

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩য় খণ্ড, পত্র নং ৪১;

“সমবেত উপাসনায় পক্কান্ন ভোগ না দিয়া উপাসনান্তে প্রচলিত প্রসাদের সহিত পায়সান্ন মিশাইয়া শিশুর মুখে প্রদান করিলে অন্নপ্রাশন হইবে।”

—(উপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২৮)

বিদ্যারম্ভ বা হাতে খড়ি

যে কোন মাসে মঙ্গলবারে সমবেত উপাসনান্তে কোন ভক্তিমান, নিষ্ঠাবান, গুরুভক্ত গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর দ্বারা বিদ্যারম্ভ বা হাতে খড়ি অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। হাতে খড়ি অনুষ্ঠানের সময় ব্রহ্মগায়ত্রী স্তোত্র গীত হইবে।

মস্তক-মুণ্ডন সম্পর্কে

“সন্ন্যাস-গ্রহণ, উপনয়ণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে শারীর-শৌচ-বিধান হিসাবেই অতীতে মস্তক-মুণ্ডন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং অখণ্ডমতে কাজ করিতেছি বলিয়া—আগেকার সব-কিছুরই পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। **শ্রাদ্ধাধিকারীদের সকলেরই মস্তক-মুণ্ডন আবশ্যক। *** একমাত্র স্ত্রী লোকের পক্ষেই মুণ্ডন অনাবশ্যক।**

—(প্রতিধ্বনি, বৈশাখ, ১৩৭২, পৃষ্ঠা-৫১)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্ত

সূর্য্যোদয়ে সমবেত উপাসনা করিয়া অবিরাম হরিওঁ কীর্ত্তন সংরক্ষা করিয়া সূর্য্যাস্তে পুনঃ সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিলেই চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য হইবে।

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২৯)

দশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান

প্রশ্ন ঃ হিন্দুদের সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য দশকর্ম্মের নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণের যে ব্যবস্থা আছে, অখণ্ডমতে তাহা কিভাবে হইবে?

উত্তর ঃ একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারা।

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন ১৩৬৪, পৃঃ ৪৫০)

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা

“পুষ্করিণীর যে কোন কোণে জলের নিকটে সমান স্থানে একটি নূতন আসন বসাইয়া (কাঠের আসন) তাহাতে ওঁকার বিগ্রহ স্থাপন করতঃ অখণ্ড স্ত্রোত্র পাঠ ও শান্তিবাচক পুর্ব্বক অঞ্জলি প্রদান করিয়া, সেই অঞ্জলির নির্ম্মাল্য পুনরায় কুড়াইয়া লইয়া জয়ধ্বনি ও শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি নিনাদের মধ্যে পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেই যথারীতি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হইল।”

—(প্রতিধ্বনি, ১৩৬৪ বাং আষাঢ়, ২৩২ পৃঃ)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

বহুদেবতার পূজায় শক্তিক্ষয়

"বৃথাই লোকে বহু দেবতার পূজা করে। একজনই মূলাধার। তাঁহাকে লইয়া প্রেমসাগরে ডুব দিতে হইবে। বহুর সেবায় শক্তিক্ষয়, বহুর পূজায় সময়ের অপব্যবহার। একজনকে নিয়াই মজিয়া যাও, একজনের কাছ হইতেই সর্ব্বশান্তি ও নিত্যতৃপ্তি লভিয়া লও।*** অখণ্ডমন্ত্র যেমন তোমার মন্ত্রাধিরাজ, অখণ্ড-সংহিতাও তেমন তোমার পক্ষে সর্ব্বশাস্ত্রাধিরাজ।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৭শ খণ্ড, পত্র নং ৬১)

"যাহাদের প্রচলিত মতে বিশ্বাস নাই, রুচি নাই বা শ্রদ্ধা নাই, তাহারা অখণ্ডমতে নিশ্চয়ই চলিবে।*** কিন্তু দুই নৌকায় পা রাখিবার চেষ্টা একান্তই অর্থহীন। সামাজিক মতে কাজ করিলাম সমাজভুক্তদের খুশী রাখিবার জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডমতেও অনুষ্ঠান করিলাম স্থানীয় গুরুভাইদের মন রাখিবার জন্য, এই জাতীয় দ্বিধা-ভাব নিয়া বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন কোনটাই সুন্দর হয় না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৭শ খণ্ড, পত্র নং ৪৩)

গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা

বর্ত্তমান সমাজে মানুষের মনে গ্রহ-নক্ষত্রাদির ক্ষমতার প্রতি দূর্ব্বলতা এবং তৎজনিত ভীতির সৃষ্টি হইয়াছে যাহার পরিণামস্বরূপ তাঁহাদের পূজার্চ্চনার অর্থাৎ গ্রহশান্তি ইত্যাদির

ব্যপক প্রচলন লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব অর্থাৎ আমাদের প্রাণের ঠাকুর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল। আশাকরি শ্রীশ্রীবাবামণির নিম্নলিখিত উপদেশ সমূহ মনযোগসহকারে পাঠ করিবার পর গ্রহশান্তি উপশমের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলিসকল ভরিয়া অঙ্গুরীয় পরিধানের ব্যাপকতা কমিবে এবং গ্রহনক্ষত্রদিগের প্রতি ভয় বিদূরিত হইবে।

পত্র নং ৬

(ধৃতং প্রেম্না, ষষ্ঠ খণ্ড)

হরিওঁ বারাণসী

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। সকল গ্রহ-নক্ষত্রকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারই পরম অভয় নামে তুমি দীক্ষিত। তোমার আবার গ্রহপূজার প্রয়োজন কি? তুমি সমবেত উপাসনার দ্বারা তোমার পুত্রের সকল বিঘ্ন নাশ কর। আমি তোমার গুরু। গুরুর বাক্য পাইবার পরে অন্য লোকে কি কহিল না কহিল, তাহা বিচারের আবশ্যকতা কোথায়?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

একদিন ছিল, যখন গ্রহনক্ষত্রগণেরও প্রভু পরমেশ্বরকে মানুষ নির্ভুল ভাবে চিনিতে পারে নাই। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব যে সীমাবদ্ধ, তাহা মানুষ জানিত কিন্তু যিনি অসীম, তাঁহার পায় নাই পরিচয়। সেদিন গ্রহনক্ষত্রের পূজার প্রচলন হইয়াছিল। আজ মানুষ সকলের পরম-প্রভুকে চিনিয়াছে। আজও গ্রহাচার্য্যদের ভীতি-প্রদর্শনে আতুর হইয়া তাহাই করিয়া যাইতে হইবে, ইহার যুক্তি আমি বুঝি না। তোমরা শাখা ছাড়িয়া মূল ধর। বৃথা তোমাদের অন্তরের ভক্তিভাবকে নানা দিকে ছড়াইয়া দুর্ব্বল করিও না।

তোমার একটী গুরুভগিনী তোমারই ন্যায় সহজ সারল্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, তাহার কন্যার গায়ের উপরে একটী কাক আসিয়া বসিয়াছিল, ইহাতে সে বড়ই চিন্তিতা হইয়াছে এবং গ্রহাচার্য্যের উপদেশ চাহিয়াছে। গ্রহাচার্য্য মহাশয় তাহাকে কয়েকটী গ্রহপূজা করিবার উপদেশ দিয়া বাজারের একটী সুদীর্ঘ ফর্দ্দ তৈরী করিয়া দিয়াছেন।

আর একজনের গৃহের মধ্যে রাত্রি কালে একটী শাদা পেচক প্রবেশ করিয়াছিল। তৃতীয় একজনের ঘরের চালে শকুনী বসিয়াছিল। চতুর্থ একজনের গৃহে বিড়ালে কাঁদিয়াছিল। ইহারাও সকলে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া গ্রহাচার্য্যের শরণাপন্ন হয় এবং সেখানে ইহারা ঐ একই রকমের প্রতীকারোপদেশ পায়। কিন্তু এই যুগের মানুষ গ্রহ তৈরী করিয়া অনন্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। কিছুকাল পরে হয়ত

শুনিতে হইবে যে মঙ্গলগ্রহে একদা এত উন্নত শ্রেণীর মানবজাতি ছিলেন, যাঁহারা নকল গ্রহ উপগ্রহ তৈরী করিয়া অনন্ত শূন্যে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল অন্তঃসারহীন শূন্যগর্ভ গ্রহ কয়েক লক্ষ বছর ধরিয়া মহাশূন্যেই ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে এবং আজও তাহারা নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। যেই যুগে ভূত-বিজ্ঞান এত উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই যুগে অমঙ্গল নাশের জন্য তোমরা বিশ্বস্রষ্টার শরণাপন্ন না হইয়া গ্রহ-নক্ষত্রের শরণাপন্ন কেন হইবে, ইহা দুর্ব্বোধ্য।

পরমেশ্বরে অনুরক্ত হও। সকল প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, আশা, প্রত্যাশা ঐ একজনেতে সংলগ্ন কর, ঐ একজনকে সমর্পণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পত্র নং ১৯

(ধৃতং প্রেম্না, দ্বাত্রিংশতম খণ্ড)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৭শে পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ তাঁহার সামুদ্রিক গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, তোমার পত্নী শ্রীমতী—র গুরুতর ফাঁড়া আসিতেছে এবং তাহা কাটাইবার জন্য গ্রহশান্তি ও প্রবালরত্নাদি ধারণের প্রয়োজন, আর সেই জন্য একুশ টাকা খরচের প্রয়োজন, এসব সংবাদ শুনিয়া বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। এ দেশটাই সমগ্রতঃ গ্রহের ফেরে পড়িয়া আছে। নতুবা গ্রহাচার্য্যদের জীবিকার ব্যবস্থা কি করিয়া হইত? গৃহীতে আর সন্ন্যাসীতে মিলিয়া মানুষের ভবিষ্যদ্দর্শী পুরুষ-নারী এই ভারতে হয়ত দশ লক্ষেরও বেশী। নিজের ভবিষ্যৎ ইঁহারা কেহই গণনা করিয়া বাহির করিতে পারেন না কিন্তু ভয়াতুর সহজ-বিশ্বাসী সরল-চিত্ত মানুষ মাত্রেরই ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া ইঁহারা তাহাদের প্লীহা চমকিত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের গণনা-শাস্ত্র সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, না মিথ্যা একথা আমি বলিতে পারিব না। **কিন্তু গ্রহকে ভয় পাইও না, বিপদে ডরাইও না, ভবিষ্যৎ যতই বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকুক না কেন, ঘাবড়াইও না,—একথা বলিবার লোকই আজ দেশের প্রয়োজন।**

সুতরাং তোমরা গ্রহাচার্য্যের পিছনে একুশটী টাকা খরচ না করিয়া তাহা সমবেত উপাসনার দক্ষিণা রূপে ব্যবহার করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখানুভব করিলাম। যে সকল পূর্ব্বসংস্কার তোমাদের দুর্ব্বলতা ও দৈবনির্ভরতা কেবল বর্দ্ধন করিয়া চলিবে, আস্তে আস্তে তোমরা সেই সকল

পূর্ব্বসংস্কার পরিহার করিয়া যতটা সম্ভব কুসংস্কার-মুক্ত হও। কেননা, বিশ্বের সকলের সহিত মনে প্রাণে মিলিয়া যাওয়াই তোমাদের সাধনার পদ্ধতি। দুনিয়া-জোড়া লক্ষ লক্ষ কুসংস্কার মানুষের সহিত মানুষের সহজ মিলনকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে যতটুকু কুসংস্কারমুক্ত হইবে, সে অপরের সহিত মিশিতে তত যোগ্য হইবে।

একটী মাত্র পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া তোমরা পরমেশ্বরের সৃষ্ট সকল জীবকে তোমাদের অন্তরের সন্নিহিত কর। অন্যেরা বহুর পূজা করিতেছে দেখিয়া রুষ্ট হইও না, কিন্তু কি করিলে তাহারা একের পূজার জন্য অগ্রসর হইতে পারে, সেই বিষয়ে চিন্তা-চেষ্টা শুরু কর। তোমাদের লক্ষ্য হউক যুগপৎ আত্মগঠন ও জীবোদ্ধার। পত্রখানা মণ্ডলীতে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং ৫৩

(ধৃতং প্রেম্না, দ্বাত্রিংশতম খণ্ড)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩রা আষাঢ়, ১৩৮১

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। একেই ত' ছেলে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

রোগে কষ্ট পাইতেছে, তার উপরে আবার গ্রহাচার্য্য আসিয়া কোষ্ঠী দেখিয়া নানা রকম আতঙ্ককর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তুমি যে কি দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছ, ইহা ভাবিয়া আমার মনে এক কণাও স্বস্তি নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করি, গ্রহাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ মিথ্যা হউক। বস্তুতঃ ইঁহারা কাহারও ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন না, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা অসম্পূর্ণাঙ্গ বিদ্যা—জ্যোতিষ বিদ্যা—ইঁহারা বংশানুক্রমে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন এবং মানুষও প্রথারই দাস। ইঁহারা নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন না, এমতাবস্থায় পরের ভবিষ্যৎ বলিবেন কি করিয়া? ইঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া মনকে আতঙ্কে অধীর করিও না। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবানের নাম অবিরাম জপিয়া যাও, তোমার মঙ্গল তিনিই বিধান করিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পত্র নং ৬৩

(ধৃতং প্রেম্না, দ্বাত্রিংশতম খণ্ড)

হরিওঁ — মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে জানিয়া সুখী

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

হইলাম। তাহার নাম রাখিও "স্বাগত"। আমি তাহাকে সঞ্জীবনের এবং দীর্ঘ পরমায়ুর আশীর্ব্বাদ করিতেছি। জন্মকালের হিসাব অনুযায়ী পঞ্জিকাতে তাহার সম্পর্কে কুকথা বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি উদ্বিগ্ন হইয়াছ। রাশি, বর্ণ, দশা নক্ষত্র আদিরও এক প্রভু আছেন। সেই পরমপ্রভুর শরণাপন্ন হও, সব ফাঁড়া, সব বিপদ, সব আতঙ্ক কাটিয়া যাইবে। প্রেম সহকারে পরমমেশ্বরে নির্ভর কর, ভূতনাথের ভূত-প্রেতগুলিকে দেখিয়া ভয় পাইও না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পত্র নং ৩০

(ধৃতং প্রেম্না, সপ্তম খণ্ড)

হরিওঁ — কলিকাতা

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক শ্রেণীর লোকেরা ভীতিপ্রদর্শনের ভিতর দিয়া অজ্ঞান মানুষকে দৈবকর্ম্ম করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা-গ্রহণ কিন্তু অপর বা বৃহত্তর উদ্দেশ্য ঈশ্বর-বিমুখ মানুষকে তবু একটা উপলক্ষ্য করিয়া ভগবানের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

দিকে আকর্ষণ করা। প্রেমের প্রেরণায় ভগবানকে পূজা করে কয়জন? এই জন্যই ভীতির শাসনে ভগবানকে পূজা করিতে বাধ্য করার নীতি একদল লোক দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাহারাই আসিয়া বিশ্বস্রষ্টার পূজার পরিবর্ত্তে বিশ্বের কয়েকটা জড়পিণ্ড রবি, বুধ, মঙ্গল, শনি আদিকে পূজা করিতে তোমাদের প্ররোচনা দিতেছে। বিরাট পরমেশ্বরকে যাহারা বোঝে না, জানে না, তাহাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জ্বলন্তকায় এক একটা গ্রহ কম বিস্ময়ের জিনিষ নহে।

কিন্তু তোমার গ্রহপূজার প্রয়োজন নাই। শনি, বুধ, রাহু, কেতু আদি সকলে যাঁহার নির্দ্দেশে চলে, তুমি তাঁহার সাধন করিয়া অভয়মন্ত্র পাইয়াছ। অজ্ঞান শিশুর আরাধিত গ্রহ-নক্ষত্র তোমার আরাধ্য নহে। রবি, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতিরও যিনি আরাধ্য, তিনিই তোমার আরাধ্য। সুতরাং গ্রহাচার্য্যের বিচারে যদি তোমার পুত্রের বুধের বা রাহুর দশাই পড়িয়া থাকে, তবে তাহার প্রতীকারের জন্য একটী সমবেত উপাসনাই মা যথেষ্ট। অন্য দিকে বৃথা মন দিও না। অন্তরের সমস্ত প্রেমকে লগ্ন কর একমাত্র অখণ্ড-পরমেশ্বরে। সকল ভয়-ভীতি এবং তাহার কারণ ইহাতেই লয় পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা ছাড়িয়া ভগবানের পূজা কর

একজন সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিলেন,—আজ একে মঙ্গলবার, তাতে অমাবস্যা, আজকের দিনে যাত্রা করবেন স্বামীজী?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পণ্ডিতজী, গ্রহনক্ষত্রের ত' ভয় কচ্ছেন? তারা আবার না কোনো বিপদ ক'রে বসেন! কেমন, এই না?

পণ্ডিতজী সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রহনক্ষত্রেরা ত' আর নিজেদের ইচ্ছায় আপনার ইষ্টানিষ্ট কত্তে পারে না! তারা আবার আর একজনের হুকুম নিয়ে সব করে। তারই জন্য একই যাত্রায় পৃথক্ ফল দিতে বাধ্য হয়। কেমন, তাই না?

পণ্ডিতজী সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই যদি হয়, তবে চাকর-বাকরের অনুগ্রহ-বিগ্রহের দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে মনিবের অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে চলাই ত' ভাল। কেমন, তাই নয় কি?

পণ্ডিতজী বলিলেন,—আমরা আর ভগবানের নাগাল কোথায় পাই বলুন। এই জন্যই মনিব ছেড়ে গোলামের খোশামুদি কত্তে হয়।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—গোলামেরই বা নাগাল পাচ্ছেন কোথায়? গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ত' আপনার কাছ থেকে ঢের দূরে রয়েছে।

পণ্ডিতজী বলিলেন,—তবু চর্ম্মচক্ষে দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই কি? সবগুলি গ্রহনক্ষত্রকে দেখতে পান কি?

পণ্ডিতজী বলিলেন,—তা না দেখতে পেলেও গণিতের হিসাবে ধরতে পাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাই যদি হয়, তবে আসুন না, আমাদের হিসাবের বিদ্যাকে আরো একটু শানিয়ে নিয়ে খোদ ভগবানকে ধরবার চেষ্টা করি না কেন? চিরকাল শুধু গোলামের পূজা ক'রে কি লাভ হবে, একবার মনিবের পূজা করি। আসুন, আমরা ভগবানকেই ধ্রুবতারা করি, তাঁর দিকেই লক্ষ্য দেই, আকাশের জড়পিণ্ডগুলির দিকে নাই বা আর তাকালাম। নবগ্রহের পূজার জন্য কত মন্দিরই না হয়েছে, আর কত ভেটই না আমরা সেখানে দিয়েছি, কত প্রণামই না করেছি! আসুন না একবার তাঁদের কথা বিস্মৃত হ'য়ে স্বয়ং ভগবানকে একবার মানি, একবার ভেট দেই, তাঁকে একবার প্রণাম করি।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৭ম খণ্ড)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

গ্রহ-নক্ষত্র ধ্বংসশীল; ভগবান্ শাশ্বত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রহ-নক্ষত্রগুলির স্থায়িত্ব কয়দিনের? গ্রহের রাজা সূর্য্য, তার যে দিন দিন কি দুর্দ্দশা হচ্ছে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? প্রত্যহ সে তাপ দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শক্তিক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্যে ছোট হ'য়ে যাচ্ছে। হিসাবী পণ্ডিতেরা বল্‌ছেন যে, বছরে তার পরিধি আশী হাত ক'রে ক'মে যাচ্ছে। যে ভাবে তার বাৎসরিক ক্ষয় হচ্ছে, তাতে আজ সে যত বড় আছে, পঞ্চাশ লক্ষ বছর পরে সে তার আট ভাগের এক ভাগ হ'য়ে যাবে। ধীরে ধীরে একদিন সে দীপ্তিহীন, প্রভাহীন, শক্তিহীন হবে। এ শুধু অনুমানের কথা নয়। আকাশ খুঁজে খুঁজে এই রকম নির্ব্বাপিত সূর্য্য দুই একটা পাওয়াও গিয়াছে। এখন ভেবে দেখুন, এই সৃষ্ট জগতের যত গ্রহ আর যত নক্ষত্র, সকলের গতি ঐ এক। সকলেই পলে পলে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর ভগবান্? তাঁর সৃষ্টিও নেই, লয়ও নেই। তিনি নিত্যকাল আছেন, নিত্যকাল থাক্‌বেন। সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর গ্রহনক্ষত্রের প্রসন্নতার দিকে না তাকিয়ে, সেই শাশ্বত সনাতনের প্রসন্নতার দিকে তাকানই কি উচিত নয়?

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৭ম খণ্ড)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

পঞ্জিকা কতটুকু মানা উচিত

পণ্ডিতজী যুক্তিগুলি মানিয়া লইলেন কিন্তু চিরকালের সংস্কারের গায়ে একটু খোঁচা লাগিল বলিয়া যেন ব্যথিতও হইলেন। তিনি বলিলেন,—তা হ'লে আর পঞ্জিকা-প্রকাশের প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আছে বৈ কি? কোন্ দিন কোন্ তিথি, সে কথা লোকের জান্‌বার প্রয়োজন আছে। কবে যাত্রার দিন আছে, তা জানবার জন্য নয়, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে লোকের শরীর-স্বাস্থ্যের তারতম্য ঘটে। তাই, তার সঙ্গে মিল রেখে চল্‌বার জন্য তিথি জান্‌বার প্রয়োজন। ভগবানের কাজে যেদিন মন চলে, মানুষ সেদিনই যাত্রা কর্ব্বে, কিন্তু নিভৃত সাধনের জন্য অমাবস্যা আর সমবেত উৎসবের জন্য পূর্ণিমাকে বেছে নেবে। দীক্ষা মানুষ যে কোনো দিন নিতে পার্ব্বে, কিন্তু উৎসবটীকে মর্য্যাদা ও সুষমাসম্পন্ন কর্ব্বার জন্য বিবাহ, অন্নারম্ভ প্রভৃতি পূর্ণিমার দিনই হবে। জন্ম বা মৃত্যু মানুষের যে দিনে যে ক্ষণেই হোক, তাকেই পবিত্র হ'লে মেনে নিতে হবে, কারণ, স্বয়ং ভগবান্ নিজে বিচার ক'রে এই দিনটী বা ক্ষণটী নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। **বীজবপন, বৃক্ষরোপণ, ধান্যচ্ছেদন প্রভৃতি আকাশের অবস্থা দেখে হবে, পঞ্জিকার তিথি দেখে নয়। নববস্ত্রপরিধান হবে**

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

প্রয়োজন দেখে, জলাশয়ারম্ভ হবে আকাশ দেখে, ক্রয়-বিক্রয় বিপণ্যারম্ভ হবে মূলধন, আত্মপ্রস্তুতি ও বাজারের অবস্থা দেখে।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৭ম খণ্ড)

পঞ্জিকায় কি কি থাকা উচিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু তিথি-নক্ষত্র দিয়ে আর কতকগুলি বিধি দিয়ে বা নিষেধ ক'রে ছাপিয়ে দিলেই পঞ্জিকা হ'ল না। অথবা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, মুসলমান মহাপুরুষদের আবির্ভাব-তিরোভাবের সংবাদটুকু দিলেও হ'ল না। কোন্ তিথিতে কংসারি কৃষ্ণের মত মহাপুরুষ জন্মেছিলেন, কোন্ তিথিতে মহাদেবী দুর্গা মহিষাসুরকে মর্দ্দন করেছিলেন, তা দিলেও হ'ল না। এগুলি ত' চাই-ই, পরন্তু কোন্ তিথিতে ভীষ্ম চিরকৌমার ব্রত নিয়েছিলেন, কোন্ তিথিতে অর্জ্জুন উর্ব্বশী-প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কোন্ তিথিতে সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে রামের অনুগমন করেছিলেন, কোন্ তিথিতে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা মাথায় নিয়ে অযোধ্যা-শাসন সুরু করেছিলেন, কোন্ তিথিতে দধীচি অস্থিদান করেছিলেন, কর্ণ অতিথির জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্র বৃষকেতুকে বধ করেছিলেন, পুরু পিতার জন্য যৌবন-

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সুখত্যাগী হ'য়েছিলেন, একলব্য গুরুর জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিয়েছিলেন, উতঙ্ক গুরু-পত্নীর অন্যায় অনুরোধ কৌশলে এড়িয়েছিলেন, শিবি শরণাগতের জন্য নিজ অস্থিমাংস কেটে দিয়েছিলেন,—যত্ন ক'রে খুঁজে বের ক'রে সে সকলও পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত কত্তে হবে। শুধু তাই নয়, ভারতের পঞ্জিকায় আরও থাকা উচিত যে, সঙ্ঘমিত্রা কোন্ তিথিতে সিংহল যাত্রা করেন, কোন্ তিথিতে বাংলার জনগণ রাজা গোপালকে নির্ব্বাচিত করেন, কোন্ তিথিতে রাজা দাহিরের পত্নী, রাজা জয়পাল, রাণী পদ্মিনী ও সংযুক্তা হাস্‌তে হাস্‌তে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, কোন্ তিথিতে রাণা প্রতাপ তৃণ-শয্যায় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। পঞ্জিকায় থাকা উচিত, কোন্ তিথিতে শিবাজী মুল্লা আহমদের পুত্রবধূকে অমর্য্যাদা না ক'রে মাতৃবৎ সম্মানসহকারে তার শ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দেন, কোন্ তিথিতে মীরমদন আর মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন, কোন্ তিথিতে টিপু সুলতান মৃত্যু বরণ করেন, কোন্ তিথিতে "বন্দেমাতরম্" প্রথম উচ্চারিত হয়। পঞ্জিকাকে যদি লাভজনক ও লোভনীয় বস্তুতে পরিণত কত্তে হয়, তবে এই ভাবে তাকে সম্পাদিত কত্তে হবে। নতুবা শুধু হাঁচি-টিক্‌টিকির জুজুর ভয় দেখিয়ে পঞ্জিকা প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হ'তে পারে না, জান্‌বেন।

—(অখণ্ড-সংহিতা ৭ম খণ্ড)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

অখণ্ডবিধিমতে শুভবিবাহের পদ্ধতি

শ্রীবিগ্রহ

শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্র

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির আসন

কন্যা — বর

কন্যাকর্ত্তা — পরিচালক — বরকর্ত্তা

উপাসিকা বৃন্দ — উপাসক বৃন্দ

পরিচালকের শ্রীশ্রীবাবামণির আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা (দাঁড়াইয়া) ঃ

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব (শ্রীশ্রীবাবামণি) প্রবর্ত্তিত পবিত্র অখণ্ড বিধিমতে আজ এইখানে যে শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সেই অনুষ্ঠান শুরু করিতেছি।

কন্যাদাতার সম্মতি প্রার্থনা (দাঁড়াইয়া) ঃ—

আমি শ্রী......................এবং আমার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা................যৌথভাবে আমাদের কন্যা কল্যাণীয়া .... এর শুভ বিবাহ ....-নিবাসী শ্রীযুক্ত

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

.... মহাশয় এবং শ্রীযুক্তা...........মহাশয়ার পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান .... এর সহিত অখণ্ড আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া পবিত্র অখণ্ড-বিধিমতে সম্পাদন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি।

বরকর্ত্তার সম্মতি জ্ঞাপন (দাঁড়াইয়া) ঃ—

অখণ্ড আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া আমি শ্রী .... বরের অভিভাবক রূপে আপনার প্রস্তাব সর্বান্তকরণে গ্রহণ করিয়া পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত পবিত্র অখণ্ড বিধিমতে এই শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে সম্মতি প্রদান করিলাম।

পরিচালকের ঘোষণা (দাঁড়াইয়া) ঃ—

অদ্য .... ইং .... বাং................. বার .... পক্ষের .... তিথিতে ....-নিবাসী .... শ্রীযুক্ত .... মহাশয় অখণ্ড আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার..........................কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ....কে ....নিবাসী শ্রীযুক্ত ....মহাশয়ের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান ....-এর হস্তে সমর্পণ করিয়া অখণ্ড-বিধিমতে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করাইতেছেন। আমরা এই স্থানে উপস্থিত উপাসক, উপাসিকা এবং ভক্তপ্রাণ সজ্জনমণ্ডলী নব-দম্পতির চির শান্তিময় ও গৌরবোজ্জ্বল জীবন কামনা করিয়া পরম পবিত্র ওঙ্কার বিগ্রহ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির সম্মুখে সমবেত উপাসনায় উপবিষ্ট হইলাম।

(উলুধ্বনি/শঙ্খধ্বনি/অখণ্ড-সংহিতা পাঠ/সমবেত উপাসনা)

(নিম্নে উদ্ধৃত অখণ্ড-সংহিতা গ্রন্থের নির্ব্বাচিত অংশসমূহ হইতে দশ, পনেরো বা বিশ মিনিট পাঠ করিতে হইবে)।

বিবাহ একটী পবিত্র বন্ধন (অখণ্ড-সংহিতা, ষোড়শ খণ্ড)
বিবাহের উদ্দেশ্য (অখণ্ড-সংহিতা, ঊনবিংশ খণ্ড)
বিবাহে বিধাতার হাত (অখণ্ড-সংহিতা, ঊনবিংশ খণ্ড,)
আমার দৃষ্টিতে বিবাহ (অখণ্ড-সংহিতা, অষ্টাদশ খণ্ড)
বিবাহ ও ভগবৎ-সাধনা (অখণ্ড-সংহিতা, তৃতীয় খণ্ড)
বিবাহ কথার অর্থ (অখণ্ড সংহিতা, তৃতীয় খণ্ড)
বিবাহিত জীবনকে সার্থক করিবার উপায় (অখণ্ড-সংহিতা, তৃতীয় খণ্ড)

উপাসনান্তে অঞ্জলি প্রদানের পরে বর ও কন্যার হস্ত যুক্ত করাইয়া কন্যাদাতার সত্যপাঠ (উপবিষ্ট হইয়া) ঃ—

অদ্য................ইং............ ....বাংলা ....বার আমি শ্রী............................. আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী .... কে.......................... .... –নিবাসী শ্রীযুক্ত/স্বর্গীয়.......................... মহাশয়ের..................পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান.......................... এর হস্তে পরম পবিত্র

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

ওঙ্কার বিগ্রহ এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে সাক্ষী রাখিয়া, সমবেত সজ্জন মণ্ডলীর উপস্থিতিতে সম্প্রদান করিলাম।

(উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি)

বরের সত্যপাঠ (উপবিষ্ট হইয়া) ঃ—

অদ্য এই শুভ লগ্নে, ... –নিবাসী শ্রীযুক্ত/স্বর্গীয় .... মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্তা/স্বর্গীয়া....................... মহাশয়ার পুত্র আমি শ্রী................................, ...-নিবাসী শ্রীযুক্ত / স্বর্গীয়......................মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্তা/ স্বর্গীয়া...............মহাশয়ার কন্যা শ্রীমতী.....................কে পরম পবিত্র ওঙ্কার বিগ্রহ এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে সাক্ষী রাখিয়া সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে আমার ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম।

(উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি)

কন্যার সত্যপাঠ (উপবিষ্ট হইয়া) ঃ—

অদ্য এই শুভ লগ্নে ....-নিবাসী শ্রীযুক্ত/স্বর্গীয়..মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্তা/স্বর্গীয়া..মহাশয়ার কন্যা আমি শ্রীমতি........................., ...-নিবাসী শ্রীযুক্ত/স্বর্গীয়..মহাশয়ের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

এবং শ্রীযুক্তা/স্বর্গীয়া ....মহাশয়ার পুত্র শ্রী....................................কে পরম পবিত্র ওঙ্কার বিগ্রহ এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে সাক্ষী রাখিয়া সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে আমার পতিরূপে বরণ করিলাম।

(উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি)

অতঃপর উভয়ের **কাপড়ে গিঁট** দেওয়াইয়া **শ্রীবিগ্রহ সপ্তপ্রদক্ষিণ, মাল্য-বিনিময়, মুখচন্দ্রিকা** ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে করাইয়া পুনরায় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বসাইয়া **ললাটে চন্দন এবং সিঁদুর লেপন** করিতে হইবে।

(এই সময়ে সমবেত কণ্ঠে ব্রহ্মগায়ত্রীস্তব গীত হইবে সঙ্গে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি)

বিঃদ্রঃ—সপ্তপ্রদক্ষিণকালে কন্যা অগ্রে থাকিবে। মাল্য-বিনিময়ের সময়ে কন্যা অগ্রে মাল্যদান করিবে।

পরিচালকের ঘোষণা (দাঁড়াইয়া) ঃ—

অদ্য এই শুভ লগ্নে, শুভ পুণ্যতিথিতে পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্ত্তিত পবিত্র অখণ্ড বিধিমতে যে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল তাহা আমি.........................পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির পক্ষ হইতে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলাম।

কল্যাণীয় শ্রীমান...........................এবং কল্যাণীয়া

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

শ্রীমতী..-এর বিবাহিত জীবন চিরসুখময় ও চিরশান্তিময় হউক ইহাই পরমপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই ইহারা উভয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পরম সুখে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনের মাধ্যমে বিশ্বের সেবায় জগদ্ধিতার্থে নিজদিগকে যেন বিলাইয়া দিতে পারে।

(উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, পুষ্প ও লাজ বর্ষণ)

এরপর বর ও কন্যাকে পরিচালক এবং অভিভাবকবৃন্দের আশীর্ব্বাদ প্রদান।

বিবাহ-বিষয়ক শ্রীশ্রীবাবামণির কয়েকটি পত্র

বিবাহ একটী পবিত্র অনুষ্ঠান

"বিবাহ যে একটা অতীব পবিত্র অনুষ্ঠান, ইহা যে গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, কালীঘাটে গিয়া কালীমাতার পা-ছোঁয়ানো একটু সিঁদুর আনিয়া ক'নেটির সিঁথিতে লাগাইয়া দিলেই যে কেহ কাহারও স্ত্রী বা স্বামী হইয়া যায় না, এই বিষয়ে আমার মতামত সুস্পষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং দ্ব্যর্থতা-হীন। যেখানে যেখানে বড় বড় কালীবাড়ী আছে, যেখানকার কালীমাতার তীর্থখ্যাতি খুবই প্রবল, সেই সেই স্থানে কালীমন্দিরে ভালবাসায়

উন্মত্ত তরুণ-তরুণীরা গিয়া যে অনেক সময় ভিড় করে এবং জগতের কোনও আত্মীয়-কুটুম্বকে কিছুমাত্রও জানিতে না দিয়া হঠাৎ মায়ের পায়ের সিঁদুর দিয়া পতি-পত্নী হইয়া যাইবার খেলা করে, তাহার প্রতি শুধু আইনেরই কোনও সমর্থন নাই, তাহা নহে, লোকেও তাহাকে বৈধ বিবাহ বলিয়া গণ্য করে না। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের বিবাহ-অনুষ্ঠানটি একটি সুপ্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান, গুপ্ত শুধু দাম্পত্য জীবনটুকু। গোপনে বিবাহ করিয়া আসিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে চাহিলে সমাজ এই ব্যাপারে কোথাও চুপ করিয়া থাকে না, ধিক্কারই দেয়, কোথাও কোথাও প্রচণ্ড শাসনও করে। এই ধিক্কার-দানের, এই শাসন-করার সমাজের অধিকারও আছে। কারণ, সমাজরূপ বহুজনের সম্মিলিত শক্তিটি নানাভাবে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগুলিকে নিরন্তর রক্ষাই করিয়া আসিয়াছে। যাহাদের সমাজ ছিল না, জগৎ হইতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। যাহারা সমাজ বহির্ভূত হইয়া চলিবে, তাহাদেরও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রচুর।

"সুতরাং গোপনে যাহা করিয়াছ, করিয়াছ, কিন্তু তাহার সার্থকতা নাই। এখন প্রকাশ্যভাবে যাহাতে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পার তাহার জন্য সামাজিকবর্গের উপস্থিতিতে যাহা যাহা করণীয়, তাহা কর। কে কাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কে কাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার ফতোয়া আমার কাছ হইতে না নিয়া উভয় পক্ষের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

অভিভাবকদের নিকট হইতে নাও। কারণ, সমগ্র জীবন জুড়িয়াই তাঁহাদের অকুণ্ঠ, অবিমিশ্র, দ্বিধাহীন আশীর্ব্বাদ তোমাদের জীবনের এক পরম পাথেয় হইয়া থাকিবে। পাথেয় হাতে না নিয়া কেহ কি কখনো পথে নামে বাবা?

"কালীবাড়িতে গোপনে বিবাহ করিয়া আসিয়াছ, ঐ বিবাহকে আমি মানি না। ঐ বিবাহ তোমাদিগকে মিলনের পূর্ণ অধিকার দেয় নাই, দিতে পারে না। বিবাহটি যখন নিতান্তই প্রাক্-প্রণয়ের বাধ্যকর পরিশিষ্ট, তখন অখণ্ডমতেও এই বিবাহ করিতে পার না। অখণ্ডমতে বিবাহ এক মালিন্যহীন পবিত্র আদর্শের বিবাহ। তোমাকে কৌলিক প্রথানুসারেই বিবাহ করিতে হইবে, পুরোহিত ডাকিতে হইবে এবং উভয় পরিবারের আশীর্ব্বাদের মধ্য দিয়া সামাজিকবর্গের কতকাংশেরও উপস্থিতির মাধ্যমে কাজটি সারিতে হইবে।"

—ধৃতং প্রেম্না, ২৮শ খণ্ড, পত্র নং ৩৯

"উভয়পক্ষের অভিভাবকদের পূর্ণ সম্মতি যেখানে নাই, সেখানে অখণ্ডমতে বিবাহ বাঞ্ছনীয় নহে। অভিভাবক-স্থানীয় একজন কন্যা-সম্প্রদান করিবেন, এই প্রথা ভাল। কন্যা বরকে পতিরূপে এবং বর কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য তাহাদের মুখ দিয়া সর্ব্বসমক্ষে উচ্চারণ করাইয়া নেওয়া একেবারেই বাধ্যকর জানিবে। এই স্বীকৃতির পরিপোষক রূপে মাল্য-বিনিময়ও আবশ্যক। দুইজনের জীবন-পথ এক হইল, ইহার স্বীকৃতি-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ সাতবার প্রদক্ষিণ নিশ্চিতই

বাধ্যকর। ক'নের সিঁথিতে সিন্দূর দান কালে চতুর্দ্দিকে সকলে ব্রহ্মগায়ত্রীর মধুর মন্ত্রে আকাশ বাতাস মথিত করিবেন, ইহা একান্তই আবশ্যক,—কেন না, এ বিবাহ রাক্ষস-বিবাহ নহে, পৈশাচ-বিবাহ নহে, গান্ধর্ব্ব-বিবাহও নহে। ইহা ব্রহ্মানুগত দুইটি আত্মার মিলন-প্রয়াস।"

—ধৃতং প্রেম্না, ২৮শ খণ্ড, পত্র নং ২৩

"বিবাহের মত আনন্দজনক ব্যাপারে খাওয়া-দাওয়ার ও আমোদ-প্রমোদের প্রাচুর্য্য থাকা স্বাভাবিক? যাহার যাহা খাদ্য, সে তাহা খাইবে, ইহাতে বোধ হয় আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু অখণ্ডবিধানে বিবাহ হইবার পরে মটকীর পর মটকী বোঝাই মদ্যরস সমস্ত বাড়ীর আঙ্গিনা বাহিয়া চারিদিকে গড়াইতে থাকিবে, উন্মত্তের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া নারীপুরুষেরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবে, ইহা কি প্রকারে সমর্থন করা যাইবে?"

—ধৃতং প্রেম্না, ১০ম খণ্ড, পত্র নং ৭২

বিবাহের পূর্ব্বে রক্ত-পরীক্ষা

"তোমাদের সংস্কারে ও প্রথায় যতই আঘাত লাগুক, বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক যুবক এবং যুবতীর এইরূপ একটা বাধ্যকর পরীক্ষার আমি পক্ষপাতী, যার দ্বারা নির্দ্ধারণ হইয়া যাইবে যে, ইহাদের কাহারও রক্তে বংশনাশক উপাদান আছে কি না। যদি তাহা থাকে, তবে তাহার পূর্ণ সংশোধন করিয়া নিয়া তবে বিবাহ অনুমোদিত হইবে। দেশে যে এত লক্ষ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

লক্ষ অন্ধ, আতুর, বিকলেন্দ্রিয়, বিকৃতাঙ্গ বালক-বালিকার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহার প্রধানতম কারণ দূষিত রক্তের সংগুপ্ত বিষ। —(অখণ্ড-সংহিতা, ১৫শ খণ্ড)

বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষের পৌরুষের পরীক্ষা

"বিবাহার্থী পুরুষের আরও একটী বিষয়ে পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। স্ত্রীযন্ত্রের অপূর্ণতা বা অগঠিত অবস্থার দরুণ অনেক পুরুষ বিবাহ করিয়াও সেই স্ত্রীকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। এই বর্জ্জন-ব্যাপারে তাহারা চক্ষু-লজ্জার বা বিবেকের কোনও দায়ই রাখে না। ইহা অহরহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু স্বামীর জননাঙ্গের অপূর্ণতা জানিয়াও বহু নারী ইহাকে নীরবে সহ্য করিয়া নিতেছে। সীতা, সতী, সাবিত্রীর দোহাই তাহাদের সংস্কারের উপরে রাজত্ব করিতেছে, তাই তাহারা পুরুষ-হিসাবে-অগণ্য অঙ্গহীন স্বামীর সম্পর্কেও মুখের কথাটী উচ্চারণে অক্ষম। অনেকে ক্লীব স্বামীর সহস্র অত্যাচার ও অকথ্য ব্যবহার নিঃশব্দে সহিয়া যাইতেছে। বহু সংসার-সুখে-ইচ্ছুকা রমণীর এই ব্যর্থতার আর্ত্তনাদ বাতাস বাহিয়া আমার কর্ণে আসিয়া পৌছিতেছে। তাই আমি মনে করিতেছি যে, বিবাহের পূর্ব্বেই প্রত্যেক পুরুষের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে যে, তাহার বিবাহ করিবার দৈহিক যোগ্যতা এবং নৈতিক অধিকার আছে কি না। নারী

অহরহ বিনা দোষেও পরিত্যক্তা হইতেছে, সুতরাং তাহার দোষ থাকিলে তার জন্য কাহারও মাথা ঘামাইবার দরকার নাই, স্বামী নিজের গরজেই তাহাকে বিদায় দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে। কিন্তু পুরুষের দোষে নারীর জীবন একান্ত দুঃসহ হইলেও সে সম্ভ্রম-বোধে জলাঞ্জলি দিয়া, লজ্জা-সরমে ডালি দিয়া প্রতীকার-প্রার্থিনী হইতে পারে না, হইলেও তাহাতে নট্‌খটি প্রচুর। এই কারণেই বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষের শারীর-যন্ত্রের ক্ষমতা-অক্ষমতার সুপরীক্ষা সরকার হইতে বাধ্যকর হওয়া প্রয়োজন।

"ইহার ভিতরে ভয় পাইবার কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। পুরুষের ডাক্তারী পরীক্ষা এমন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার নহে, যাহা সম্পর্কে আতঙ্ক থাকা সঙ্গত। পরীক্ষিতব্য যুবকের নৈতিক চরিত্রের অবমাননা করিয়া কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংসারী মানবের প্রয়োজনীয় দৈহিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ কি না ইহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন হইতেই অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে, অঙ্গহীন বা শক্তিহীন কপটাচারী স্বামীদের দ্বারা যে রূপ অধিক সংখ্যায় সংসারী রমণীরা প্রবঞ্চিত হইতেছেন, তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ ঠেকিলেও বিবাহার্থী পুরুষ-মাত্রেরই এইরূপ পরীক্ষার অত্যাবশ্যকতা প্রমাণিত হইতেছে। —(অখণ্ড-সংহিতা, ১৫শ খণ্ড)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

শ্রাদ্ধ কি? শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা

"নামে বিশ্বাসী ব্যক্তির শ্রাদ্ধে বিশ্বাস থাকা স্বাভাবিক। মৃতের আত্মার কথা স্মরণ করিতে করিতে বারংবার পরমেশ্বরের পরম-সত্ত্বাকে হৃদয়-মধ্যে জাগরূক করিয়া দেয় যে সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান, তাহারই নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠানটির দ্বারা বিদেহী আত্মার যে অনির্ব্বচনীয় শান্তি হয়, তাহা আমি বিশ্বাস করি। পরেশবাবু যদি বিশ্বাস না করেন, নরেশবাবু যদি বিদ্রূপ করেন, হরেশবাবু যদি হাসিয়া উড়ান, তাহা হইলেও আমি বলিব শ্রাদ্ধের সুফল আছে। মৃত আত্মার কাছে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভব হইবে না, অতএব পর-জগতের কথা নাই-ই তুলিলাম, কিন্তু ইহ-জগতের যাহারা শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিল, তাহাদের চিত্ত কি এই সাক্ষ্য দিবে না যে, শোকভার নিশ্চয়ই লঘু হইয়াছে? যে বাড়ীটা কালও সারাদিন-রাত অন্ধকার এক শোকের পুরী ছিল, আজ সে বাড়ীটা অস্ফুট উল্লাসে গমগম করিতেছে। কাল যেখানে ছিল কেবল কালি-গোলা জল, আজ সেখানে শুভ্র-বস্ত্রাচ্ছাদন পড়িয়াছে। শ্রাদ্ধের এই লৌকিক সার্থকতাটুকু কি কম?

"সুতরাং পৃথিবীর যে মতেই শ্রাদ্ধ কর, আমি অনুষ্ঠানটিকে সফল মনে করি। তবে, দুই রকমের রীতি এক সঙ্গে করিয়া জগাখিচুড়ী পাকাইও না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭শ খণ্ড, পত্র নং ৫১)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

"শ্রাদ্ধ কার্য্যের দ্বারা পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ, কর্ত্তব্যবোধ সূচিত হয়। এই কারণে প্রত্যেকের শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত,—যে যেই প্রথাতে ভাল মনে করে, সে সেই প্রথাতেই করুক।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৭শ খণ্ড, পত্র নং ৪৫)

অপমৃত্যুতে শ্রাদ্ধ

"কেহ ট্রেনে কাটা পড়িয়াছে বলিয়া কেন তাহার শ্রাদ্ধ হইবে না ? কেহ ঘৃণিত ব্যাধিতে মরিয়াছে বলিয়া কেন তাহার শ্রাদ্ধ হইবে না? কেহ রেলে কাটা পড়িয়াছে, কেহ সর্পদংশনে ঢলিয়াছে, কেহ ডাকাতের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ উদ্বন্ধনে ঝুলিয়াছে বলিয়াই তাহার শ্রাদ্ধ কেন হইবে না? যে কেহ মরিল, তাহারই প্রতি জীবিতদের দয়া, মমতা, অনুকম্পা, সহমর্ম্মিতা থাকা উচিত।"

"শ্রদ্ধাই শ্রাদ্ধের প্রাণ, যে বিধিমতেই কর, শ্রাদ্ধ করিবেই।

"ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী সংস্কারাচ্ছন্ন মন আত্মহত্যাকারীর জন্য শ্রাদ্ধের বিধান দেয় নাই। ভগবান যখন যাহার মৃত্যুর জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তখনই তাহার মৃত্যু হয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়া অসির আঘাত করিতে চাহিলেও ইহা আমরা ছাড়ি নাই। কারণ ইহা

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

আমাদের অন্তরে শান্তি দেয়। তবে কেহ নিজের ইচ্ছায় অন্যায্য ভাবে শরীর-পাত করিলে তাহার জন্য অবশ্যই দুঃখ স্বাভাবিক। কিন্তু যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য চিরকালই শোক করা চলে না, উচিতও নহে। সেই শোক অপনোদনের পক্ষে শ্রাদ্ধ একটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ভেষজ। অবিলম্বে সমবেত উপাসনার দ্বারা অখণ্ডমতে তাহার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার ব্যবস্থা কর।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ১০ম খণ্ড, পত্র নং-৩)

শ্রাদ্ধে শিবা ভোগ

"শ্রাদ্ধোপলক্ষে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আহারীয় সাজানো অখণ্ডমতে প্রয়োজনীয় নহে। *** জীবিতাবস্থায় মৃত ব্যক্তি যাহা যাহা ভালবাসিতেন, তাহা সাজাইয়া গাভীকে, শিবাকে বা বিহঙ্গমদিগকে উৎসর্গ করিবার রীতি কোথাও কোথাও আছে। যাহার যে রীতি অনুসরণ করিবার, করুক, অখণ্ডদের ইহা নিয়া কাহারও সহিত কলহ নাই। অখণ্ডমতে ইহা আবশ্যক নহে। মৃতের প্রিয়খাদ্যগুলি নিরন্ন নিরাশ্রয়কে দান করিলে অবশ্য তাহা প্রশস্যতর হইবে।

"মৃত ব্যক্তি জীবৎকালে হয়ত নিতান্ত অখাদ্য বা অমেধ্য বস্তু খাইতে পছন্দ করিতেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে তাহা উৎসর্গ করিতে বোধ হয় নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কুণ্ঠিত হইবেন। *** এক

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

জন মদ্যপায়ীর মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধীয় ভোজ্যপানীয়ের মধ্যে মদিরা রাখা সঙ্গত হইবে কি?

শ্রাদ্ধ একটা সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান, যাহার সদ্যঃ সুফল শোক-ভার-বিলুপ্তি। এ কার্য্যে সাত্ত্বিকতা সর্ব্বাংশে রক্ষিত হওয়াই উত্তম।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৭শ খণ্ড, পত্র নং ৪৫)

বার্ষিক শ্রাদ্ধ

"বার্ষিক শ্রাদ্ধ এক বৎসর পার হইবার পর যে কোনও দিনে, যে কোন বারে, যে কোন তিথিতে করিতে পার, আমাদের মতে ইহাই প্রথা। শাস্ত্র-মতে যাহারা কাজ করিবে, তাহারা পুরোহিত মহাশয়ের পরামর্শ নেউক।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭শ খণ্ড, পত্র নং ৫১)

অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পদ্ধতি

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁহার প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালীতে লিখিয়াছেন যে, "একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, গাত্রহরিদ্রা, দ্বিরাগমন, গর্ভাধান, সাধভক্ষণ, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ,

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

শান্তিস্বস্ত্যয়ন সকলই একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে।”

ইহা কোনও আদেশ-বাক্য নহে কিম্বা বাধ্যকর কোন বিধান নহে। ইহা ভবিষ্যৎবাণী মাত্র।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের আড়াই বৎসরব্যাপী মৌনব্রত কালে আপনা-আপনি নানাস্থানে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনার মাধ্যমে হইতে থাকে। তিনিও তাহা অনুমোদন করেন।

বর্ত্তমানে নানাস্থানে অখণ্ডমতে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি হইতেছে। অখণ্ডমতে বিবাহের পদ্ধতি এই পুস্তকের ৯১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। অবগত্যর্থীদের জন্য নিম্নে শ্রাদ্ধবিধান লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পূর্ব্বদিবস মস্তক মুণ্ডন করিবেন। পরদিন প্রাতে অন্যান্য ভক্ত পরিজনসহ হরিওঁ নগর-সংকীর্ত্তন করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধাধিকারীগণ বিগ্রহ প্রণাম করিয়া প্রথম সারিতে মধ্যস্থলে উপবেশন করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের আসনের ঠিক পিছনেই তাঁহাদের আসন থাকিবে এবং তাহার পিছনের সারি হইতে অন্যান্যেরা সুশৃঙ্খলভাবে উপাসনায় বসিবেন। চিত্র দ্বারা বিষয়টা পরপৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া দেখান হইল।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

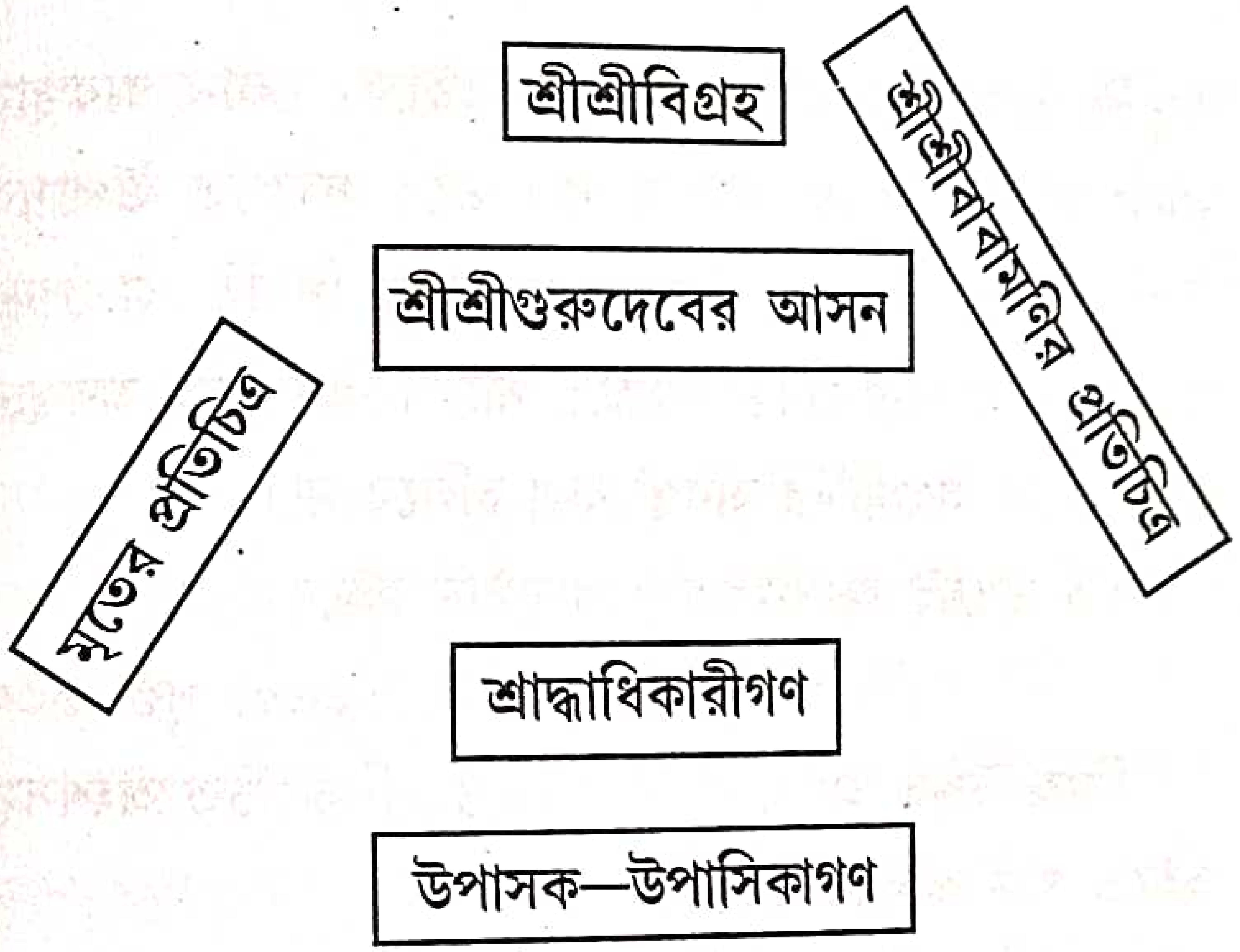

উপরিলিখিত ভাবে বসিয়া উপাসনান্তে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ প্রথমে অঞ্জলির পুষ্প শ্রীবিগ্রহে অর্পণ করিবেন। তৎপর অন্যান্যেরা যথারীতি সুশৃঙ্খলভাবে অঞ্জলি দিবেন।

তৎপর প্রসাদ গ্রহণান্তর দিবসব্যাপী হরিওঁ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যায় অঞ্জলি দানান্তে উৎসব-সমাপন। হরিওঁ-কীর্ত্তন দিবসব্যাপী করিবার অসুবিধা থাকিলে বিকালে বা সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া অঞ্জলি দানান্তে উৎসব-সমাপন হইবে।

দিবসব্যাপী কীর্ত্তন চালাইবার মত উপযুক্ত সংখ্যক লোকের অভাব হইলে বাকী সময়টুকু অখণ্ড-সংহিতা পাঠ চলিতে পারে। তবে উৎসব সমাপ্তিতে কীর্ত্তন ও অঞ্জলি থাকিবেই।

উপাসনা বা কীর্ত্তনের সময় ফল, মূল, খৈ, মোয়া, সন্দেশ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

প্রভৃতি দ্বারাই নৈবেদ্য সাজাইতে হইবে। কোন অবস্থায়ই রন্ধন-সামগ্রী দেওয়া চলিবে না। তবে সমাগত উপাসক-উপাসিকাগণ ও স্বজন-ভোজনের জন্য খিচুড়ি বা পক্কান্ন ব্যঞ্জনাদির আলাদা ব্যবস্থা থাকিতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই মদ্য, মাংস, মৎস্যাদির ব্যবস্থা করা চলিবে না।

এই ভাবেই অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইবে।

—(প্রতিধ্বনি, কার্ত্তিক, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ৯৩০)

নিম্নে উদ্ধৃত অখণ্ড-সংহিতা গ্রন্থের নির্ব্বাচিত অংশসমূহ হইতে পাঠ করিতে হইবে।

মৃত্যু ও পবিত্র জীবন	(অখণ্ড-সংহিতা, ষষ্ঠ খণ্ড)
মৃত্যু ভয়ের কারণ	(অখণ্ড-সংহিতা, ষষ্ঠ খণ্ড)
মৃত্যুর স্বরূপ	(অখণ্ড-সংহিতা, ষষ্ঠ খণ্ড)
জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সমভাব	(অখণ্ড-সংহিতা, ষষ্ঠ খণ্ড)
মৃত ব্যক্তির মঙ্গলার্থ জপযজ্ঞ	(অখণ্ড-সংহিতা, দশম খণ্ড)
জীবন অনিত্য	(অখণ্ড-সংহিতা, চতুর্দ্দশ খণ্ড)
জীবনের শেষ দিন	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
কে জানে ভাই চখ্ বুজিবার	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
মৃত্যু ও নিশ্চিন্ত নির্ভর	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
মৃত্যুতে ভয় কেন	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
প্রেমিকের চক্ষে জীবন ও মৃত্যু	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
মৃত্যুর পর	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)

দেহ আর তুমি এক নও	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
দেহাবসান ও আমিত্ব	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
মৃত্যু তোমার শুন্‌বে কথা	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
মৃত্যু-জয়ের উপায়	(অখণ্ড-সংহিতা, পঞ্চদশ খণ্ড)
মৃত্যু ও শোক	(অখণ্ড-সংহিতা, অষ্টাদশ খণ্ড)
মৃত্যুকে পরাজিত কর	(অখণ্ড-সংহিতা, একবিংশ খণ্ড)
শ্রাদ্ধান্ন	(অখণ্ড-সংহিতা, দ্বাবিংশ খণ্ড)
মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি	(অখণ্ড-সংহিতা চতুর্ব্বিংশ খণ্ড)
সার্থক প্রাণদানের শিক্ষা	(অখণ্ড-সংহিতা চতুর্ব্বিংশ খণ্ড)
পরলোক প্রস্থিতের প্রতি কর্ত্তব্য	(অখণ্ড-সংহিতা চতুর্ব্বিংশ খণ্ড)

শ্রাদ্ধকার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য

পাণ্ডু (আসাম)-নিবাসী শ্রীগুরুপদ নাগকে শ্রীশ্রীবাবামণি ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ তারিখে ধলাই বাজার হইতে লিখিলেন,—

"যে-কোনও প্রথানুসারেই হউক না কেন, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রত্যেক সন্তানেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। আমার ত' মত এই যে, প্রথার বিভিন্নতার জন্য পরলোকগত আত্মার শান্তির ব্যাঘাত হয় না। অনাদি অতীত কালে আমাদের দেশে কি প্রথা প্রচলিত ছিল, আমরা জানি না। জানিবার মত ঐতিহাসিক উপকরণ এখনো অনুসন্ধানরত মনীষীদের হাতে আসে নাই। কিন্তু প্রচলিত শ্রাদ্ধ-কাণ্ডের মন্ত্র ও আচরণ সমূহ অনুধাবন করিলে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সুস্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, আত্মপ্রসারশীল আর্য্য জাতি নানা অঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে ঐ ঐ অঞ্চলের আদিবাসী অনার্য্যদের কাছ হইতে কিছু কিছু আদিম প্রথা ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। প্রচলিত প্রথার শ্রাদ্ধের মধ্যে আবার এমন উচ্চ তত্ত্বপূর্ণ-মন্ত্র সমূহের সমাবেশ আছে, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রাদ্ধকে নিতান্তই একটা লোক-সংস্কারের সস্তা ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। যে যেই প্রথাতেই শ্রাদ্ধ করুক, সকলেরই শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য এক। এই কারণেই স্মার্ত্ত-প্রথার শ্রাদ্ধকে আমি নিন্দা করি নাই। এই জন্যই অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ আপনা আপনি প্রচলিত হইয়া পড়িলে তাহাতে আমি বাধাও সৃষ্টি করি নাই। যে-প্রথাতেই হউক, পুত্র-কন্যার কর্ত্তব্য হইতেছে পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ করা।”

—(প্রতিধ্বনি, চৈত্র, ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ১১১২)

শ্রাদ্ধের তাৎপর্য্য

বিগত ২০শে বৈশাখ কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি কোলাঘাট-নিবাসী শ্রীদুলালরতন ঘোষকে লিখিলেন,—

“পিতামাতার চরিত্রের সদ্‌গুণসমূহের চিন্তা করিয়া নিজের জীবনে সেই সকল সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটুক, এই সঙ্কল্প নিয়া তাঁহাদের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দৈবকর্ম্মাদি সমাপনের নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ কেবলই একটা সামাজিক প্রথামাত্র নহে, ইহা শোকাপনোদনের জন্য মনস্তাত্ত্বিক শুচিতাপ্রদ এক অমোঘ উপায় এবং আত্মপরীক্ষণ তথা আত্মসংযমনের দ্বারা নিজের ভিতরে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

পূর্ব্বপুরুষগণের সাধনাকে সিদ্ধিমন্ত করিবার জন্য এক দুর্ব্বার সঙ্কল্প। প্রথাগত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে না দেখিয়া শ্রাদ্ধকে এক আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের আরাধনা বলিয়া জ্ঞান করিও। যে যে-ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে আনন্দ পায়, তাহার সেই ভাবে করাই সঙ্গত। সকল মতের শ্রাদ্ধেই কুশল সমান, যদি অন্তরের শ্রদ্ধা সুগভীর হয়।”

—(প্রতিধ্বনি, আষাঢ়, ১৩৭০, পৃষ্ঠা-২২৯)

অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ

ত্রিপুরার অন্তর্গত বাগমা-নিবাসী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সরকার বিগত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ তারিখে জানাইয়াছেন,—

“আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব বিগত ২৮শে বৈশাখ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ-কল্পে শ্রাদ্ধকার্য্য অখণ্ড-মতে সমবেত উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা করা হইয়াছে। পিতার আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রীশ্রীবাবামণির অপার আশীর্ব্বাদ কামনা করিতেছি।”

উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা হইতে ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭০ তারিখে লিখিলেন,—“শ্রাদ্ধ-মাত্রেই পরলোকপ্রস্থিতের আত্মার শান্তিকর, তৃপ্তিকর ও আনন্দদায়ক। শ্রাদ্ধ যে-মতেই করিয়া থাক বা কর, তাহার শুভফল এক। অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ করিয়া তুমি অখণ্ড-পন্থের প্রতি তোমার অন্তরের অকপট শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছ। আমি তোমাদিগকে অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছি বলিয়াই যে প্রতিজনকে অখণ্ড-মতেই বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি করিতে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

হইবে, এমন কোনও বিধিবদ্ধ আদেশ আমি দেই নাই। অখণ্ড-মতে কাজ করিতে যাহাদের আনন্দ, তাহারা এই মতেই কাজ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। প্রচলিত মতে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অনেকের মনের পূর্ণ সায় থাকে না। কারণগুলি বহু। প্রথমতঃ পুরোহিতের দৌরাত্ম্য। দ্বিতীয়তঃ যে সকল দেবদেবীতে যজমানের ভক্তি বা বিশ্বাস নাই, তাহাদের বাধ্যকর অর্চ্চনা। তৃতীয়তঃ সামাজিক নানা রকমের বাধা-নিষেধের যন্ত্রণা। আরও কত কি কারণ থাকিতে পারে। **যে-কোনও কারণেই হউক, যাহার প্রচলিত মতে বিশ্বাস নাই, সে কি পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ করিবে না? অবশ্যই করিবে। তাহাদের জন্য অখণ্ড-মত প্রশস্য।** তুমি সেই প্রশস্য পথ বাছিয়া নিয়াছ। আমি তোমার পিতার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, তারিখে কাছাড় মেহেরপুর-নিবাসিনী শ্রীমতী সুভাষিনী ধর জানাইয়াছেন,—"বিগত ২৩শে বৈশাখ, ১৩৭০, আমার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য অখণ্ড-মতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাতার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।"

ইহার উত্তরে বিগত ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭০ তারিখে শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা হইতে লিখিলেন,—"**অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ অখণ্ডগণের পক্ষে প্রশস্য শ্রাদ্ধ। সাধন-ভজন করিব এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আর স্মরণ লইব নানাবিধ একাল ও সেকালের দেবদেবীর, ইহা স্বতোবিরোধী হইয়া থাকে।** তবে, অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যাপারে

আত্মীয়-স্বজন ও হিতৈষী বান্ধবদের বাধা থাকিলে কৌলিক মতেও কাজ চলিতে পারে। কালক্রমে দেশের লোকের মনের পরিবর্ত্তন হইবে, মতেরও রূপান্তর আসিবে। তখন বিনা বাধাতেই শত শত স্থানে বিবাহ ও শ্রাদ্ধকার্য্য অখণ্ড-মতে হইতে থাকিবে। ইহা আমার ভবিষ্যদ্বাণী,—নির্দ্দেশ বা আদেশ নহে। সমাজের সহিত বৃথা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই, সমাজ আপনা আপনি অখণ্ড-মতের অনুকূল হইবে। যাহা সুনিশ্চিত হইবে জানি, তাহাকে জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে কেন?"

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা-৪০৪)

"সমবেত উপাসনার দ্বারা অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ করিলে প্রত্যেক যোগদানকারীর কোনও কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু অর্ঘ্য-স্বরূপ সঙ্গে করিয়া নিয়া আসা উচিত। কারণ, একটি লোকের শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা অনন্ত কোটি পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার শান্তি চাহিতেছি।

"অশৌচ-সম্পর্কে আমাদের ধারণা যুগোপযোগী। **মৃতদেহ দাহান্তে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধাধিকারীগণ ব্যতীত অপর সকলের অশৌচ-মুক্তি ঘটিল।** শ্রাদ্ধীয় উপাসনায় বসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাদ্ধাধিকারীদের অশৌচ-মুক্তি ঘটিল।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭ খণ্ড, পত্র নং ৫১)

"মৃতদেহ-দাহান্তে স্নান সারিলেই যে কোনও স্থানে সমবেত উপাসনায় যোগ দেওয়া যায় বা অঞ্জলি দান চলে কিন্তু শ্রাদ্ধীয়

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

কর্ত্তব্য সমাপনের পূর্ব্বে কোথাও উপাসনার ভোগনৈবেদ্য স্পর্শ করিতে যাইও না। শ্রাদ্ধাধিকারী শ্রাদ্ধের পরে ইহা করিবে। ইহা সদাচার বলিয়া জানিবে।”

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২৮)

পত্র নং ১৫

(ধৃতং প্রেম্না, পঞ্চবিংশ খণ্ড)

হরিওঁ

বারাণসী

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পিতৃবিয়োগে আমার সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাইতেছি।

ব্রাহ্মণের কেন একাদশাহে শ্রাদ্ধ আর শূদ্রের কেন ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ, এই প্রশ্ন করিয়াছ। মৃত্যুর পর সকলেই শোকাহত হয়। ব্রাহ্মণরা জ্ঞানী, অল্পদিনেই শোক দূর হয়। শূদ্রেরা অজ্ঞান, দীর্ঘকাল শোক থাকে। শ্রাদ্ধের ন্যায় অনুষ্ঠান অশোক অন্তরে করা উচিত। খুব সম্ভবতঃ এই সব কারণেই ব্রাহ্মণের এবং শূদ্রের শ্রাদ্ধকালের সময়ের ব্যবধান ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। অশৌচ-কালের দীর্ঘতারও ইহাই কারণ হইতে পারে। অথবা শৌচ-সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহাদির পবিত্রতা-সাধন স্বল্প-সময়-সাপেক্ষ বিধায় অশৌচ-কাল সংক্ষিপ্ততর হইয়াছে। আজকাল এক মাস ধরিয়া অশৌচপালন অধিকাংশ শূদ্রসন্তানের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

কাম্য নহে বলিয়াই অখণ্ডমতে একাদশাহে ইঁহারা শ্রাদ্ধ করিতে চাহেন, তোমার এই ধারণা ঠিক নহে। অখণ্ডমতের শুদ্ধতাই অনেক চিন্তাশীল মানব-মানবীকে অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উৎসাহিত করিতেছে। অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহ মন্ত্রতন্ত্রের জটিল-গ্রন্থি-মুক্ত এবং আর্থিক দিক দিয়াও তাহা স্বল্প-ব্যয়-সাপেক্ষ।

পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়াছেন স্মৃতি শাস্ত্র। কিন্তু জ্যেষ্ঠ-কণিষ্ঠ-নির্ব্বিশেষে সকল পুত্রই যদি শ্রাদ্ধ করেন, তবে তাহাতে প্রত্যবায় হয় বলিয়া আমার মনে হয় না।

পুত্র পিণ্ড না দিলে পিতামাতার আত্মিক শান্তি হয় না, ইহা দেশ-প্রচলিত বদ্ধমূল সংস্কার। কিন্তু যাহার পুত্র নাই, তাঁহার উদ্দেশ্যে যে-কেহ পিণ্ডদান করিতে পারেন, ইহাও বিধি রহিয়াছে। পিণ্ড বস্তুটা কিছুই নহে। বস্তু হিসাবে তাহার কোনও মূল্য নাই। কিন্তু পিণ্ডদাতার অন্তরের গভীরে পিতৃ-মাতৃ-আত্মার শান্তি-সঞ্জননের যে আকুতি রহিয়াছে, উহাই আসল কথা। প্রথা হিসাবে পিণ্ডদানকে কেহ হয়ত অপ্রচলিত যুগের একটা অনাবশ্যক ভগ্নাংশ বলিয়া মন্তব্য করিতে পারেন কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে অনুভবটুকু রহিয়াছে, তাহা অনবদ্য।

তুমি অপুত্রক বলিয়া, তোমার একথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই যে, মৃত্যুর পরে তোমার আত্মার শান্তি হইবে না। ভীষ্মের পুত্র ছিল না। তাঁহার আত্মা অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিয়া

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

রহিয়াছে। এই আত্মার শান্তিভঙ্গ করিবে কে? ঈশ্বর-চিন্তনে নিজেকে আহুতি দিলে নিতান্ত অবনত আত্মারও উদ্ধার হইয়া যায়। নিয়ত ঈশ্বর চিন্তন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পত্র নং ২৭

(ধৃতং প্রেম্না, সপ্তম খণ্ড)

হরিওঁ কলিকাতা
১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি লিখিয়াছ, তোমার স্বর্গীয় পিতামাতা প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণের গয়াধামে শ্রাদ্ধাদি করা সত্ত্বেও এতদ্দেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যবস্থানুযায়ী অদ্যাবধি পিতামাতার পিণ্ডাদি সহ প্রতি বৎসর শ্রাদ্ধ এবং পিতৃপক্ষে তর্পণাদি করতঃ মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছ। কিন্তু তুমি আমার নিকটে অখণ্ড দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, এখন তোমার কর্ত্তব্য কি?

বৎসর বৎসর পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিবে। যাহারা উহাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের উহা করাই উচিত। যাহাদের উহাতে বিশ্বাস নাই, তাহারা সমবেত উপাসনার দ্বারা পিতৃগণের

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

শ্রাদ্ধ বৎসর বৎসর পালন করিবেন। আমি কাহারও বিশ্বাস-ভঙ্গ করিতে আসি নাই কিন্তু যাহারা প্রথাগত শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকে একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন দিতে চাহি। সেই অবলম্বন হইতেছে সমবেত উপাসনা।

প্রচলিত বিশ্বাস এই হইতেছে যে, গয়াধামে শ্রাদ্ধ হইলে মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব ঘুচিয়া যায় এবং তিনি স্বর্গধামে গমন করেন বা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। কিন্তু গয়াধামে শ্রাদ্ধ হইবার আগে যে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে কি তাহা হইলে তাঁহার প্রেতত্ব ঘোচে নাই, মুক্তি হয় নাই? এই প্রশ্নটীও স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিবে। যদি মৃতান্তিক শ্রাদ্ধে আত্মার মুক্তি না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পরে ঘটা করিয়া সেই শ্রাদ্ধটী করিবার আবশ্যকতা কি? সেই অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ গয়ায় গিয়াই কেন করা হয় না?

গয়া পৃথিবীর অন্য অসংখ্য স্থানের ন্যায় একটি স্থান মাত্র। স্থানে মুক্তি নাই, মুক্তি মনে, এইস্থানে গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ ইহয়াছিল বলিয়া সকলকে এখানেই আসিয়া একবারের জন্য হইলেও পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে, শ্রদ্ধাসঞ্জাত এই বিধি একদা কাহারও মনে জাগিয়াছিল। পুরোহিত সম্প্রদায় তাহাকেই নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বজনের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন যে, এখানে আসিয়া একটী বার পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ না করিলে পিতামাতার আর মুক্তি

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

নাই। যাহা ছিল hero-worship বা বীরপূজা, তাহাই শেষে ভীতির শাসনে পরিণত হইল। কিন্তু আসল কথা হইল মনটীকে লইয়া। **পিতৃমাতৃগণের প্রতি প্রেমিক মন লইয়া যেখানে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিবে সেখানেই তাঁহারা ইহার শুভফল পাইবেন। এই জন্য গয়াকে পেটেন্ট করিয়া রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই।** আধুনিক মন গয়ায় গিয়া পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয় না, পাণ্ডার উৎপীড়নের সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া দিবা রাত্রিতে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াই মাত্র থাকে। যাহা চলিতেছে, তাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা বিভীষিকার রাজত্ব, অশরীরী ভয় দিয়া শরীরী যজমানকে কাবু করিয়া তাহার রুধির-শোষণের চেষ্টা।

গয়াতেই সব চুকিয়া গেলে, জন্ম, মৃত্যু বিবাহাদি উপলক্ষ্য করিয়া যে পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজ-মধ্যে সসম্মানে বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের দিন চলার ব্যাঘাত হইতে পারে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেও গয়াশ্রাদ্ধের পরে পুনরায় বৎসর বৎসর পিণ্ডদানের প্রথাটীকে চালু রাখা হইয়াছে। চালু রাখার অন্যতম কারণ হইতেছে, পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। দুইটী কারণ পরস্পরের সহিত এমন ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে, কোনটীর প্রাধান্য চলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এগুলি কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানের ধার ততটা ধারে নাই, যতটা সম্মান করিয়া চলিয়াছে প্রথাকে। একটী কুলপ্রথার উপরে আর একটী কুলপ্রথা, একটী লোকপ্রথার উপরে আর একটী লোকপ্রথা

চাপাচাপি ঠাসাঠাসি করিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া কেবল পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। কেন এই পুঞ্জায়ন, জ্ঞানকে আসিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বা এই প্রশ্নের জবাব দিতে অবসর দেওয়া হয় নাই। এই ভাবেই অতি আদিমকালের প্রথাংশের সহিত অতি আধুনিক প্রথাংশ সমূহ জড়াইয়া মিশাইয়া এক অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে আচার আছে বিচার নাই, নিয়ম আছে লক্ষ্য নাই, কর্ম্ম আছে মর্ম্ম নাই। অবশ্য, অবিচলিত বিশ্বাস নিয়া এগুলি পালন করিলেও 'ধর্ম্ম নাই' এমন বলিতে পারিব না। কারণ বিশ্বাসই ধর্ম্মের জনক, ধারক, বাহক ও প্রবর্দ্ধক।

যুক্তির সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে যে সকল প্রথা গলার কাঁটার মত ক্লেশকর বোধ হইবে, তাহা তোমরা নিজেদের প্রাণের তাগিদ বুঝিয়া পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে পার। কিন্তু শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য যে পিতৃগণের প্রতি অন্তরের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাহা হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া নিতে পার না। কারণ, তাহা করিলে তোমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

মাতৃ-পিতৃ বিয়োগে "ধরা" ধারণ

"মাতৃ-পিতৃ বিয়োগে "ধরা" ধারণ কতকটা ইংরেজী কালো ফিতা ধারণের ন্যায় একটা শোক-প্রকাশক চিহ্ন।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

"ধরা" ধারণ করিলে ইহা কাটিবার জন্য নাপিতকে একটা টাকা দিতে হইবে বলিয়া নাপিতকে বঞ্চিত করিবার জন্য ধরা-বর্জ্জন কোন কাজের কথা নহে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৬শ খণ্ড, পত্র সংখ্যা-৭৪)

দ্বিবিধমতে শ্রাদ্ধ, গয়া শ্রাদ্ধ ও ঘৃতাহুতি সম্পর্কে

"কেহ যদি নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের গয়াশ্রাদ্ধ করিতে চাহেন, আমি আপত্তির কারণ দেখি না কিন্তু কেহ যদি গয়া শ্রাদ্ধ না করেন, তাহা হইলে তেমন অখণ্ডের কোন প্রত্যবায় হয় না। একজন অখণ্ড দীক্ষা লইয়া অখণ্ড হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, সে তাহার সমস্ত তপস্যা নিখিল বিশ্বের কুশলের জন্য করিতেছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, দীক্ষা লওয়া নিজের পরকালের জন্য, ইহাতে পূর্ব্বপুরুষদের মুক্তি কি করিয়া হইবে,—তাঁহাদের যুক্তি অখণ্ডদের সম্পর্কে খাটে না। **অন্যান্য বিভিন্নমতে যত দীক্ষা আছে, সবই নিজের মুক্তির জন্য, অখণ্ডের সাধনা নিখিল বিশ্বের মুক্তির জন্য। সুতরাং সে গয়া শ্রাদ্ধ করুক বা না করুক, তাহার পিতৃপুরুষের মুক্তি হইবেই।**

"একজনের পিতার বা মাতার মৃত্যু হইলে এক ভ্রাতা যদি অখণ্ডমতে এবং অপর ভ্রাতা যদি কুলপ্রথা-মতে শ্রাদ্ধ

করে, তবে করুক। উভয়বিধ শ্রাদ্ধই মৃতের আত্মার কুশলদায়ক। ইহা নিয়া দ্বন্দ্ব-কলহের কোনও অবসর নাই। একজন কুলপ্রথানুযায়ী ঘৃতাহুতি করিয়াছে, বেশ করিয়াছে। অখণ্ড-মতে ঘৃতাহুতির অবকাশ নাই বলিয়া কাহারও তদুদ্দেশ্যে আনীত ঘৃত যদি গৃহে রক্ষিত থাকে, তবে তাহা কোনও সদ্ব্যক্তিকে দান করাই শ্রেয়ঃ। মৃতের কল্যাণোদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ যেমন হিতকর, মৃতের কল্যানোদ্দেশ্যে দানও তেমন হিতকর।

"অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্যেই ঘৃতাহুতি প্রয়োজন নহে। কেন না, ঘৃতাহুতি প্রযুক্ত যজ্ঞ অপেক্ষা নামজপ যজ্ঞ শ্রেয়ঃ। বুভুক্ষাপীড়িত দুর্ভিক্ষের দেশে প্রচুর লাজ বর্ষণ পূর্ব্বক অর্দ্ধমাইল ব্যাপি শোভাযাত্রা আর প্রচুর ঘৃতাহুতি পূর্ব্বক 'অগ্নয়ে স্বাহা' মানানসই নহে।

—(প্রতিধ্বনি ফাল্গুন, ১৩৭৩, পৃঃ ১১৮৫)

পত্র নং ২

(ধৃতং প্রেম্না, নবম খণ্ড)

কলিকাতা

হরিওঁ

৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও,

মৃত্যু দেহেরই হয় আত্মার হয় না। সুতরাং মৃত্যুর পরে আত্মা থাকেন। দেহধারী অবস্থায় জীব যেই সকল কাজ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

করিয়াছেন, সংস্কার রূপে তাহার প্রতিফলন আত্মার উপরে থাকিয়া যায়। এই সংস্কারগুলি ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মা সংস্কারের অধীন হইয়া বারংবার জন্ম-মরণ দুঃখবরণ করেন। জড় দেহ ত্যাগ মাত্রই আত্মাকে সংস্কার অনুযায়ী নূতন দেহ-ধারণ করিতে হয়। পুরাণাদিতে স্বর্গ-নরকাদি ভোগের যে কাহিনী আছে, তাহা আক্ষরিক ভাবে সত্য নহে, রূপকমাত্র। সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্পূর্ণরূপে কাল-নিরপেক্ষ এবং তাহা একান্তই মানস-সংস্কার- সঞ্জাত। মৃত্যুর পরে কোন আত্মাই কোন আত্মার আত্মীয় থাকে না। প্রত্যেকেই পরমাত্মার আত্মীয় হইয়া পড়ে। জীবৎকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছি মরণের পরে যদি তাহাদের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে হয়ত পরলোকেও ফৌজদারী কোর্টের আবশ্যক হইত। প্রত্যেক জীবই কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তর পাইতেছে। অতএব মৃত্যুর পরে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের চিত্ত-সংস্কার ছায়া রূপে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহার সাক্ষাৎকার অনেকের হইয়া থাকে। সেই সাক্ষাৎকারও নিজ নিজ সংস্কারানুগ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক আত্মাই নিজ নিজ পরম অভিলষিতের পথে চলিতে থাকে। কাহার সঙ্গে কবে কুটুম্বিতা হইয়াছিল, ইহা স্মরণ রাখিবার অবকাশ তাহার থাকে না, এক অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণে আত্মা ছুটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার সহিত বিভিন্ন জড়দেহে তাহার যে পরিচয় হইতেছে, তাহার মূল প্রয়োজন পরমপ্রেমময়কে লইয়া। তাই মৃত্যুর পরে

ইহ-জীবনের আত্মীয়কে দিয়া তাহার আর কোন প্রয়োজনই নাই।

প্রচলিত মত এবং বিশ্বাসের সহিত কথাগুলি মিলিবে না। কিন্তু ইহা আমার উপলব্ধির কথা। তোমাকে অকপটে না লিখিয়া পারিলাম না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

বিঃ দ্রঃ—

১। মৃতদেহ দাহান্তে স্নান সারিলেই যে কোনও স্থানে সমবেত উপাসনায় যোগ দেওয়া যায় বা অঞ্জলি দান চলে কিন্তু শ্রাদ্ধীয় কর্ত্তব্য সমাপনের পূর্ব্বে কোথাও উপাসনার ভোগনৈবেদ্য স্পর্শ করিতে যাইও না। শ্রাদ্ধাধিকারী শ্রাদ্ধের পরে ইহা করিবে। ইহা সদাচার বলিয়া জানিবে।

২। বিশুদ্ধ অখণ্ডমতে শবদেহ দাহনের পরে অস্থি সংরক্ষিত করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন নাই। সঙ্গে সঙ্গে অস্থি জলে বিসর্জ্জন করাই উচিৎ।

৩। অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অধিবাস উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধের দিনে সমবেত উপাসনাই একমাত্র উপাসনা।

৪। অখণ্ডবিধিমতে তিলকাঞ্চনের প্রথার কোন প্রয়োজন নাই।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

৫। অখণ্ড বিধিমতে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন না হইলে যে কোনও মতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইবার তিন চারি দিন পরে সমবেত উপাসনা দ্বারা মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করা যাইবে।

অখণ্ড-বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়

১। কাক বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।
২। পিণ্ডদান নিষিদ্ধ।
৩। প্রেত-ভোজ অর্থাৎ প্রেতের তৃপ্ত্যর্থে কোন ধরনের ভোগ প্রদান করা নিষিদ্ধ।
৪। অখণ্ড শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মশাল জ্বালানো নিষ্প্রয়োজন।
৫। শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠানে শান্তিবারি সিঞ্চন নিষিদ্ধ।
৬। দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি দেওয়া নিষিদ্ধ।

অখণ্ড-বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অবশ্য পালনীয়

১। মাল্য সজ্জিত মৃতের প্রতিকৃতি সমবেত উপাসনার আসরে শ্রীশ্রীবাবামণির আসনের পিছনে শ্রীশ্রীবাবামণির ফটোর উল্টাদিকে রাখিতে হইবে।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

২। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মৃতের প্রতিকৃতি সহ হরিওঁ কীর্ত্তন সহ পথ পরিক্রমা।

৩। সমবেত উপাসনা, হরিওঁ কীর্ত্তনানুষ্ঠান ও শ্রীবিগ্রহে অঞ্জলি।

৪। অখণ্ড সংহিতা দান।

৫। দরিদ্রনারায়ণ সেবা / শশ্মানবন্ধু সেবা (সাধ্যমত)।

৬। কাক বলির বদলে মৃতের প্রিয় হিতকর খাদ্য-বস্তু দ্বারা কোন দরিদ্রনারায়ণকে সেবা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাঁহারা সামাজিক প্রচলিত মতে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি করিবেন, তাঁহাদের আবার অখণ্ডবিধিমতে করিবার দরকার কি? যিনি করিবেন, এক মতেই করুন। দুই-নৌকায় পা দিয়া কি লাভ হইবে?

অখণ্ডমতে বিবাহে ও শ্রাদ্ধে অখণ্ডমাত্রের কর্ত্তব্য

একজন অখণ্ড যখন অখণ্ড আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহাদি কার্য্য করিতে চাহে সেই সময়ে অখণ্ড মাত্রেরই কর্ত্তব্য হইবে তাহাকে কায়িক, বাচিক, নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৩শ খণ্ড, পত্র নং ২৭)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

যে কোন প্রকার মৃত্যুর শ্রাদ্ধ

"যে কোনও অবস্থায় যাহার মৃত্যু হউক না কেন, অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনার দ্বারা তাহার শ্রাদ্ধ হইবে। সে কিভাবে মরিয়াছে, তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই।"

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন, ১৩৬৪, পৃঃ ৪৫১)

আত্মহত্যাকারীর শ্রাদ্ধ

প্রশ্ন ঃ যাহারা বুদ্ধি দোষে আত্মহত্যা করিয়া জীবনাবসান করিয়াছেন, তাহাদের কি শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ?

উত্তর ঃ স্মার্তমতে শ্রাদ্ধ প্রচলন নাই। কিন্তু অখণ্ড মতে সকলেরই শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত। কেহ বুদ্ধিদোষে আত্মহনন করিয়াছে বলিয়াই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা তাহার আত্মার শান্তি করিব না, ইহা সঙ্গত কথা নহে।

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন, ১৩৬৪, পৃঃ ৪৪৫)

মৃত সৎকার

"মৃত-সৎকার-কালে মৃতের বক্ষে একখানা প্রণব-বিগ্রহ রাখিয়া সকলে মৃতকে ঘিরিয়া অথবা পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমবেত উপাসনা করিবে এবং তৎপরে মুখাগ্নি করিলেই চলিবে। মুখাগ্নির পূর্ব্বে প্রণববিগ্রহ জলে নিরঞ্জন দিবে, দগ্ধ করিবে না। দাহকার্য্য শেষ হইলে জপসমর্পণ মন্ত্র দ্বারা শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া অগ্নিনির্ব্বাপণ করিবে। শ্মশান মধ্যে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

কোনও প্রসাদাদি বিতরণ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের দিকে হইতেই সমর্থনীয় নহে। সুতরাং এইরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিবে।"

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২৯)

বিগ্রহ বটপাতায় বা কাগজে অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

—(প্রতিধ্বনি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, পৃঃ ১৪৪)

শশ্মানে ও সংক্রামক রোগীর গৃহে উপাসনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার ভোগ-নৈবেদ্য-বর্জ্জিত ভাবে কাজটি করিতে হইবে।

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩য় খণ্ড, পত্র নং ৪১)

মৃতাশৌচ

"মৃতদেহ-দাহান্তে স্নান সারিলেই যে কোনও স্থানে সমবেত উপাসনায় যোগ দেওয়া যায় বা অঞ্জলিদান চলে কিন্তু শ্রাদ্ধীয় কর্ত্তব্য সমাপনের পূর্ব্বে কোথাও উপাসনার ভোগ নৈবেদ্য স্পর্শ করিতে যাইও না। শ্রাদ্ধাধিকারী শ্রাদ্ধের পরে ইহা করিবে। ইহা সদাচার বলিয়া জানিবে।"

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২৮)

"যাবৎকাল কেহ আত্মীয়-স্বজনদের মাঙ্গল্য অশৌচ বিধি পালন করিতেছে, তাবৎকাল পূজ্য বিগ্রহ বা উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত নৈবেদ্যাদি স্পর্শ করা সঙ্গত নহে, পুষ্প নিত্যশুদ্ধ। অতএব অঞ্জলি প্রদানে দোষ দেখি না। জননাশৌচে দৈহিক অশুচি হয় একমাত্র প্রসূতির। নারী রজঃস্বলা হইলে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

যেমন পরিবারস্থ সকলে অশুচি হয় না, প্রচলিত জননাশৌচকে সেই দৃষ্টিতে দেখা উচিত। শুদ্ধ, স্নাত অবস্থায় আসিলে সকল ব্যক্তিকেই সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে দেওয়া উচিত।"

—(প্রতিধ্বনি, আষাঢ় ১৩৬৪, পৃঃ ২৩৩)

"যে স্থলে একমাত্র সমবেত উপাসনার দ্বারাই শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন ইচ্ছা, সেখানে অখণ্ডগণ ব্রাহ্মণ, এই বিচারে ব্রাহ্মণোচিত দিবসে সমবেত উপাসনা করিলেই শ্রাদ্ধ হইবে। ইহার পরে অখণ্ড-সংহিতা দান ও ভগবদ্‌ভক্তদের তথা দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং হরি-ওঁ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য হইবে। আত্মীয়-পরিজনদের মনের দিকে তাকাইয়া যদি একুশ বা ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, করিবে, বাধা নাই, কিন্তু শ্রাদ্ধীয় সমবেত উপাসনাদি পারলৌকিক কর্ম্ম হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অশৌচ পালন করিবে।"

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ২৮)

.... মৃতাশৌচ সম্পর্কে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিলে আমার দিক দিয়া আপত্তি নাই কিন্তু একদিকে সামাজিক নিয়মে অশৌচ পালিবে, অপর দিকে আমাদের নিয়মে বিগ্রহসেবা করিবে, এভাবে দু-নৌকায় পা রাখা চলিবে না। **আমার মতে, কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধাধিকারীদের অশৌচ থাকিবে কিন্তু মৃতদেহের সৎকার হইয়া যাইবার পর হইতে একমাত্র শ্রাদ্ধাধিকারীগণ ব্যতীত অন্যের অশৌচ পালন**

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

এই যুগে অকারণ, অতীতে সাত গোষ্ঠীর সকলের ইহা মানিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। যাহার অশৌচ নাই, সে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে বিগ্রহের সেবা-পূজা করিতে অধিকারী।

"রজোমতী হইলে স্ত্রীলোককে একেবারে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হয়। এই নিয়ম নিন্দনীয় নহে। রজোদর্শনের চারি দিন পার হইলেই সে আর অস্পৃশ্য থাকে না। রজোমতী অবস্থায় নারীর পক্ষে ভোগ-নৈবেদ্য তৈরী করা বা বিগ্রহে অঞ্জলি দেওয়া নিষিদ্ধ আছে। এই নিয়ম মানা ভাল। চারিটা দিন দূরে থাকিয়া, প্রণাম করিলে ক্ষতিটা কি? তোমরা জান না কিন্তু আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে, অধিকাংশ খ্রীষ্টান রজোমতী পত্নীকে প্রথম দশটী রজনী বর্জ্জন করিয়া চলেন। আমার মতে, ইহা খ্রীষ্টানদের পক্ষে প্রশংসার। রজোমতী নারীকে লইয়া মাখামাখি বর্ব্বরতার লক্ষণ।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭ খণ্ড, পত্র নং ৫১)

জননাশৌচ

"জাতকাশৌচ সম্পর্কে উদার হইবে। বংশে কেহ জন্মগ্রহণ করিলে প্রসূতি এবং আতুর ঘরে যাহারা যায় ও থাকে, তাহারা ছাড়া আর কেহ অশুচি হয় না।

জননাশৌচ একমাত্র প্রসবিত্রী-মাতারই প্রসবের দিন হইতে একুশ দিন থাকিবে, অপর কাহারও অশৌচ নাই।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

নারী রজঃস্বলা হইলে যেমন পরিবারস্থ সকলে অশুচি হয় না প্রচলিত জননাশৌচকে সেই দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ। শুদ্ধ, স্নাত অবস্থায় আসিলে সকল ব্যক্তিকেই সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে দেওয়া উচিৎ।”

—(প্রতিধ্বনি, আষাঢ় ১৩৬৪, পৃঃ ২৩৩)

অখণ্ডদের পালনীয়

(১) সপ্তাহে একদিন সমসাধকদের লইয়া সমবেত উপাসনা।

(২) সপ্তাহে একদিন মঙ্গলবার (পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ও পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমামণির জন্মবার) নিরামিষ আহার।

(৩) সাধ্যমত সৎকার্য্যে ত্যাগ স্বীকারের অভ্যাস।

(৪) সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান।

(৫) সাধ্যমত সংযম, সদাচার ও সচ্চরিত্রতা অবলম্বন।

(৬) সর্ব্বদাই জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ।

(৭) গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের প্রতি দরদ, সহানুভূতি ও সহযোগ।

(৮) পুণ্যভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয়।

(৯) সমবেত উপাসনার অনুশীলন, প্রচার এবং প্রসারের জন্য অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন।

(১০) নিজগৃহে প্রত্যহ এবং অখণ্ডমণ্ডলীতে সপ্তাহে একদিন অখণ্ড-সংহিতা পাঠ।

(১১) অখণ্ড-নামে রুচি বর্দ্ধনার্থ হরিওঁ কীর্ত্তন করা এবং জগতের পাপ মোচনের জন্য হরিওঁ কীর্ত্তন প্রচার।

(১২) বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, জন্মতিথি, দীক্ষাতিথি প্রভৃতি মাঙ্গল্য অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে যোগ্য পাত্রে “অখণ্ড-সংহিতা” বিতরণ।

(১৩) উল্লিখিত মাঙ্গল্য দিবসে সমবেত উপাসনা করা।

(১৪) সর্ব্বদা নির্ভয়ে থাকা এবং শান্তিপ্রিয় ধার্ম্মিক লোকদিগকে অভয় বিতরণ।

(১৫) উপাসনার মন্ত্রসমূহের অর্থ ভালভাবে আয়ত্তে আনা।

(১৬) প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্ত্তিতা রক্ষা।

(১৭) অখণ্ডদীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে অখণ্ড-সংহিতা পাঠে উৎসাহিত করা।

(১৮) সমবেত উপাসনা যাহারই গৃহে হউক, প্রত্যেক যোগদানকারী কর্ত্তৃক সম্ভবমত নিজ নিজ পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী, দুর্ব্বাদল, শ্বেতচন্দন-ঘষা ও নৈবেদ্য নিয়া যাওয়া এবং কায়মনোবাক্যে সহযোগ করা এবং খালি হাতে না যাওয়া।

(১৯) যে কোনও স্থানে সমবেত উপাসনা হউক, সমাজ-সন্নীতি-বিরোধী গুরুতর কারণ না থাকিলে, নিমন্ত্রিত না হইলেও তাহাতে যোগদান করা।

(২০) অখণ্ডমণ্ডলীকে রাজনীতি হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখা।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

(২১) প্রত্যহ প্রতিটি কার্য্যে ও বাক্যে কপটতা-বর্জ্জন ও সত্যপালনে আপ্রাণ যত্নশীল হওয়া।

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ১৮)

(২১) প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ প্রত্যেক সদাচারী ব্যক্তি করেন। মলমূত্র ত্যাগের পরে, বিশেষ করিয়া মল ত্যাগের পরে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করাই সদাচার।

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন ১৩৬৫ পৃঃ ৭৭৪)

আহারীয় নিবেদন

আহারীয় বা পানীয় বস্তু স্পর্শ করিয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে কতিপয় বার অখণ্ড-মহানাম স্মরণ করিলেই নিবেদন হইয়া যায়। ইহা সংক্ষিপ্ত প্রণালী। বিস্তারিত প্রণালী নিম্নরূপ যথা ঃ—

নিবেদন, গণ্ডূষ-গ্রহণ, প্রথম তিনটি গ্রাস গ্রহণ ও পাত্রত্যাগ এই চারি সময়েই বাম হস্তের অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্বে বামাঙ্গুষ্ঠার প্রথম পর্ব্ব স্পর্শ করাইয়া বামহস্তের অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহুসন্ধি স্পর্শ করিয়া থাকিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তের অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্বে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠার প্রথম পর্ব্ব স্পর্শ করাইয়া সেই অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা জল-পাত্রস্থ জল স্পর্শ করাইয়া প্রত্যেকবার অখণ্ড-নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া তিনবার তিনবিন্দু জল ভোজ্যবস্তুতে ছিটাইয়া

দিবে। তৎপর উক্ত রূপেই অন্ন বা অন্নথালিকা স্পর্শপূর্ব্বক "ওঁ আদ্যাশক্তিঃ পরমানন্দং ব্রহ্ম" মন্ত্র মনে মনে তিনবার বা পাঁচবার উচ্চারণ করিবে। তৎপরে করতলে মন সংন্যস্ত করিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি" (স্ত্রীলোক—ওঁ জগন্মঙ্গলাহং ভবামি) মন্ত্র তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করিয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে এবং গণ্ডূষ গ্রহণের শব্দের সহিত মনে মনে ওঙ্কার স্মরণ করিবে। তৎপরে হস্তাঙ্গুলি-সমূহ দ্বারা অন্ন তুলিয়া প্রথমতঃ তিনবার জগন্মঙ্গল মন্ত্র স্মরণ করিবে এবং এক একবার অখণ্ড-মহামন্ত্র স্মরণ করিয়া প্রথম তিনগ্রাস অন্ন মুখে নিবে। আহার শেষ হইলে পূর্ব্ববৎ জলপাত্র হইতে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নাভিমূলে মন সংন্যস্ত করিয়া (করতলে মন সংন্যস্ত করিয়া নহে) তিনবার পূর্ব্ববৎ জগন্মঙ্গল-মন্ত্র জপ করতঃ গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে এবং গণ্ডূষ গ্রহণের শব্দের সহিত মনে মনে ওঙ্কার স্মরণ করিয়া পাত্র ত্যাগ করিবে।

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃষ্ঠা ২২)

অখণ্ডদের বর্জ্জনীয়

(১) বহুপ্রতীক, (২) পরনিন্দা, (৩) আলস্য ও ভয়, (৪) মদ্যপান, (৫) পরদার ও ব্যভিচার, (৬) ইষ্টনিষ্ঠা-হানিকর ও মহামন্ত্রে বিশ্বাস-নাশক ব্যক্তিদের সঙ্গ, (৭) অখণ্ড-নামে সংশয়, (৮) মন্ত্র পরিবর্ত্তন, (৯) পরধর্ম্মদ্বেষ, (১০) অখণ্ড-

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

বিগ্রহ ও অখণ্ড-সংহিতার অনাদর, (১১) গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য মিথ্যাশ্রিত অন্যায় চেষ্টা, (১২) কর্ত্তৃত্বলিপ্সা এবং দম্ভ, (১৩) অখণ্ডমণ্ডলীর কার্য্যাদি সম্পর্কে দলাদলি, (১৪) যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলা।

—(শ্রীশ্রীউপাসনা প্রণালী, পৃঃ ১৯)

অখণ্ডের প্রতি বিশেষ নির্দ্দেশ

"অখণ্ড" নামে পরিচয়-প্রদানকারী তোমাদের যে দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া আবশ্যক, তাহা হইতেছে,—

ক) কৌমারাবস্থায়, বিবাহিতাবস্থায়, বিপত্নীক বা বৈধব্য অবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে নিজেদের মধ্যে সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন চালাইয়া যাওয়া,

খ) নিষ্ঠাপূর্ব্বক অখণ্ড-সাধনায় রত থাকা এবং সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া সকলের মধ্যে একাত্মবোধ জাগাইয়া তোলা,

গ) সাধ্যে যতটুকু কুলায়, স্থায়ী সদনুষ্ঠানের জন্য কায়িক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা,

ঘ) নানা প্রকার চাঞ্চল্যকর ও উত্তেজক আন্দোলন-সমূহ হইতে দূরে থাকিয়া বংশানুক্রমে সৎস্বভাব ও সৎচর্চ্চাকে ভবিষ্যতের দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়া যাইতে থাকা।

তিনশত বৎসর, অর্থাৎ কমপক্ষে নয়টি প্রজন্ম তোমরা বংশানুক্রমে এই কাজ করিয়া যাইবে, তবেই তোমরা অখণ্ড।*** তোমরা উপরিলিখিত সর্ত্ত চারিটি অন্ধের মত পালন করিয়া

যাও। **নিজেরা খুব বেশি বুঝিতে চাহিও না, গুরুবাক্য পালনে অন্ধ আনুগত্যের প্রয়োজন এখানে একান্তই গুরুতর।**

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৮শ খণ্ড, পত্র নং ৫১)

আমার পুত্র কন্যা হওয়ার অর্থ

"আমার পুত্র বা আমার কন্যা হওয়ার আসল অর্থটা তোমরা কেহই ভুলিও না। আমার পুত্র বা আমার কন্যা হওয়ার অর্থই হইতেছে, জগন্মঙ্গল-কর্ম্মের একজন কর্ম্মী হওয়া। ***এই কর্ম্ম তোমাদের প্রতিদিনকার নিয়মিত উপাসনার অঙ্গরূপে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পের মধ্য দিয়া সুরু হইবে এবং ঐ উপাসনাকালীন কিয়ৎক্ষণিক সঙ্কল্প আস্তে আস্তে তোমার মনেরও অগোচরে সারাদিন-সারারাত্রি-ব্যাপী জগৎকল্যাণুধ্যানে পরিণত হইবে। এই চিন্তা একাগ্র, প্রগাঢ়, ক্ষীরবৎ অটল হইলে বিনা চেষ্টায় তোমাকে দিয়া জগতের কল্যাণ-কর্ম্ম করাইয়া লইবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৬শ খণ্ড, পত্র নং ৪৬)

মণ্ডলীর পদাধিকার

ধর্ম্মনগর (ত্রিপুরা) নিবাসী শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র নাথকে শ্রীশ্রীবাবামণি ১৬ই পৌষ, ১৩৭৪ তারিখে বারাণসী হইতে লিখিলেন,—

"কোথাও একটী অখণ্ড-মণ্ডলী থাকিতে গেলেই তাহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য সভাপতি, সম্পাদক,

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

কার্য্যকরী সমিতি, হিসাব পরিক্ষক, ভাণ্ডার রক্ষক বা কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। মণ্ডলীর এগুলি নিতান্ত সংসারী প্রয়োজন বা গৃহস্থালী ব্যাপার। এইগুলিতে গলদ না থাকিলে মণ্ডলী তাহার আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যগুলি সহজে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু একই ব্যক্তি একাদিক্রমে তিন বৎসরের বেশী একই পদ অধিকার করিয়া থাকিলে কর্ম্মস্রোতে শ্যেওলা জন্মে, কার্য্য ব্যাহত হয়। এজন্য কোনও গুরুতর ও বিশেষ প্রয়োজনের দাবী না উঠিলে তিন বৎসরের বেশী কাহারও একটী নির্দ্দিষ্ট পদ অধিকার করিয়া থাকা উচিত নহে, এমন কি সকলের সম্মতি বা ভোটও যদি সে পায়। মণ্ডলীতে নিত্য নূতন সদস্য-সদস্যাদের আবির্ভাব স্বাভাবিক এবং কাম্য। এই সকল নবাগতদিগকে কাজ করিবার সুযোগ দান করা কর্ত্তব্য এবং তাহাদের স্কন্ধে গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাদের যোগ্যতা বর্দ্ধনের চেষ্টাও একান্ত আবশ্যক।"

"একটা অখণ্ডমণ্ডলীর সম্পাদকের দায়িত্ব তুচ্ছ দায়িত্ব নহে। সুতরাং সম্পাদক-রূপে বৃত হইয়া তোমার মনে সঙ্কোচ আসা স্বাভাবিক এবং তাহা সঙ্গত। মণ্ডলীর সেবার মানে নিশ্চয়ই জনসেবা, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সাধারণ জনসেবার সহিত মণ্ডলীর সেবার পার্থক্য আছে। আমার পত্র-সাহিত্যের হাজার জায়গায় এই কথাটী স্পষ্ট ভাবে আছে যে, জনসেবা করিতে গিয়া যদি আমার সহিত তোমাদের মত-বিরোধ হয়, তবে তোমাদের বিদ্রোহকে আমি অভিনন্দিত

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

করিব, কারণ, আমি গুরু হইয়াছি বলিয়া শিষ্যের কর্ম্ম, রুচি ও নীতির স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ করিব? কিন্তু মণ্ডলী একটা ধর্ম্মসঙ্ঘ। ইহার উদ্দেশ্যের সহিত অন্যান্য দশটা সাধারণ জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের পার্থক্য রহিয়াছে। কর্ম্ম-প্রকরণেরও পার্থক্য দুস্তর-সমুদ্রবৎ। **মণ্ডলীর প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে প্রত্যেক অখণ্ডের উপস্থিতি সম্ভব করিবার চেষ্টা করা, হরিওঁ-কীর্ত্তনের অনুশীলন ও প্রচারের দ্বারা ভাবী যুগের মানস ঐক্যের ভূমিকা তৈরী করিয়া যাওয়া এবং অখণ্ড-সংহিতার পঠন-পাঠন সুপ্রচলিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রসারিত করিয়া উদার অখণ্ড-আদর্শের ভাবধারার সহিত চারিদিকের শত সহস্র অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ মানুষদিগকে সুপরিচিত করা।** এই তিনটী উদ্দেশ্য সফল হইলে আপনা আপনি যে পরিবেশের সৃষ্টি হইবে, তাহার আনুকূল্যে জনসেবা নামক বিচিত্র কর্ত্তব্য পালনের দক্ষতা, সামর্থ্য এবং সুযোগ তোমাদের বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং মণ্ডলীর উদ্দেশ্য আপাততঃ স্কুল খোলা নয়, দাওয়াইখানা খোলা নয়, খেলাধূলা শিক্ষাদান নয়, সঙ্গীত-চর্চ্চা ও নাট্যাভিনয়াদির অনুশীলন নয়। এই সকল কাজ আংশিক ভাবে বা পূর্ণতঃ মণ্ডলী কখনও গ্রহণ করিলে করিতে পারেন, কিন্তু ইহা মণ্ডলীর গৌণ কর্ত্তব্য বা পরোক্ষ করণীয়। আসল এবং মৌলিক কর্ত্তব্য উপরেই লিখিত হইয়াছে। এই মৌলিক কর্ত্তব্য পালনের প্রতি প্রতিটি অখণ্ডের আগ্রহ

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

সৃষ্টির জন্য, আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য, আগ্রহ সংরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করাই মণ্ডলীর আদি এবং অকৃত্রিম দায়িত্ব। এই কথাটী বুঝিয়া চলিও, তাহা হইলেই নিজ কর্ত্তব্য নিখুঁত ভাবে পালন করিতে সমর্থ হইবে। অতীতে কখনও জনসেবা কর নাই বলিয়া কুণ্ঠিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

—(প্রতিধ্বনি, মাঘ, ১৩৭৬)

মণ্ডলীর পদাধীকারী থাকার সর্ত্ত

"আমার মূল সর্ত্তগুলি পূরণ কাহারও পক্ষে অসাধ্য নহে। মণ্ডলীর কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটিতে থাকিলে সমবেত উপাসনায় আসিতেই হইবে। ইহা যাহার অসাধ্য, সে পদত্যাগ করিবে। কালে ভদ্রে ঠেকা-বেঠেকায় আসিতে পারিল না, তাহা অবশ্য আলাদা কথা। ..... **অখণ্ড মণ্ডলীর উপরে আমার নিজের ও মৎস্থলাভিষিক্তদের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকার।** সর্ত্তপূরণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি কেবল হুজুগের বশে বা আমাকে অশেষ অনুগ্রহ করিয়া কোনও একদিন দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই মণ্ডলীতে পদাধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা কদাচ হইবে না। প্রতিধ্বনিতে নিয়মিত আমার চিন্তা ও বাক্যগুলি অবিরাম প্রকাশিত হইতেছে। যাহারা প্রতিধ্বনির গ্রাহক নহে, তাহারা এগুলির সহিত অপরিচিত থাকিবে। তাহাদের পক্ষে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তার পদগ্রহণ উপহাস্য ব্যাপার, কারণ প্রতিধ্বনিই ত' মণ্ডলীগুলিকে নিরন্তর চোখে আঙ্গুল দিয়া পথ-নির্দ্দেশ দিতেছে। সুতরাং মণ্ডলীর পদাধিকারী ইতঃপূর্ব্বে যদি প্রতিধ্বনির গ্রাহক না থাকিয়া থাকে, তবে নিয়োগের পরক্ষণেই কি গ্রাহক হইতে পারে না? যে বলিবে যে এই সর্ত্ত পূরণ সম্ভব নহে, এমন কৃপণ, কঞ্জুষ ব্যক্তিকে মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তা রূপে রাখিবার কি সত্যই তোমাদের প্রয়োজন আছে?

—(প্রতিধ্বনি, মাঘ, ১৩৭৬)

মণ্ডলীর পদাধিকারীর শপথ

"মণ্ডলীর সভ্য, বিশেষ সদস্য অথবা পদাধিকারী হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে,

(১) কর্তৃত্ববোধ পরিহার করিব, সেবকের মনোভাব লইয়া চলিব।

(২) নিজেকে সর্ব্বদা আত্মসংশোধনে ব্রতী রাখিব।

(৩) সংঘ-মধ্যে বিরোধ-বুদ্ধি উদ্গত হইতে দিব না।

(৪) পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব বর্দ্ধনের চেষ্টা করিব।

(৫) আমার সহিত অপরের মতভেদ ঘটিলে ভিন্ন মতাবলম্বীর বক্তব্যে কি কি সদ্‌যুক্তি আছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

(৬) আমাদের পরমেশ্বর-নির্দ্দেশিত মঙ্গল-কার্য্য সম্পাদনে মনে, মুখে ও কাজে থাকিব সেবক —কর্ত্তা হইতে যেন না চাহি।”

—(প্রতিধ্বনি, আশ্বিন, ১৩৮৭, পৃঃ-৪৫৭)

স্থলাভিষিক্ত

“মণ্ডলীগুলির ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তোমাদিগকে একটী বিশেষ ব্যাপারে সর্ব্বসম্মত হইতে হইবে। আমি যাহাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি বা করিয়া দিব, তোমরা তাহার নেতৃত্ব কদাচ অস্বীকার করিও না। এইটী আমার উপদেশ নহে, এইটী আমার আদেশ। *** শিষ্য নামে পরিচয় দিবার পরে কেহ আমার অবাধ্য হইও না। কারণ, উহা সর্ব্বনাশের পথ। তোমরা আমার শিষ্য নহ, একথাটী তোমাদের নিজ মুখে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশের পর অবাধ্য হইও। তোমাদের কলহপ্রিয়তা যে ভাবে তোমাদিগকে কেবলই নীচে টানিয়া নিতেছে, তাহাতে আমার লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, আতঙ্কও হয়।”

—(ধৃতং প্রেম্না ৩০ খণ্ড, পত্র নং ৫৩)

মণ্ডলীর অনুমোদন

“মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার পরে অনুমোদন অবশ্যই নিতে হইবে। প্রতিবৎসর নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগের পরেও নিয়মিত অনুমোদন নিতে হইবে। এই মণ্ডলী অনুমোদন না পাওয়া

পর্য্যন্ত মণ্ডলীই নহে, একটা আড্ডা মাত্র। মণ্ডলী হইলে তাহাকে আমাদের নির্দ্দেশ পালন করিতে হইবে।”

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৯শ খণ্ড, পত্র নং ৩)

বিগ্রহ প্রণামী

“বিগ্রহ-পাদমূলে স্বয়মাগত যৎ-সামান্য প্রণামীকে কেহ নিজের কাজে বা মণ্ডলীর কাজে ব্যয় করিও না”।

—(ধৃতং প্রেম্না, ২৯শ খণ্ড, পত্র নং ৫১)

“অনুষ্ঠানে যে সকল স্বতঃপ্রণোদিত বিগ্রহ-প্রণামী পড়ে, তাহা মন্দির তহবিলে আসিয়া জড় হওয়া প্রয়োজন এবং ইহাই বিধি। ইহা অন্য কাজে ব্যয় না হওয়া বাঞ্ছনীয়।”

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৩ খণ্ড, পত্র নং ৯)

আনুগত্য অতুলন

“**Obedience is the first requisite of a disciple,—** শিষ্যের প্রথম প্রয়োজন আনুগত্যের,—এই কথাটী তোমরা আমরা নিকট বহুবার শুনিয়াছ। আমি শিষ্যদল চাহি না, কিন্তু যাহারা মণ্ডলী গড়িবে, তাহাদের আনুগত্য সুনিশ্চিত চাহি।”

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৩ খণ্ড, পত্র নং ৪৪)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

গুরুদ্রোহী

ক) "কাহাকেও গুরুদ্রোহী বলিয়া জানিবার পরেও তোমরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিকার্য্যে সহযোগ দিবে, এই অবস্থা সত্যিই আপত্তি জনক। একই ব্যক্তি একই সঙ্গে, ভগবান ও শয়তান উভয়েই প্রভু হইতে পারেন না"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৪ খণ্ড, পত্র নং ৪৯)

খ) অনেক অজ্ঞান ব্যক্তি দশ বিশ বছর গুরু-সঙ্গ ক'রেও গুরু চিন্‌তে পারে না। গুরুর অহেতুকী করুণার কণামাত্র উপলব্ধি না ক'রে অকারণে গুরুদ্রোহী হয়। ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির প্রখরতা না কমলে কারও পক্ষে গুরু চেনা কঠিন। কঠিন কেন, সম্পূর্ণ অসম্ভব!

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৪শ খণ্ড,)

সঙ্ঘ-শরীরে দুষিত ক্ষতকে আসিতে দেওয়া উচিত নহে

"যাহারা অবাধ্য, দ্রোহপরায়ণ এবং কলহপটু, যাহারা কোপনস্বভাব, সম্মানীর সম্মাননাশক ও অকৃতজ্ঞ, তাহাদিগকে সহকর্ম্মীরূপে না রাখাই সঙ্গত। ***আমরা প্রেমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। জীবের প্রতি প্রেমার্পণই আমাদের একমাত্র কাজ। কিন্তু প্রেমের দোহাই দিয়া কুষ্ঠরোগ বা গ্যাংগ্রীণকে শরীরে

পোষণও পাপ। সংঘশরীরে দূষিত ক্ষতকে আসিতে দেওয়া উচিত নহে।

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৫ খণ্ড, পত্র নং ৬৯)

সঙ্ঘ ও গণতন্ত্র

"সঙ্ঘ ও গণতন্ত্রকে একই জিনিষ বলিয়া মনে করা ভ্রম। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মূল হইতেছে সদস্যগণের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের সুতীব্র ও নিদারুণ চেতনা। ***সঙ্ঘে ব্যক্তিত্ব-বাদ নাই। ব্যক্তিটাকে বলি দিয়া তবে সঙ্ঘে ঢুকিতে হয়। তাই সেখানে ভোটাধিকারের প্রশ্ন নাই। অহংকে পিষিয়া মারিয়া সঙ্ঘের জন্ম, অহংকে প্রশ্রয় দিয়া নহে। ***গণতন্ত্রে গণ-মত চলে, সঙ্ঘে মতামতের কলহ নাই, জীবনকে নির্দ্দিষ্ট খাতে বহাইবার প্রতিজ্ঞা লইয়াই সঙ্ঘে ঢুকিতে হয়। সঙ্ঘ-জীবন যোগীর জীবন, তপস্বীর জীবন, বাক্যবীর বক্তার জীবন নহে, কূটকৌশলী ব্যবহারজীবীর জীবন নহে, ষড়যন্ত্র-সৃষ্টি-পরায়ণ তৃণাচ্ছাদিত সর্পের জীবন নহে।"।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৫শ খণ্ড)

ঈশ্বর সাধন

ক) "চিত্তপ্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা, গভীর তৃপ্তি, অনাবিল শান্তি,—এই হ'ল ঈশ্বর সাধনের প্রধান ফল।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৭ম খণ্ড)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

খ) "ধর্ম্মচর্য্যার দ্বারা মানুষ শান্তি লাভ করিয়া থাকে, ***ধর্ম্ম দান করে সুগঠিত চরিত্র এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুসহিষ্ণু শক্তি।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ২০শ খণ্ড)

গ) "যে যতটুকু পার, সাধন কর, তবে ত' আমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা আসিবে।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৯শ খণ্ড)

ঘ) "ভক্তিই জীবনের সার সম্বল। বাকী সব ফক্কিকার মাত্র।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৪র্থ খণ্ড, পত্র নং ৭১)

চরিত্র সাধনা

ক) "তোমরা যে চরিত্র-আন্দোলন করিতেছ তাহার প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসংশোধন। নিজেরা সৎ, বিবেকবান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী ও অনাসক্ত হইতে পারিলে জগতের অন্য মানুষগুলিকে চরিত্রবান্ করা সহজ হয়। এই কথাগুলি প্রত্যেক গুরুভাই ও গুরুভগিনীকে পাঠ করিয়া করিয়া শুনাও।

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৮ খণ্ড, পত্র নং ৮৮)

খ) "যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ চরিত্র-গঠন।*** তোমার বয়স ষাট বা সত্তর বলিয়া ব্যতিক্রমের কারণ দেখি না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭ খণ্ড, পত্র নং ৫২)

গ) "মণ্ডলীর সভাপতি বা সম্পাদককে অপর সদস্যেরা

একজন আদর্শ পুরুষ রূপে দেখিতে চাহে। তাঁহাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, বাক্‌সংযম, সত্যশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আর্থিক সততা তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৫ম খণ্ড, পত্র নং ১০)

ঘ) "সঙ্ঘের প্রত্যেকটী ব্যক্তির ভিতরে চরিত্র-গঠনের লিপ্সা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহা তোমাদের এক পরম কর্ত্তব্য। তোমরা চরিত্রবান না হইলে, জনসাধারণকে চরিত্রবান করিবে কি প্রকারে? আমার জন্মোৎসব প্রকৃত প্রস্তাবে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনেরই একটী ভিন্ন নাম।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭ খণ্ড, পত্র নং ২৯)

ঙ) "চর্তুদ্দিকের দূষিত আবহাওয়াকে রূপান্তর দিতে হইলে একই সৎকথা বারংবার শুনানো ও বলানো প্রয়োজন।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৭ খণ্ড, পত্র নং ৯৩)

চ) "প্রতি পদক্ষেপে নিজের দোষ ও নিজের ত্রুটীর প্রতি খরদৃষ্টি হও, দোষদৃষ্টি পরিহার কর।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

সংগঠন কাহাকে বলে

ক) "পৃথিবীময় সকল লোককে আপন করিয়া লইবার ধারাবাহিক সাধনার নাম সংগঠন।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩১ খণ্ড, পত্র নং ৬)

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

খ) "সংগঠনকারীকে আদর্শনিষ্ঠ হইতে হইবে, সহিষ্ণু হইতে হইবে, ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে, শবরীর ন্যায় প্রতীক্ষার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে, মৌমাছির ন্যায় প্রতি ফুলে মধু খুঁজিতে হইবে, পিপীলিকার ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমী হইতে হইবে, ভাবুক হইতে হইবে, প্রেমিক হইতে হইবে, কবি হইতে হইবে, দার্শনিক হইতে হইবে, বাস্তব জগতের প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকিতে হইবে, কল্পনার-জগৎ কোটি দিগন্তকেও ছাড়াইয়া যাইবে। ***প্রতিটি প্রাণের দুয়ারে যাইয়া করাঘাত করিয়া তোমাদিগকে অন্ধকার কারাগৃহগুলিতে নবোদিত প্রদীপ্ত সূর্য্যের বিমল কিরণ প্রবেশের পথ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে নিরন্তর লাগিয়া থাকার নাম সংগঠন।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৬শ খণ্ড)

গ) —"চরিত্রের সরলতা এবং অসাধারণ কর্ম্মশক্তি এই দুইটী জিনিষকে আমি তোমাদের কাহারও ভিতরে যুগপৎ দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া মনে মনে অনেক সময়ে সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকি। চরিত্রের সরলতা লইয়া আনুগত্য-যুক্ত থাকিলে, পাঁচটা সাধারণ কর্ম্মীর সঙ্ঘই জগতে অসাধারণ কর্ম্মসাধনা করিয়া যাইতে পারে।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৫শ খণ্ড)

ঘ) "সঙ্ঘ কখনও হুজুগের দ্বারা বলশালী হয় না। ভক্তিমান, নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাশীল নিয়ত-কর্ম্ম-পরায়ণ দুই দশটী

কর্ম্মীর ধারাবাহিক প্রযত্নের ফলে সঙ্ঘ শক্তিমত্তার আধার হয়।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৫ খণ্ড, পত্র নং ৩০)

ঙ) "একমাত্র আড়ম্বর আর হুজুগের সময়েই তোমরা দুই চারি জনে একত্র হইতে চেষ্টা করিয়াছ, নতুবা অন্য সকল ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৯শ খণ্ড)

চ) "দশটা মণ্ডলী মিলাইয়া একটী শক্তি-কেন্দ্র সৃষ্টি করিতেই তোমাদের প্রতিভার বিনিয়োজন বিশেষ প্রয়োজন ভাঙ্গিতে ওস্তাদ, গড়িতে অক্ষম,—ইহা কোনও উচ্চ প্রশংসার কথা নহে। আত্মাহংকার খর্ব্বিত করিয়া তোমরা এ বিষয়ে একটু ভাবিতে শিখ।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৫ খণ্ড, পত্র নং ৪০)

ছ) **যশকে বড় করিয়া দেখিও না** ঃ—ত্রিপুরা জেলান্তর্গত দামোদরদী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকর্ম্মীর যশোলিপ্সা তাহার কর্ম্মকে ম্লান করে। যশোলিপ্সার ধর্ম্মই এই যে, অল্প করিয়া বেশী প্রশংসা পাইব, কিছু না করিয়া যদি সম্মান পাওয়া যায়, তবে তাহা যে তস্কর-বৃত্তি, ইহা বুঝিব না। অত্যল্প সৎকর্ম্ম করিয়া অত্যধিক যশ পাইবার কামনা থাকিলে সৎকর্ম্মটার প্রতি মনের নজর

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

থাকে না, কর্ম্মটা একটা উপলক্ষ্য মাত্রে পরিণত হয়। ইহা যেন সাধুবেশ ধারণ করিয়া রাবণ রাজার সীতা হরণের মতন। কীর্ত্তিকার কর্ম্ম করিব না, করিব কর্ম্মের একটু ভাণ বা অভিনয়, কর্ম্মে থাকিবে না গভীরতা কিন্তু প্রশংসা-গুঞ্জনে নিখিল ভুবন মুখরিত করিয়া দিয়া সকলের মুখে নিজের তারিফ শুনিতে চাহিব, ইহা এক নিদারুণ ভণ্ডামি। এই ভণ্ডামি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা না করিলে তোমার সৎকর্ম্মের সাধুতা বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সৎকর্ম্ম করিলে এবং অবিরাম করিতেই থাকিলে, সৎকর্ম্মে একবার লাগিয়া গিয়া সেই কর্ম্মের ধারাকে আর অবরুদ্ধ হইতে না দিলে, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নিরবচ্ছিন্ন প্রযত্নে আদর্শের নিশ্ছিদ্র সেবা করিয়া যাইতে থাকিলে, যশ, কীর্ত্তি, মান ও প্রশংসা তোমার পায়ের তলায় সাগর-বেলার ঝিনুক-খণ্ডের ন্যায় হাজারে হাজারে আর কাতারে কতারে আসিয়া পড়িয়া থাকিবে, তোমার পদাঙ্গুলির একটা কোণার এক কণা স্পর্শ লাভের জন্য তাহারা কাঁদিয়া মরিবে। যশকে বড় করিয়া দেখিও না, কাজকেই বড় করিয়া দেখ। ইহাই হইবে ধর্ম্মোপেত আচরণ।”

—(অখণ্ড-সংহিতা, ২০শ খণ্ড)

কর্ম্মীগণের উদ্দেশ্যে

“অহং একটা সীমা পর্য্যন্ত ভাল অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

পর্য্যায় পর্য্যন্ত ভাল কিন্তু তার পরই সেটা জীবনকে বিস্বাদ করে দেয়। সুতরাং প্রত্যেকের অহংবোধ বিসর্জ্জন দিতে হবে। তা না হ'লে সে ভাল কর্ম্মী কখনও হবে না। আমার কথাটা, আমার ইচ্ছাটা, আমার অভিমতটা কেন রক্ষিত হ'ল না, আমি কেন অন্যের কথা শুনে কাজ করব? এই রকম মনোভাব নিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। মনে রাখতে হবে আমার মতটা রইল কিনা এটা বড় কথা নয়, কাজটা সুষ্ঠুভাবে হল কিনা সেটাই বড় কথা অবশ্যই কাজটি নীতি-সঙ্গত ও শৃঙ্খলা-সম্মত হতে হবে। কিন্তু ছোট বড় সব ব্যাপার নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করা অথবা অপরকে অপমান করার মনোভাব যদি থাকে বা আসে তা হ'লে বুঝতে হবে অহংকার আক্রমণ করেছে। কর্ম্মীর অহংকার পরিতুষ্ট হ'ল কিনা এটা বিবেচনা নয়। কর্ম্মীকে অহংকার বিসর্জ্জন দিয়েই কাজে নামতে হবে। দেখতে হবে কাজটা সুষ্ঠু, সুন্দর, শালীনতাপূর্ণ, জগৎ কল্যাণকর এবং সর্ব্বজন-সুখকর হ'ল কিনা। ভাল কর্ম্মী সর্ব্বজন-সুখকর পদ্ধতিতে কাজটি করতে সক্ষম হবে, এটিই ভাল কর্ম্মীর পরিচয়। ভাল কর্ম্মী হ'তে হ'লে অহংকার বিসর্জ্জন দিতে হবে। গভীরভাবে সবাইকে ভালবাসতে হবে। সকলের সম্মান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নম্র, ভদ্র, শিষ্ট, মহানুভব, বিবেচক, উদার, ক্ষমাশীল, প্রেমশীল, পবিত্র ও মধুরভাষী হ'তে হবে।

অতএব কর্ম্মী হওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু পরমেশ্বরে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

আত্মনিবেদন করলে, শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করলে এই সুকঠিন কাজটা সহজ হয়ে যায়। তোমরা প্রত্যেকে তাই কর এবং প্রকৃত কর্ম্মী হও।

—(শ্রীশ্রীমামণি (সংহিতা দেবী) কর্ত্তৃক নিউ দিল্লী হইতে ২রা মার্চ ১৯৯৭ ইং টেলিফোন যোগে প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ)

আদর্শের প্রচার

ক) "বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলিকে আমার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার দিকে তোমরা মন দাও। এই কাজটী নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করিবার উপায় আবিষ্কারে তোমরা চেষ্টিত হও।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩১ খণ্ড, পত্র নং ১১)

খ) "সকলকে আমার মুদ্রিত বাণী সমূহ আমার প্রত্যেকটী শিষ্যের আদ্যোপান্ত অধ্যয়নে থাকা দরকার।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৮ খণ্ড, পৃঃ ৪৪)

গ) "অখণ্ড-সংহিতা শত শত বার পড়িতে হইবে।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩২ খণ্ড, পত্র নং ৬১)

ঘ) "তোমাদের প্রত্যেকটী প্রচার-চেষ্টার দ্বারা দেশমধ্যে যাহাতে পবিত্র জীবনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাবুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, প্রাণান্ত যত্নে তাহাই তোমাদের কর্ত্তব্য হইবে। পবিত্রতা লাভ

যে নিজেই একটা পরম প্রাপ্তি, এই কথাটী প্রত্যেকের প্রত্যয়ীভূত হউক।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩১ খণ্ড, পত্র নং ১)

দশজনের পয়সা

"ধীর ও সুসংযত ব্যবহার এবং অর্থব্যয়ের ব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী মিতব্যয়িতা তোমাদের অত্যাবশ্যক। দশজনের পয়সা যেখানে খরচ হয়, সেখানে হিসাব-রক্ষাও একান্ত আবশ্যক এবং হিসাব নিয়া কদাচ যাহাতে সন্দেহের সৃষ্টি না হইতে পারে, তজ্জন্য গোড়া হইতেই সতর্কতার প্রয়োজন।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৬ খণ্ড, পত্র নং ১)

মিলন-মন্ত্র

"কৃতীব্যক্তির বিনয় থাকে, দম্ভ থাকে না। কাজের লোকের লক্ষ্য কাজের প্রতি থাকে, আস্ফালনের দ্বারা পরগর্হণ সে করে না। ***আমি তোমাদিগকে মহামিলনের মন্ত্র দিয়াছি, বিচ্ছিন্নতার বীজমন্ত্র দেই নাই। তোমরা জপ করিবে মিলনের মন্ত্র আর কাজ করিবে বিচ্ছিন্নতাবাদীর, ইহা চলিতে পারে না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৪ খণ্ড, পত্র নং ৪৪)

তোমরা আমার কণ্ঠ হও

"তোমরা আমার কণ্ঠ হও, ইহা ত' নিশ্চয়ই আমি আকাঙ্ক্ষা

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

করিব। কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে হইলে আমাতে ডুবিতে হইবে, মজিতে হইবে, আমার ভাব-তরঙ্গে সাঁতার কাটিতে হইবে, আমার সমগ্র জীবনের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নিবিড়, গভীর, অনুভবী আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইবে, আমাকে ভালবাসিতে হইবে। যাহারা এ কাজগুলি করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহাদের শক্তি ও মহিমাকে তাহাদের সাফল্য ও গৌরবকে কোনও শক্তি বা ষড়যন্ত্র, দুশ্চেষ্টা বা দুর্দ্দৈব কদাচ পরাহত করিতে পারিবে না।"

—(ধৃতং প্রেম্না, ৩৩ খণ্ড, পত্র নং ১৪)

ভাবী বংশধরদের রুচি, প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের প্রতিজনের সম্পর্কে প্রতিটি সংবাদ পাইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র থাকি। তোমাদের নিত্যকুশল কামনা করি।

কিন্তু সাম্প্রতিক সংবাদগুলি প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। ছেলে বাজার হইতে একখানা ছবি কিনিয়া আনিয়া ধূমধাম করিয়া পূজা শুরু করিয়াছে, মেয়ে পুকুরঘাট হইতে একটুকরা পাথর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা নিয়া ব্রত উপবাস, উৎসব চালাইতেছে, আর তুমি নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা দেখিতেছ এবং মনে মনে ভাবিতেছ তোমার ধর্ম্মীয় উদারতা অসাধারণ।

না বাবা, এই জাতীয় উদারতায় কোনও শুভফল ফলিবে

না; নিজে যাচিয়া বাছিয়া যাচাইয়া খতাইয়া যেই মত, যেই পথ ধরিয়াছ, নিজ নিজ পুত্র কন্যাদের মতি যে সেই দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছ না, ইহা দ্বারা পিতামাতা হিসাবে তোমাদের যোগ্যতার চূড়ান্ত ব্যর্থতা সূচিত হইতেছে। ভাবী বংশধরদের রুচি, প্রকৃতি, ঝোঁক ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে তোমরা এত উদাসীন থাকিতে অধিকারী নহ। দুগ্ধপোষ্য বালককেও আস্তে আস্তে বুঝাইতে থাকিলে সে অতীব দুরূহ তত্ত্বসমূহ উপলব্ধিতে আনিতে পারে। জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলির সহিত পরিচয় আমার অতি কচি বয়সে হইয়াছিল। শিশুদের যোগ্যতায় তোমরা কেন বিশ্বাস করিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

—(ধৃতং প্রেম্না, ১৭শ খণ্ড, পত্র নং ২৭)

নিত্য বস্তুর নেশা ও অনিত্যের নেশা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের সকল নেশা যাতে ছু'টে যায়, তারই জন্য নামের নেশা প্রয়োজন। জগতের সকল পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে খ'সে পড়ে, তারই জন্য জীবনকে নামের সেবার সম্যক্ অধীন করা অত্যাবশ্যক। মদ, গাঁজা, ভাং, চরশ, যশ, মান, মেয়েমানুষ—এ সকল অনিত্য বস্তুর নেশা যাতে চিরতরে কেটে যায়, তারই জন্য নামের নেশার

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

আবশ্যকতা। বড় নেশায় ধর্‌লে আর ছোট নেশার প্রভাব থাকে না। নাম নিত্য সত্য, নিত্যের নেশা একবার জম্‌লে অনিত্যের সকল নেশা চিরতরে খতম্‌ হ'য়ে যায়। এই জন্যই অনাদি কাল থেকে সাধু-সজ্জনেরা নামের নেশা জমাবার আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ৯ম খণ্ড)

মদ্যপানাভ্যাসের প্রতীকার-চেষ্টা

"তোমার পত্রের শেষ সংবাদটীতে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হইলাম। এত অল্প বয়সে এই দুইটী বালক মদ খাইতে শিখিয়াছে এবং গুরুজনদের সমক্ষে পর্য্যন্ত বর্ব্বরোচিত আচরণ করিয়া যাইতে পারিয়াছে শুনিয়া অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করিয়াছি। তোমার কর্ত্তব্য এক্ষণে ইহাদিগকে এই মারাত্মক বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। শুনিয়াছি, মিশ্রির সরবৎ বেশী পরিমাণে এবং বারংবার খাওয়াইলে মদ্যপানের আসক্তি অনেকটা কমিয়া যায়। আরও কি কি সদুপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা কর এবং স্নেহ, উপদেশ, বারণ এবং শাসন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যবহার যথাকালে যথোযুপক্ত ভাবে কর। সর্ব্বশেষ উপায়-স্বরূপে ইহাদের উপরে অবিরাম নিজের শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে মনে মনে প্রয়োগ করিতে থাক এবং ইহাদের

চরিত্রের সংশোধনের জন্য সঙ্কল্প-পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ বার ভগবানের পরম পবিত্র নাম জপ কর।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৪শ খণ্ড)

মদ্যপান-নিবারক আন্দোলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশহিতৈষীরা দেশের কাজ কর্ব্বার জন্য কত জনকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন কিন্তু মদ্যপান নিবারণের জন্য যদি তাঁরা ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি কত্তে না পারেন, তাহ'লে দেশের অন্য সহস্র প্রকারের উন্নতি এলেও প্রকৃত উন্নতি কখনো আস্‌বে না। মনে কর, দেশের পরাধীনতা চলে গেল, কিন্তু দেশটা একদল মাতালের কর্ত্তৃত্বাধীনে যদি এসে যায়, তবে তারা দেশের কি কল্যাণ কর্ব্বে? মনে কর, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হ'ল কিন্তু অর্জ্জনকারী ভদ্রলোক যদি মদ্যপানেই সব টাকা উড়িয়ে দেন, তবে তার স্ত্রীপুত্রকন্যা খাবে কি, তার মেয়ের বিয়ে কেমন ক'রে হবে, তার ছেলের পড়ার খরচ কে চালাবে, তার স্ত্রীর শাড়ীখানা ছিঁড়ে গেলে নূতন একখানা শাড়ী কে কিনে দেবে? শ্রমিকেরা শ্রম ক'রে সপ্তাহান্তে যে পয়সাটা কয়লার খনিতে পায়, আমি ত' নিজ চক্ষে মানভূম জেলাতে দেখেছি, তার প্রায় সবটাই ত' তার বেতন পাওয়ার দিনই সঙ্গে সঙ্গে মদের দোকানে খরচ হ'য়ে যায়। তবে তার মাইনে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

বাড়লেই তার সংসার স্বচ্ছল হবে কি ক'রে? মদ্যপান নিবারণের জন্য দেশ জুড়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই আন্দোলনকে সফল করার জন্য নেতা ও জনসাধারণ, শিক্ষক ও ছাত্র, চাকুরে ও ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাবুদ্ধিহীন কৃষক-শ্রমিক, লেখক ও সাংবাদিক, পুরুষ ও নারী প্রত্যেকের সহযোগ প্রয়োজন। ঔষধের প্রয়োজন ছাড়া মদ্য-প্রস্তুতের কারখানা কোথাও স্থাপিত হবে না, তাল বা খেজুরের রসকে তাড়িরূপে ব্যবহৃত হ'তে দেওয়া হবে না, ভাতের পচাই তৈরী করা বন্ধ ক'রে দিতে হবে, মদ্যপায়ীদিগকে যোগ্য ঔষধ সেবন করিয়ে মদ্যপানের অভ্যাস থেকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টা কত্তে হবে। মানুষেরা দলে দলে সুরাপান ক'রে উচ্ছন্নে যাবে আর সরকার আবগারী কর আদায়ের আনন্দে বগল বাজাবেন, এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। এজন্য যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, আপামর জনসাধারণের মধ্যে তদ্রূপ শিক্ষার প্রসার সাধন কত্তে হবে। বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর ধ'রে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে পার্লে এ আন্দোলন সফল হবেই হবে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মেণ বা রুশরা মদ খায় ব'লে আমাদেরও খেতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

মাতালের চরিত্র-পরিবর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাতাল, জুয়াড়ি, লম্পট—এই তিনজনের ব্যাধিই বড় শক্ত ব্যাধি। কথায় বলে, উদরী, বাদুরী, যক্ষ্মা—তিন রোগে নাই রক্ষা। প্রায় সেই রকম। এজন্য খুব শক্ত বৈদ্য চাই, খুব দারুণ ঔষধ চাই। আমার মতে, সে ঔষধ হ'ল ভগবানের নাম। দীক্ষা না দিয়েও মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সেইটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তার প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা পোষণ না ক'রে তাকে নিরন্তর ভগবানের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, দীক্ষাদানই এর একমাত্র চিকিৎসা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা না দেওয়াই উচিত। কিন্তু সব চেয়ে উচিত কাজ যেটি, সেটি হচ্ছে এই সব লোকদের আত্মীয়-পরিজনদের দরদী চেষ্টা, যা তারা কর্ব্বে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

নামের নেশায় মাতোয়ারা হও

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বলিতে শুনিয়াছি, পুত্রশোক বজ্রাঘাত-তুল্য, এ শোক সহ্য করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। কিন্তু দিন যায়, ক্ষণ যায়, শোকও একদিন চলিয়া যায়। ইহাও বলিতে শুনিয়াছি

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

যে, পুত্রশোকও ভোলা যায় কিন্তু টাকার শোক ভোলা যায় না। বিশ্বাস করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া বা নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র নির্লোভ ব্যক্তি জানিয়া কোনও বান্ধবের কাছে গোপনে টাকা গচ্ছিত করিয়া তারপরে যখন ঐ টাকা মারা যায়, সেই সময়েই এই কথাটা বেশী শোনা যায়। কিন্তু মাস যায়, বছরও যায়, মানুষ টাকারও শোক ভুলিয়া যায়। নূতন কোনও নেশা যদি মানুষকে ধরে, যেমন জুয়ার নেশা, মদের নেশা, মেয়ে মানুষের নেশা বা জালিয়াতির নেশা,—তাহা হইলেই যে-কোনও শোক ভুলিয়া থাকা যায়। সব কিছু ভুলাইয়া দিতে পারে বলিয়াই ত' উহার নাম নেশা। কিন্তু **সকল নেশার রাজা হইতেছে নামের নেশা, মানে ভগবানের নাম করিতে করিতে অন্তরে প্রেমরসসিক্ত যে কুহেলীঘেরা এক আশ্চর্য্য মাদকতার সৃষ্টি হয়, সেই নেশা।** এই নেশা মানুষকে পাপ হইতে পরাঙ্মুখ করে, দুর্ব্বলতার সোজা ও কুটিল রাস্তাগুলি হইতে বিমুখ করে, কুকথা, কুচিন্তা, কুতর্ক, কুসঙ্গ ও কদাচার হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আনিয়া বারংবার স্নেহ-কোমল করে, শ্রীভগবানের চরণের অঞ্জলি করিয়া দিয়া তবে ছাড়ে। অর্থনীতি-বিশারদেরা এই নেশার মধ্যে অনেক শোষণ ও লুণ্ঠন কল্পনা করিয়া ভীতি গ্রস্ত হইতে পারেন কিন্তু ভয়কে জয় করিবার এই নেশাই যথার্থ মহৌষধ। তোমরা নামের নেশায় মাতোয়ারা হও।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ২০শ খণ্ড)

মদ্যপানের অপকারিতা

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র কিশোর আচার্য্যের একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবামণি ২২শে আশ্বিন, ১৩৪৬ (ইং ৮ই অক্টোবর, ১৯৩৬) অপরাহ্ণে চারি ঘটিকার সময়ে ১৫৭।৩ নং আপার সারকুলার রোডে ভারত-বিখ্যাত এক প্রতিভাবান অভিনেতার গৃহে আসিয়াছেন।

অভিনেতার মাতা কতকগুলি মর্ম্মদাহী বেদনার কথা বলিলেন। অভিনেতার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিও অশ্রু-সজল নয়নে তাঁহাদের কান্নার সহিত যোগ দিলেন। বলিলেন,—"ভারতের ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। এই জন্যই মদ্যপানকে তাঁরা অত নিন্দা করেছেন। মদ্য-বিক্রেতাকে তাঁরা অকুলীন জ্ঞান করেছেন। মদ্যবিক্রেতাকে তাঁরা জাতিচ্যুত অন্ত্যজ করেছেন। ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে শীতাধিক্য বশতঃ মদ্যপান মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যের জন্যই হয়ত প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য সেই যুক্তি চলে না। মদ্যপান বড় সর্ব্বনাশা ব্যসন। কারণ, প্রথম প্রথম মাত্রানুযায়ী সেবন করা হবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করলেও কিছুদিন না যেতেই দেখা যাবে যে, মাত্রাজ্ঞান ক্রমশ ঝাপশা হ'য়ে যাচ্ছে। তারপরে একদিন মাত্রাজ্ঞান একেবারে লোপ পাবে এবং প্রতিভাধর এই মহান্ ব্যক্তিটী জাতির সম্পদ-ভাণ্ডারে অতি নগণ্য ব'লে নিন্দিত হচ্ছে। **তোমরা তোমাদের পুত্রদের আশীর্ব্বাদ কর, তারা যেন জীবনে মদ্য স্পর্শও না**

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

করে। তোমরা তোমাদের স্বামীদের জন্য প্রার্থনা কর, তারা যেন কারো সঙ্গে প'ড়েই পানপাত্র না ওষ্ঠ-সমীপে তোলে।

একটা শ্যামল শস্য-প্রান্তর হঠাৎ মরুভূমিতে পরিণত হইলে যে নিদারুণ হাহাকার সর্ব্বজীবের কণ্ঠে জাগিয়া ওঠে, ঠিক তাহাই যেন এই গৃহটীতে ফুকারিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি অতি সাধারণ মানুষ। আমার শক্তি সীমাবদ্ধ ও সাময়িক। তবু আমি তোমাদের হৃদয়-নিধির জন্য প্রার্থনা কর্ব্ব, উপাসনা কর্ব্ব, উপবাস কর্ব্ব। ওর একখানা ফটোর কাছাকাছি কোথাও আমার একখানা ফটো রেখে দাও। আমার ফটোকে জিজ্ঞাসা ক'রো যে, আমি আমার করণীয় কাজ ক'রে যাচ্ছি কিনা। আর, মহান্ শিল্পীর ফটোর পানে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা ক'রো যে, সে কিছু টের পাচ্ছে কিনা।—এ ব্যাপারে আর কাউকে কিছু ব'লো না।"

—(অখণ্ড-সংহিতা, ২৪শ খণ্ড)

মদ্যপান বর্জ্জন

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লোকটী সুরাপান ক'রে ক'রে শরীর মনের সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকেও চিরতরে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে, জানার পরে তোমাদের কারো আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়। মদ্যপান কেউ একা একা শিখে না, সঙ্গী-সাথীদের পাল্লায় প'ড়েই এই পথে লোকে গোল্লায় যায়। সুতরাং একটী

মাতালকে সংশোধন কত্তে হ'লে তার সঙ্গী ও সাথীদের মধ্যেই কাজ কত্তে হবে। একাজ প্রত্যক্ষ ভাবে কত্তে যাওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। "ওরে মাতাল" ব'লে তুমি কদাচ কাউকে সম্বোধন কত্তে পার না। "মদ খেয়ে পয়সা নষ্ট কচ্ছ কেন" ব'লে কাউকে তুমি ধমকাতে পার না। অশান্তি, উৎপাত, উপদ্রব ও কলহ-বৃদ্ধির ভয়েই তোমাকে অন্য পথ নিতে হবে। সেইটী হচ্ছে, একটী দুটী লোকের জন্যই সমগ্র শহরব্যাপী বা সমগ্র অঞ্চলব্যাপী মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি কত্তে হবে। বিলাতে বা আমেরিকায় শত শত সুরাপান-নিবারণী সভা আছে, যাঁরা ধারাবাহিক ভাবে নিজ-নিজ অঞ্চলব্যাপী মদ্যপান-নিরোধক বিরাট বিরাট আন্দোলন চালান। সেই তুলনায় আমাদের দেশ একেবারেই অন্ধ ব'লে বল্‌তে পারি। অথচ এই দেশেই, সম্ভবত দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, শাস্ত্র রচিত হয়েছিল যে, মদ্য যে বিক্রয় করে, তার স্পর্শ করা জলও পান কর্ব্বে না। কিছু কিছু লোক কতক দিন ক'রে কোনো কোনো স্থানে মদ্য-বর্জ্জন-অন্দোলনকে অনুশীলন করার চেষ্টা করার পরে নানা রূপ অভিজ্ঞতা লাভের ফলে হয়ত সহজে আবিষ্কার হবে যে, এই আন্দোলনকে ভবিষ্যতে কি ভাবে পরিচালন কর্ল্লে প্রকৃত সফলতা লাভ হবে। গরীব লোকেরা অনেকে মদ খায় ক্ষুধার জ্বালা ভুলে থাকার জন্য। সম্পদশালী লোকেরা অনেকে মদ খায় নিজেদের পশুস্বভাব-প্রণোদিত কুকার্য্যগুলি নির্ল্লজ্জভাবে

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

ক'রে যাওয়ার অবাধ মানসিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য। দোকানদারেরা মদ বেচে পয়সা উপার্জ্জনের জন্য। গণিকারা মদ্যপান করে ও পান করায় তাদের সাময়িক প্রণয়ীদের মনোরঞ্জনের জন্য। এইরূপ নানা জনে নানা কারণে মদ খায় বা বেচে। তান্ত্রিকেরা অনেকে মদ খায় তথাকথিত ধর্ম্মাচরণের জন্য। তান্ত্রিকদের এই বীভৎসতার নিন্দা খ্রীষ্টান মিশনারীরা অনেকেই শত মুখে করেছেন কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ভারতে খ্রীষ্টান-মিশনারীদের শুভাগমনের পর থেকে এদেশে ভদ্রবেশে যে পরিমাণ মদ্যপানাসক্তির প্রাবল্য ঘটেছে, তা মোঘল-পাঠান-যুগের মধ্যাহ্ন কালেও লক্ষ্য করা যায় নি। পাশ্চাত্য মদ্যপায়ীরা ভারতবর্ষের মদ্যের প্রচলন-বৃদ্ধির ব্যাপারে কল্পনাতীত অবদান রেখেছেন ব'লে অনেকেই তাঁদের ধিক্কার দিচ্ছেন। হয়ত, সেই ধিক্কার অমূলক নয়। ভোগবিলাসের প্রতি জাতির দৃষ্টি যত অবাধ হবে, আনুষঙ্গিক পাপ-রূপে মদিরা ততকাল ষোড়শোপচারে পূজিত হবে। সুতরাং পাশ্চাত্য ভোগবাদ বা ভারতীয় ভোগবাদের নানা সংস্করণের নানা দার্শনিক মতবাদের উপরে খড়্গাঘাত করার যোগ্য ধ্যানী চিন্তাশীলদের এই সময়ে কাজে লাগাতে হবে। মদের দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধিতে রাজ্য-সরকারের অর্থাগমবৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং গুরুতর কারণ না ঘটলে সরকার নিজেরা অগ্রণী হ'য়ে দেশ থেকে মদ্যপান তুলে দেবেন বা দিতে পার্ব্বেন, এটি মনে করা যায় না। ভোগবাদীদের হাতে রাজশক্তি ন্যস্ত হ'লে বরং

এর বিপরীত ঘটনাই ঘটতে পারে। চারিত্রিক দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটাতে মদ আর জুয়াখেলার জুড়ী আর কোনও বস্তু নেই। এর প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ প্রতীকার চিরকালই দেশের সরকারের হাতে থাকে এবং থাক্‌বে।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ২৪শ খণ্ড)

মদ্যপানের পরোক্ষ প্রতীকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ব'লে কি বলতে হবে যে, এর পরোক্ষ প্রতীকারে আমরা যত্ন নিব না? নিশ্চয়ই নিব। বল্‌বে, উপায় কি? আমি উপায় ব'লে দিচ্ছি। একটী নির্দ্দিষ্ট মদ্যপায়ীকে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেল। মাত্র পাঁচটী বন্ধুতে মিলে সঙ্কল্প কর যে, এই লোকটীর মদ্যপান-রুচি নাশ করার জন্য তোমরা কাজ কর্ব্বে। নিজেদের সংখ্যা কিছুতেই পাঁচের বেশী হ'তে দিও না এবং এই সঙ্কল্পের কথা বাইরে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্ব্বে না। প্রত্যহ একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঁচ জনে একটী নিভৃত স্থানে বসবে, অর্দ্ধ ঘণ্টা নামজপ কর্ব্বে। তারপরেই মনে মনে সঙ্কল্প কত্তে থাকবে,—"হে অমুক, তুমি মদ্যপান ছাড়।" পনের মিনিট এই সঙ্কল্পটী ক'রে কিছুক্ষণ নাম-কীর্ত্তন ক'রে নিজ নিজ ঘরে ফিরবে। যার চরিত্র-সংশোধনের জন্য কাজটুকু কচ্ছ, তাকে বা তার কোনও আত্মীয়কে এই বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না। কিছুকাল

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

করার পরে দেখ্‌তে পাবে, লোকটীর চরিত্রের পরিবর্ত্তন সত্য সত্যই আরম্ভ হয়েছে।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ২৪শ খণ্ড)

জাতির নরক

জনৈক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ মানুষের জীবিকার্জ্জনের সাধারণ উপায়গুলি স্বাভাবিক ভাবে করতলগত না হবে, ততক্ষণ মানুষের মন থেকে অভাব-জনিত অশান্তি এবং সুনিবার্য্য দুঃখের সংঘাত-জনিত অসন্তোষ কখনো দূর হবে না। এই জন্যই চাই এমন উপায়ের অনুসন্ধান, যা' অবলম্বন কর্ল্লে মানুষের অকারণ অভাব না থাকে, অহেতুক দুঃখ না আসে। অস্থির চঞ্চল মন অধীরতার আবেগে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে পথ চল্‌তে চেষ্টা করে, ফলে পদে পদে হয় পদস্খলন আর অপঘাত। ভারতের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাগুলি কোন্ যুগে হয়েছিল স্ফুরিত? যখন অন্নচিন্তা চমৎকারা ছিল না, যখন মাটির উপরে একটী নখের আঁচড় কাট্‌লে ভূমি শস্যসম্ভারে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত, যখন দেশ ছিল সুভিক্ষ, যখন দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, অনাবৃষ্টিতে, জলপ্লাবনে, মারাত্মক ঝঞ্ঝাবাতে মানুষের কষ্ট হ'লে সকলে সমস্বরে চীৎকার ক'রে বল্‌তে সাহস পেত,—"রাজা অধার্ম্মিক, একে সিংহাসন থেকে সরাও।" ব্যাপক ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন কেবলই অভাব, অনটন, অশান্তি আর দুঃখের দুশ্চিন্তায় কক্ষভ্রষ্ট, তখন

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

মানুষ উচ্চ ভাবনার অনুশীলনে অরুচিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে, তখন মানুষের মন সহজ আমোদ-প্রমোদ, তরল আনন্দ আর ক্ষণস্থায়ী সুখের নেশাকে জীবনের সার-সর্ব্বস্ব ব'লে মনে ক'রে থাকে। এই যখন হয় অবস্থা, তখন এ জাতির নরকে ডুবতে বেশী সময় লাগে না।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

নরকের সিঁড়ি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নরকের আবার সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে মানুষগুলি কেবলই নীচের দিকে নাম্‌তে থাকে। যত নামে, তত' আরো নামতে ইচ্ছা যায়। ইচ্ছা আর তার হয় না যে, সে ফিরে আসে বা উঠে আসে। দৈবাৎ কারো হঠাৎ তেমন শুভ ইচ্ছা জাগ্‌লেও অন্য নরকগামীরা তাকে হাতে, কোমরে, ঘাড়ে, পায়ে ধ'রে ধ'রে টেনে টেনে নামাতে থাকে। কারো ভাগ্যগুণে এমন কুসঙ্গীরা কাছে না থাক্‌লেও নরক-পথের পিচ্ছিলতা তাকে টেনে তড়িতের গতিতে নীচে ঠেল্‌তে থাকে। প্রথম সিঁড়িটীর নাম মদিরা। দ্বিতীয় সিঁড়িটীর নাম জুয়া। তৃতীয় সিঁড়িটীর নাম পরস্ত্রী।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

নরক-পথের দার্শনিকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মদ খাবে কিন্তু মনটা খচ্‌খচ্

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

কত্তে পারে ত'! তাই মনটাকে প্রবোধ দিয়ে ভুল বুঝাবার জন্য একটা দর্শন-শাস্ত্র চাই। নানা পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় নামজাদা লোকেরা মদ খেতেন। আমাদের দেশেই বা অমুক কবি অমুক রাজনৈতিক নেতা কবে মদ্য বর্জ্জন ক'রে চলেছিলেন? আরে রাম, স্বয়ং ঋগবেদের ঋষিরা নাকি সোমরস পান কত্তেন। যা' ভাল লোকেরা করেছেন, বড় লোকেরা করেছেন, নামী লোকেরা করেছেন, তা' আমি বা তুমিই বা করব না কেন? হাজার বার করব। মদ খেলে ক্ষিদে বাড়ে, মদ খেলে শরীর ভাল থাকে, মদ খেলে সুনিদ্রা হয়, মদ খেলে সংসারের এলোমেলো দুঃখগুলি একেবারে তালগোল পাকিয়ে ভুল হ'য়ে যায়। তারপরে ভাই, কি নিশ্চিন্তি। জুয়াখেলাও খুব ভাল খেলা। পাঁচ জনের পকেট থেকে পাঁচ পাঁচ টাকা করে গেল, তাতে কারো সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে না, অথচ একজন এক সঙ্গে পঁচিশ টাকা পেয়ে গেল, তার কত সুবিধা হ'য়ে গেল। সকলের ধন দিয়ে একজনকে ধনী ক'রে দেওয়া একটা মস্ত বড় সৎকাজ। শুধু সৎকাজ? মস্ত বড় একটা বাহাদুরীর কাজ। এতে যারা আপত্তি করে, তারা ত' সংসারটার কিছুই চিন্‌ল না, জান্‌ল না। সেই সব বোকাদের কথা শুনো না। আর পরস্ত্রী বলছ ত'? পরকীয়া না হ'লে কি প্রেম জমে? পৃথিবীর কত কত বড় মানুষেরা পরকীয়া করেছেন, তার খবর রাখ? অমুক কবি আর অমুক দার্শনিক ত' পরস্ত্রী পেলে লুফে নিতেন। খারাপ কাজ হ'লে

কি তারা এমন কত্তেন? বড়রা যা' করে, তা' নিশ্চয়ই ভাল। আরো দেখ, কে কার স্ত্রী, কে কার নয়, এটা কি কারো গায়ে লেখা থাকে? যার সাথে যার ব'নে যায়, সেই তাকে পাবার অধিকারী, সমাজ এবং সামাজিক নিয়ম ত' সৃষ্টি করেছে একদল বুদ্ধিমান্ স্বার্থপর লোক, যাদের উদ্দেশ্যই ছিল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা, দুর্ব্বলকে শোষণ করা, নির্ব্বোধকে নিজের অঙ্গুলীহেলনে চালিয়ে নিজের স্বার্থ সাধন করা। সুতরাং ওসব বাজে কথায় ভুলো না।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

আমরা কি সভ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ভাবে এক নব-প্রকরণের দার্শনিকতা বিস্তার ক'রে এরা নিজেদের মতকে পোষণ করে, নিজেদের আচরণকে সমর্থন করে। কিন্তু একথা সত্য জেনো যে, **যে দেশের নেতারা মদ্যপ, মানুষেরা লম্পট, বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ অর্জ্জনের মোহে যে দেশের লোক মশগুল, আর যে দেশের নারীরা অসতী, সেই দেশের কখনো কল্যাণ নেই। ন্যায়োপেত অন্ন, শ্রমার্জ্জিত ধন, সুসংযত যৌন জীবন, সর্ব্বপ্রকার মাদক-দ্রব্য থেকে দূরে অবস্থান,—এই হচ্ছে উন্নত ও সভ্য জাতির প্রকৃত পরিচয়।** এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রে দেখ, আমরা সভ্য কিনা। আমরা কি সভ্য,—এই প্রশ্ন কেউ আমাদের করলে আমরা রেগে মেগে অস্থির হই, কিন্তু

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

যদি দেখা যায় যে, প্রতি গ্রামে, প্রতি সহরে সুরার চলেছে মহোৎসব, নামী নামী নেতারা সেই সব মহোৎসবের প্রসাদকামী ভক্ত, গ্রামে তেমন না হ'লেও যদি দেখা যায় যে, শত শত সহরে অসতী মেয়েরা ডঙ্কা বাজিয়ে স্পর্দ্ধিত মস্তকে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিত্য নূতন শিকারের সন্ধানে, যদি দেখা যায় যে, জুয়াখেলাকে লোকপ্রিয় করার জন্য আমরা নানা জনে নানা আয়োজনে ব্যস্ত, যদি দেখা যায় যে, আমরা শ্রম ক'রে অন্ন অর্জ্জন কত্তে চাই না, চাই ভিক্ষা ক'রে নতুবা চুরি ক'রে কিম্বা দস্যুতা ক'রে অন্ন অর্জ্জন কত্তে,—তারপরেও কি বলা চলবে যে, আমরা সভ্য এবং উন্নত?

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

মদ্যপানকে ঘৃণা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মদ্যপায়ীকে এদেশে প্রত্যেকেই মনে মনে ঘৃণা করে। ধনবান্ মদ্যপায়ী নিজ ধনের মহিমায় বাইরে লোকের খাতির, প্রণাম বা সেলাম পেলেও খাতিরকারী, প্রণামকারী, সেলামদাতা তাকে মনে মনে তুচ্ছই জ্ঞান করে। মদ্যপান রাজসিক চরিত্রের ধনী লোকদের একটা উৎকট ব্যসন আর তামসিক চরিত্রের গরীব লোকদের অস্তিত্ব-বিলোপকারী এক মারাত্মক দুর্ব্বলতা। এদের প্রতিজনকে এই পাপ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য প্রাণভরা প্রেম নিয়ে আন্দোলনে নামা উচিত। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু বুনোদের

দলে দলে হরিনাম-কীর্ত্তনে মত্ত ক'রে মদ্যপানের আসক্তি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। অধিকাংশ লোকেরই মদ্যপানের অভ্যাসকে উপযুক্ত প্রয়াস ও পরিবেশের দ্বারা দূর করা যায়। কিন্তু এত লক্ষ লক্ষ লোক মদ্যপানে আসক্ত যে, এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর প্রয়োজনও লক্ষ লক্ষ। মদ্যপানকে ঘৃণা ক'রো কিন্তু মাতালকে সংশোধিত করার জন্য যার যতটুকু সাধ্য প্রেম দাও।

—(অখণ্ড-সংহিতা, ১৭শ খণ্ড)

নেশা সম্পর্কে একজন ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমামণি বলিলেন,—নেশা করিবে তিনটি জিনিষের ঃ— (১) শ্রীগুরুদত্ত নামের নেশা। (২) জ্ঞানার্জ্জনের নেশা। (৩) পরোপকারের নেশা। এই তিনটি বাদে সর্ব্বপ্রকার নেশা বর্জ্জনীয়।

সমাপ্ত

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

অখণ্ড-আচার সংহিতার
দ্বিতীয় সংস্করণ-এর
বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অখণ্ড উৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্র স্থাপন	১১
অখণ্ডদের পালনীয়	১৩০
অখণ্ডদের প্রতি বিশেষ নির্দ্দেশ	১৩৪
অখণ্ডদের বর্জ্জনীয়	১৩৩
অখণ্ড-বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অবশ্য পালনীয়	১২৪
অখণ্ড-বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়	১২৪
অখণ্ড বিধিমতে শুভবিবাহের পদ্ধতি	৯১
অখণ্ডমতে বিবাহে ও শ্রাদ্ধে অখণ্ড মাত্রের কর্ত্তব্য	১২৫
অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ	১১১
অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পদ্ধতি	১০৫
অধিবাস অনুষ্ঠান	৬৩
অন্নপ্রাসন	৭৩
অশ্বিনী মুদ্রা	৪৭
অপমৃত্যুতে শ্রাদ্ধ	১০৩
অষ্টোত্তর শত ব্রহ্মগায়ত্রী অনুষ্ঠান	৭১
আত্মহত্যাকারীর শ্রাদ্ধ	১২৬
আদর্শের প্রচার	১৫০
আনুগত্য অতুলন	১৪১
আমরা কি সভ্য	১৬৭
আমার পুত্র কন্যা হওয়ার অর্থ	১৩৫
আহারীয় নিবেদন	১৩২
ঈশ্বর সাধন	১৪৩
উদয়াস্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ	৭০
উদয়াস্ত নাম জপ	৬৮
উদয়াস্ত হরিওঁ কীর্ত্তন	৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
উপাসনা অঙ্গনে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিকৃতি	১৪
উপাসনা পরিচালনা ও অখণ্ড-সংহিতা পাঠ	১০
উপাসনাকালীন বেশভুষা	২৩
উপাসনাকালীন প্রণাম	২৪
উপাসনার শুদ্ধসুর শিক্ষা-দান	৩৩
একই সমবেত উপাসনা দ্বারা কতিপয় অনুষ্ঠান	৫১
কর্ম্মীগণের উদ্দেশ্যে	১৪৮
কীর্ত্তন মহোৎসব	৬৮
গর্ভাবস্থায় বিগ্রহ পূজা	৬১
গুরুদ্রোহী	১৪২
গৃহপ্রবেশ	৭২
গৃহপ্রবেশের মাস	৭৩
গৃহারম্ভ	৭২
গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা ছাড়িয়া ভগবানের পূজা কর	৮৫
গ্রহ-নক্ষত্র ধ্বংসশীল, ভগবান্ শাশ্বত	৮৭
গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা	৭৬
চরিত্র সাধনা	১৪৪
চান্দ্রায়ণ ও প্রায়শ্চিত্ত	৭৫
জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণ	৪১
জননাশৌচ	১২৯
জাতির নরক	১৬৪
তোমরা আমার কণ্ঠ হও	১৫১
দশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান	৭৫
দশজনের পয়সা	১৫১
দ্বিবিধ মতে শ্রাদ্ধ, গয়া শ্রাদ্ধ ও ঘৃতাহুতি সম্পর্কে	১২০
নরকের সিঁড়ি	১৬৫
নরক পথের দার্শনিকতা	১৬৫
নামের নেশায় মাতোয়ারা হও	১৫৭
নামজপ, নামকীর্ত্তন.....এবং সমবেত উপাসনা	৫০
নিত্য বস্তুর নেশা ও অনিত্যের পেশা	১৫৩
পঞ্জিকা কতটুকু মানা উচিত	৮৮
পঞ্জিকায় কি কি থাকা উচিত	৮৯
পত্র নং-২ (ধৃঃ প্রেঃ ৯)	১২৩
পত্র নং-৬ (ধৃঃ প্রেঃ ৬)	৭৭
পত্র নং-১৫ (ধৃঃ প্রেঃ ২৫)	১১৪
পত্র নং-১৯ (ধৃঃ প্রেঃ ৩২)	৭৯

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠা
পত্র নং-২৭ (ধৃঃ প্রেঃ ৭)	১১৬
পত্র নং-৩০ (ধৃঃ প্রেঃ ৭)	৮৩
পত্র নং-৫৩ (ধৃঃ প্রেঃ ৩২)	৮১
পত্র নং-৬৩ (ধৃঃ প্রেঃ ৩২)	৮২
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির শুভজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ত্তমান অখণ্ডসঙ্ঘ প্রধানের নির্দ্দেশ	৫৩
পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা	৭৫
পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিগত উপাসনা	৪০
পূজিত বিগ্রহ পরিবর্ত্তন এবং ওঙ্কার বিগ্রহের কৌলিন্য	৫৭
বহুদেবতার পুজায় শক্তিক্ষয়	৭৬
বার্ষিক শ্রাদ্ধ	১০৫
ব্যক্তিগত উপাসনা	৩৮
ব্যক্তিগত উপাসনা ও সমবেত উপাসনা	৩৯
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা	৫৫
বিগ্রহ প্রণামী	১৪১
বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা	৫৬
বিদ্যারম্ভ বা হাতে খড়ি	৭৪
বিবাহ বিষয়ক শ্রীশ্রীবাবামণির কয়েকটি পত্র	৯৬
বিবাহ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান	৯৬
বিবাহিতের সমবেত উপাসনায় যোগদান	৩২
বিবাহের পূর্ব্বে রক্ত পরীক্ষা	৯৯
বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষের পৌরুষের পরীক্ষা	১০০
ভাবী বংশধরদের রুচি সচেতনতা	১৫২
ভোগ নৈবেদ্য ঢাকিয়া রাখা	১৯
ভ্রূমধ্যে ফোঁটা	৭
মণ্ডলীর অনুমোদন	১৪০
মণ্ডলীর পদাধিকার	১৩৫
মণ্ডলীর পদাধিকারীর শপথ	১৩৯
মদ্যপান নিবারক আন্দোলন	১৫৫
মদ্যপান বর্জ্জন	১৬০
মদ্যপানকে ঘৃণা	১৬৮
মদ্যপানের অপকারিতা	১৫৯
মদ্যপানাভ্যাসের প্রতীকার চেষ্টা	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মদ্যপানের পরোক্ষ প্রতীকার	১৬৩
মস্তক-মুণ্ডন সম্পর্কে	৬৯
মাতালের চরিত্র পরিবর্ত্তন	১৫৭
মাতৃ-পিতৃ বিয়োগে "ধরা" ধারণ	১১৯
মিলন মন্ত্র	১৫১
মৃত সৎকার	১২৬
মৃতাশৌচ	১২৭
যে কোন প্রকার মৃত্যুর শ্রাদ্ধ	১২৬
যোনিমুদ্রা	৪৮
রজঃস্বলা নারীর গুরুপ্রণাম	৬১
রজঃস্বলা নারীর মন্দির প্রবেশাদি	৬০
রজঃস্বলা নারীর সান্ধ্যোপাসনা	৫৯
রেকর্ড সহযোগে সমবেত উপাসনা	২৯
রোগোপশম কামনায়......... সমবেত উপাসনা	৩৬
লঘু মহামুদ্রা	৪৫
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণির শুভজন্মোৎসব	৫৩
শ্রাদ্ধকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য	১০৯
শ্রাদ্ধ কি? শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা	১০২
শ্রাদ্ধে শিবা ভোগ	১০৪
শ্রাদ্ধের তাৎপর্য্য	১১০
শ্রীবিগ্রহে আরতি	৫৩
শ্রীবিগ্রহে তুলসীপত্র নিবেদন	২২
শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিচিত্রের সম্মুখে পৃথক ভোগ সাজানো নিষ্প্রয়োজন	৫৪
শ্রীশ্রীবাবামণির ফটো	১২
সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত উপাসনা	৪০
সংগঠন কাহাকে বলে	১৪৫
সঙ্ঘ ও গণতন্ত্র	১৪৩
সঙ্ঘ-শরীরে দুষিত ক্ষতকে আসিতে দেওয়া উচিত নহে	১৪২
সমবেত উপাসনা ও অখণ্ড-মণ্ডলী	৩৬
সমবেত উপাসনা ও অন্যান্য যে-কোনও অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ	৯

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমবেত উপাসনা কখন বর্জ্জনীয়	৫২
সমবেত উপাসনাতে অখণ্ড-সংহিতা পাঠ	৮
সমবেত উপাসনাকালীন পরিচ্ছদ	২৩
সমবেত উপাসনায় অঞ্জলি প্রদান	১৩
সমবেত উপাসনায় কি কি নিষিদ্ধ	২৪
সমবেত উপাসনায় ঘট ইত্যাদি	২০
সমবেত উপাসনায় নব প্রবর্ত্তন	২৬
সমবেত উপাসনায় যোগদান অখণ্ডের বাধ্যকর	৩২
সমবেত উপাসনায় যোগদান মহৎভাগ্য	৩৩
সমবেত উপাসনায় শ্রীশ্রীবাবামণির অঞ্জলি	১৪
সমবেত উপাসনায় শ্রীশ্রীবাবামণির আসন	১৬
সমবেত উপাসনার আসরে বসিবার ব্যবস্থা	১০
সমবেত উপাসনার গুরুত্ব	২৭
সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য ও পক্কান্ন	১৮
সমবেত উপাসনায় যোগদান-কারী শ্রীশ্রীবাবামণির পরমপ্রিয়	৩০
সমবেত উপাসনায় যোগদানের লাভ	৩১
সমবেত উপাসনায় উপেক্ষা	৩১
সমবেত উপাসনার উপাঙ্গ লইয়া অনুষ্ঠান	৫২
সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা	৩৫
সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার বার	৩৫
স্থলাভিষিক্ত	১৪০
হরিওঁ ঊষাকীর্ত্তন	৬৭
হরিওঁ কীর্ত্তন ও স্ট্যাণ্ডার্ড সুর	৬৫

অখণ্ড সংগীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক।।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, Dhanbad

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার!

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। সরল ব্রহ্মচর্য্য
২। অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩। জীবনের প্রথম প্রভাত
৪। আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫। আত্ম-গঠন
৬। সংযম-সাধনা
৭। দিনলিপি
৮। স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯। প্রবুদ্ধ যৌবন
১০। কুমারীর পবিত্রতা (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১। নবযুগের নারী
১২। গুরু
১৩। অখণ্ড সংহিতা (১ম হইতে ২৪শ খণ্ড)
১৪। মন্দির (গানের বই)
১৫। মূর্চ্ছনা ”
১৬। মঙ্গল-মুরলী ”
১৭। মধুমল্লার ”
১৮। মন্দারমালা ”
১৯। সমবেত উপাসনা
২০। নববর্ষের বাণী
২১। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২। বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩। সধবার সংযম
২৪। বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫। কর্ম্মের পথে
২৬। কর্ম্ম-ভেরী
২৭। আপনার জন
২৮। পথের সাথী
২৯। পথের সন্ধান
৩০। পথের সঞ্চয়
৩১। সাধন-পথে
৩২। ধৃতং প্রেম্না (১ম হইতে ৩৮শ খণ্ড)
৩৩। বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৩৪। শান্তির বারতা (১ম হইতে ৩য় খণ্ড)
৩৫। সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭। সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ
৩৮। অখণ্ড আচার-সংহিতা
৩৯। **His Holy Words**

ইংরাজী অনুবাদঃ—

১। কর্ম্মের-পথে ২। সংযম-সাধনা ৩। কুমারীর পবিত্রতা - ২য় খণ্ড ৪। দিনলিপি ৫। জীবনের প্রথম প্রভাত ৬। পথের সন্ধান

অর্ডারের সহিত সর্ব্বদা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকব্যয়ে ভিঃ পিঃ করা হয়।

অযাচক আশ্রম, ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী— ২২১০১০

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী

১। সরল ব্রহ্মচর্য্য
২। অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩। জীবনের প্রথম প্রভাত
৪। আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫। আত্ম-গঠন
৬। সংযম-সাধনা
৭। দিনলিপি
৮। স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯। প্রবুদ্ধ যৌবন
১০। কুমারীর পবিত্রতা (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১। নবযুগের নারী
১২। গুরু
১৩। অখণ্ড সংহিতা (১ম হইতে ২৪শ খণ্ড)
১৪। মন্দির (গানের বই)
১৫। মূর্চ্ছনা ,,
১৬। মঙ্গল-মুরলী ,,
১৭। মধুমল্লার ,,
১৮। মন্দারমালা ,,
১৯। সমবেত উপাসনা
২০। নববর্ষের বাণী
২১। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২। বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩। সধবার সংযম
২৪। বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫। কর্ম্মের পথে
২৬। কর্ম্ম-ভেরী
২৭। আপনার জন
২৮। পথের সাথী
২৯। পথের সন্ধান
৩০। পথের সঞ্চয়
৩১। সাধন-পথে
৩২। ধৃতং প্রেম্না (১ম হইতে ৩৮শ খণ্ড)
৩৩। বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৩৪। শান্তির বারতা (১ম হইতে ৩য় খণ্ড)
৩৫। সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭। সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ
৩৮। অখণ্ড আচার-সংহিতা
৩৯। **His Holy Words**

ইংরাজী অনুবাদঃ—

১। কর্ম্মের-পথে ২। সংযম-সাধনা ৩। কুমারীর পবিত্রতা - ২য় খণ্ড ৪। দিনলিপি
৫। জীবনের প্রথম প্রভাত ৬। পথের সন্ধান

অর্ডারের সহিত সর্ব্বদা অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকব্যয়ে ভিঃ পিঃ করা হয়।

অযাচক আশ্রম, ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী— ২২১ ০১০